

# আরব আলেমদের দৃষ্টিতে তাবলীগ জামাত

আহ্নাফ বিন আলী আহ্মাদ

Islamic Dawah & Education Academy (iDEA)



### আরব আলেমদের পক্ষ থেকে তাবলীগ জামাতের বিরোধীদের জবাব

**ইবরাহীম আলে শাইখ** - এদের মিশন হলো, মসজিদে মসজিদে গিয়ে জনসাধারণকে তাওহীদ, সুষ্ঠু আকিদা বিশ্বাস এবং কিতাব - সুন্নাহ মতে আমল করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং কবরপূজা, মৃতদের কাছ থেকে চাওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন বিদাত কুসংস্কার থেকে বেঁচে থাকার প্রতি আহ্বান করা এবং ওয়াজ-নহীহত করা।

**শায়খ আব্দুল আযিয আব্দুল্লাহ বিন বায** - আমরা 'নজদ' ও অন্যান্য স্থানের আমাদের অনেক বিশ্বস্ত ভাইদের কাছ থেকে জামাত সম্পর্কে পূর্ণ খবর নিয়েছি। তাদের কেউ জামাতে শরীয়ত বিরোধী কোন কার্যকলাপ আছে বলে বলেননি এবং এমন কোন বস্তু আছে বলেও বলেননি যদ্বারা তাদের সাথে বের হওয়া বা দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ করতে বাধা সৃষ্টি হয়।

অনেক খোঁজ-খবর নেওয়ার পর বর্তমানে আমরা এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত যে, আমাদেরকে তাবলীগ জামাতের পার্শ্বে দাড়াতে হবে।

**শায়খ আবু বকর যাবের আল জাঝায়েরী** - এই তাবলীগি জামাতের বদৌলতে লোকেরা ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়ার পর পুনরায় ফিরে এসেছেন এবং অনেকে বিভিন্ন শিরক, বিদায়াত ও কুসংস্কার থেকে ফিরেছেন।

**মদিনা ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধীদের পক্ষে মুহাম্মদ আমান জামী** - আল্লাহর দিকে আহ্বান এবং মানুষদেরকে সৎপথে আনার জন্য চেষ্টা করাকে এই জামাতের লোকেরা ইহকালীন জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য বলে ধরে নিয়েছেন এবং তারা দাওয়াতকে বাম হাতে ধরে ডান হাতে দাওয়াতের নামে টাকা কামাই করার পক্ষপাতি নয় বরং উভয় হাত দ্বারা দাওয়াতকে ধরেছে।

**শায়খ ইউসুফ ইসা মালাহী** - আমরা বলি যে নিঃসন্দেহে তাবলীগ ওয়ালারা হকের নুসরত এবং সাহায্য করে এবং বাতেল কে মিটানোর নিয়ত রাখে এবং তাদের উদ্দেশ্য এটা যে, তাদের সাথে যারা চলে তাদের দিলে সহীহ আকিদাকে মজবুত করবে এবং তাদেরকে পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচাবে।

**সালেহ বীন আলী সাবিমানি** (দাওয়াত ওয়াল ইরশাদ এর প্রতিনিধি) - আমার বুঝে আসে না মিথ্যা বর্ণনা কারীরা কিভাবে এই নেককার ব্যক্তিদের উপর প্রশ্ন উত্থাপনের দুঃসাহস দেখায়। .....এই ইজতেমা জান্নাত বাসীদের ইজতেমা স্বাদূশ ছিল ..... আল্লাহর কসম সেই ইজতিমা এরকমই ছিলো। যার দ্বারা মৃত অন্তর জীবিত হয় এবং ইমান বাড়ে ও চমকাতে থাকে।

## সূচিপত্রঃ

শায়খ ইজহারুল ইসলাম আল-কাউসারী এর অভিমত -----	06
লেখকের কথা -----	07
মদিনা ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধি দলের রিপোর্ট -----	10
শায়খ মুহাম্মদ ইবরাহীম আলে শায়খের পত্র -----	28
শায়খ বিন বায রাহঃ এর পত্র - ডক্টর মুহাম্মদ তকী উদ্দিন আল হেলালীর নিকট -----	32
শায়খ বিন বায রাহঃ এর পত্র - শায়খ এওয়ায ইবনে এওয়ায কাহতানির নিকট -----	37
শায়খ বিন বায রাহঃ এর পত্র - শায়খ আবদুল আজীজ ইবনে ইউসুফ বাহ্যাদ সাহেবের নিকট -----	43
শায়খ বিন বায রাহঃ এর পত্র - উস্তাদ আবদুস সালাম ইবনে মুহাম্মদ আমীন সুলাইমানীর নিকট -----	49
শায়খ বিন বায রাহঃ এর পত্র - শায়খ ফালেহ বিন নাফে আল্ হারবীর প্রতি -----	60
“আদাওয়াতি ওয়াল ইরশাদে’র” প্রতিনিধি কর্তৃক রাইবেন্ডের ইজতিমা পরিদর্শন পূর্বক প্রস্তুতকৃত রিপোর্ট -----	66
প্রেরিত রিপোর্টটির জবাবে বিন বায রাহঃ এর পত্র -----	74
“আল কাউলুল বালিগ ফি জামায়াতিত তাবলিগ” - শায়খ আবুবকর আল জাযায়েরী -----	76
“এসলাহ ওয়াল ইনসাফ লা হাদাম ওয়ালা ই’তেসাফ” - শায়খ ইউসুফ ঈসা মালাহী -----	93



ইমাম আবু যুহরার অভিমত -----	116
ডক্টর মুহাম্মদ বকর ইসমাইলের অভিমত -----	118
বিশিষ্ট ইসলামী লেখক আল্লামা ওয়াহীদুদ্দিন খানের অভিমত -----	120
শায়খ মুহাম্মাদ মনজুর নোমানী (রহঃ) এর অভিমত -----	121

## শায়খ ইজহারুল ইসলাম আল-কাউসারীর অভিমত

দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাবলীগ জামাতের মেহনতের ফলাফল সূর্যের আলোর মতো স্পষ্ট। আল্লাহ তায়ালা এই হক মেহনতকে হাজার মানুষের হেদায়াতের মাধ্যমে বানিয়েছেন। কিন্তু আমাদের কিছু ভাই এই মুবারক মেহনতের বিরোধিতার ব্যাপারে বিভিন্ন আরব আলেমদের বিচ্ছিন্ন মতকে দলিল হিসেবে পেশ করে থাকে। এদের জবাব স্বরূপ বন্ধুবর আহ্নাফ বিন আলী আহ্মাদ এর এই কিতাবটি একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হবে। আমি কিতাবটি গুরুত্বের সাথে দেখেছি। আল্লাহ তায়ালা লেখকের এ খেদমতটুকুকে কবুল করে নিন এবং আমাদেরকে মৃত্যু পর্যন্ত সঠিক পথে রাখুন।

- ইজহারুল ইসলাম আল-কাউসারী

## লেখকের কথা

আল্লাহ তায়লা মানুষকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তার ইবাদাতের জন্য। আর এবাদাতের মধ্যে দাওয়াতে ইলাল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। আল্লাহ তায়লা বলেন - “তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে মানুষের (কল্যানের) জন্য। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে” (সূরা- আলে ইমরান ১১০)

আল্লাহ তায়লার মেহেরবানীতে ‘তাবলীগ জামাতে’র মেহনতের দ্বারা মানুষের মধ্যে দাওয়াতের গুরুত্ব বুঝার সাথে সাথে নিজেদের আমলের মধ্যে উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু দিনের আংশিক বুঝা ও তাফাঙ্কুফিদিনের অভাবে একদল লোক এ কাজের বিরোধীতার জন্য কোমড় বেঁধে নেমেছে। এবং এ বিরোধীতার মাধ্যম হিসেবে তারা আরবের বিভিন্ন আলেমদের মতকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। এবং এ ক্ষেত্রে শরীয়তের সীমাকে উপেক্ষা করে মিথ্যাচার করতেও দিধাবোধ করছে না। অথচ তারা যে সকল শায়খদের মত দ্বারা এ অপপ্রচার করে আসছে তারা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জামায়াতে তাবলিগের পক্ষে কথা বলে গিয়েছেন।

প্রথম কথা হল তাবলীগ জামাতের মেহনতের ফলাফল এত স্পষ্ট যে তাবলীগ জামাতকে হক হিসেবে প্রমাণ করার জন্য কোন নির্দৃষ্ট রিজনের আলেমদের ফতোয়ায় তেমন কোন প্রভাব ফেলে না। তারপরও অনেকের কনফিউশন দূর করার জন্য বলতে পারি নজদের অনেক বড় বড় শায়খগন তাদের কিতাব , পত্র ও প্রতিবেদনে তাবলীগ জামাতের পক্ষ অনেক কথা বলেছেন। শায়খ আবদুল্লাহ বিন বায রহঃ তার অনেক পত্রে তাবলিগ জামাতের সাথে বের হওয়ার জন্য অনেক উৎসাহ দিয়েছেন। এবং তাবলীগ জামাতের বিরোধীদের শক্ত ভাষায় জবাব দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তার অনেকগুলো পত্র রয়েছে। এছাড়াও আরবের গ্রান্ড মুফতি ইবরাহীম আলে শেখ এ জামাতের অনেক প্রশংসা করে আরবের বিভিন্ন স্থানের আলেমদের কাছে পত্র লিখেছেন যেন সকলে এ জামাতকে সাহায্য করে। আরবের অন্যতম আলেম ও মসজিদে নববীর মুআল্লিম শায়খ আবু বকর যাবের

আল জাযায়েরি তাবলীগ জামাতের পক্ষে “আল কাউলুল বালীগ ফি জামাতিত তাবলীগ” নামে সতন্ত্র একটি পুস্তিকা লিখেছেন। শায়খের দর্শে মদিনা ইউনিভার্সিটির বড় বড় আলেমগণ একত্রিত হতেন। “আল কাউলুল বালীগ ফি জামাতিত তাবলীগ” এ শায়খ আবু বকর তাবলীগ জামাতের বিরোধীদের অনেক গুলো প্রশ্নের শরঈ জবাব দিয়েছেন। এছাড়াও রয়েছে মদিনা ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধী দল কর্তৃক তাবলীগ জামাতের ইজতেমা ও বিভিন্ন কার্যপ্রণালি পরিদর্শন পূর্বক একটি প্রতিবেদন যা হরহামেশা বিন বায রাহঃ তার পত্রে উল্লেখ করে থাকেন। আরো রয়েছে আরবের বিশিষ্ট আলেম শায়খ ইউসুফ ঈসা মালাহী এর একটি পুস্তিকা “এসলাহ ওয়াল ইনসাফ লা হাদাম ওয়ালা ই’তেসাফ” যা তিনি তাবলীগ জামাতের বিরোধিতা করার কারনে আরবের কিছু তথাকথিত আলেমের উদ্দেশ্যে লিখেছেন। আরো রয়েছে সৌদি আরবের দাওয়াহ বিভাগ “আদাওতি ওয়াল ইরশাদ” এর প্রতিনিধি কর্তৃক রাইবেন্ডের (পাকিস্তান) ইজতিমা পরিদর্শন পূর্বক একটি রিপোর্ট যা শায়খ বিন বায রাহঃ এর নিকট পাঠানো হয়েছিলো। এবং রয়েছে শায়খ বিন বায রাহঃ এর পক্ষ থেকে এর জবাবী পত্র। আমরা ইনশাল্লাহ উপরিলিখিত আলেমদের মত সহ আরো কিছু আরবের আলেমদের এ কিতাবে উল্লেখ করবো।

দ্বিতীয় কথা হল আল্লাহ তায়ালা তাবলীগ জামাতের দ্বারা সারা দুনিয়াই লক্ষ লক্ষ মানুষের হেদায়াতের জরিয়া বানিয়েছেন। এ জামাতকে হক হিসেবে সাবেত করার জন্য আরবী বা আজমীদের পক্ষ-বিপক্ষের কথাই যথেষ্ট না বরং শরীয়ত দ্বারা যাচাই করা দরকার।

এই কিতাবটি প্রকাশকালে যাদের কথা না বললেই না, যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে কিতাবটি প্রস্তুত করতে সহযোগিতা করেছেন। এর মধ্যে বন্ধু তৈফিক মুহাম্মদ হোসাইন ইউসুফ ঈসা মালাহীর রিসালাটি অনুবাদ করেছে। মুফতি জিয়াউর রহমান সাহেব রাইবেন্ডের ইজতেমার ব্যাপারে পত্রটি অনুবাদ করে দিয়েছেন। এ ছাড়া ছোট ভাই শিশু, আফিফ, মাহদী, হিসামুজ্জামান টেক্সট লিখে দিয়ে

সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা সকলের খেদমতকে কবুল করেন। - আমিন।

পরিশেষে আমরা দোয়া করি যেন আল্লাহ তায়ালা ঐ সকল তাবলীগ জামাত বিরোধী ভাইদের দ্বীনের ব্যাপারে সঠিক সীমা ও রুচি শিক্ষার তৈফিক দান করেন এবং উম্মতকে তাদের ওয়াস-ওয়াসা থেকে হেফাযত করেন। - আমিন।

- আহ্নাফ বিন আলী আহ্নাদ

২৬ যিলক্বদ ১৪৩৫ হিজরী

২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ



মদিনা ইউনিভার্সিটির সম্মানিত উস্তাদ

শায়খ মুহাম্মদ আমান জামী ও শায়খ আবদুল করীম সাহেবান এর

## বাংলাদেশে তাবলীগ জামাতের ইজতিমা পরিদর্শন ও একটি সমীক্ষা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



مَجْلَدُ الْمَجْلِسِ الْكِبَرِيِّ  
الْمَجْلَدُ الْأَوَّلُ  
بِإِذْنِ الْمَدِيرِ

رقم .....  
تاريخ .....  
موقع .....  
.....

( ۱ )

### تقرير عن زيارة جماعة التبليغي في بنغلاديش

وجهت جماعة التبليغ الدعوة الى الجامعة الاسلامية ، فطلبت اليها سمير لانا ، لإصلاح كبري بعض ( دكا ) عامة ( بنغلاديش ) فلبت الجامعة الطلب فأوفدتنا أنا مع سعدان بن منى حاسي من كلية الحديث ، وجد الكريم مراد من كلية الشريعة للمشاركة في اللقاء ، فتأمرنا مطار الدوحة انشور صباح يوم الاثنين ١٠ / ١ / ١٤١١ هـ الى جدة في طريقنا الى كراتشي فوصلنا بخارجة من تمام انشور المادة والتفت رأينا بالخطوط الباكستانية فمررنا بواسطة مكتب الجامعة بجدة الاستاذ سراج الزهراني لأنه سبق العيز في الخطوط المذكورة ، فتت ابراهيمات السفر في أقل من عشرة دقائق فوصلنا صالة المسافرين استعدادا للسفر بعد ساعة تقريبا من وصولنا . فوجدنا بأن المسافرين تأخراني مراد فمررنا ان طرأ في الطائرة خلل فني كما قيل ، فبطلنا نظن هذا الوجود الذي لم يجد بل لم نرد أولم تستطع الشركة تعديده فعان وقت صلاة الظهر فملينا في المطار لأن الخرج سارع ثم دميها لتناول طعام الغداء من هنا تأكدنا أن الوجود سوف يتأخر وأنه ليس بقريب .

وهكذا استمر انتظارنا إلى بعد صلاة العشاء من ليلة الثلاثاء ثم أظن من السوء الاخير . ستكون المفارقة بعد الساعة السادسة عشرة من الليل فتت منا وقتنا فعلا بعد منتصف الليل فوصلنا سفرا الى كراتشي ، فأخذنا نتمتع في نومنا الذي لم يلبث من راحة بعد تعب طويل من مطار جدة ولم نشعر الا حين أظن أننا على مقربة من مطار كراتشي فاستيقظنا فوجدنا الله تعالى على الوصل بالسلامة فدخلنا . ههنا كراتشي قبل صلاة الفجر فملينا النجوى منزلنا في الفندق وبعد أن استرحنا زحنا كاتبة للراحة بعد صلاة الفجر فملينا الرأي بالنسبة للسفر الى لاهور قبل السفر الى ( دكا ) كما هو المقرر فزأنا تأجيله الى ما بعد العودة من ( دكا ) خشية ان يجعل تأخير لسبب من الأسباب فوثر في الاجتماع الذي هو المقصود الأول من سفرنا هذا ، ففكرنا يوم الاربعاء ١٢ / ٢ / ١٤١١ هـ من حل العيز الى دكا فبحر المنسب ، ولكننا ملنا ان السفر الى دكا عامة بخلافه لا يتم الا يوم الجمعة بالليل لنلم يمانر يوم الثلاثاء والذي وصلنا فيه الى كراتشي ههنا رحلتنا فخطرت الطائرة باكستانية يوم الثلاثاء فحولة لطائرة بنغلاديشية يوم الجمعة لاننا نلتها .

لحين زلنا طائرة يوم الجمعة فسافرنا فيها بعد صلاة العصر بالان الله وصلنا بخارجة دكا في وقت متأخر من الليل والساعة بين مطار كراتشي ومطار دكا تشتت ثلاث ساعات ونصف ساعة ، وكان في استجالاتنا نحن وجميع الذين وصلوا معنا لعقد اللقاء لجنة مراقبة بالمطار لاستقبال الزائدين ومهمهم من الأشخاص الذين يأتون ويذهبون مرة - مرة من الدوحة فوجدنا الباكستانيين ففكرنا في جميع اجراءات المطار والالتقاء بالمقر الاجتماع اجراءا غامضا حيث انهم لا يشتكون بل لا تفتح فنتهم وإنما تكسر بالإشارة ضيها بالاشارة اللون فقط بهذا ينتشر قهرا ففكرنا فيها ، ثم نقلنا الى مسجد لهم بجوار المنار ليزموا الفحل ان هناك على منازلهم في الحرم النبوي لهم بجوار مقر الاجتماع فتم نفيها قبل صلاة العصر

مجلة تقرير عن زيارة جماعة التبليغ في بنغلاديش .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الجمهورية الإسلامية الإيرانية  
الجمهورية الإسلامية الإيرانية

رقم .....  
تاريخ .....  
موقع .....

( ١ )

بل حينئذ قلنا قبل الاذان ثم اذن لصليتنا ذلك السجد القريب وهو عبارة عن سألون كبير  
أنهم على ساحة من الأرض تقدر به كيلة ونصف لم يكلوا ليتسع لأولئك الناس ويملأ ذلك السجد  
الكبير الذي قدره بها بقارب الطين خلف امام واحد دون احتضام كبير الصوت بل يكتم بعدد  
كثير من المبلغين يؤمنون في السجد على أماكن مرضعة حيث يسبح كل حليها بعد مكانه من الإسماء  
صوت المبلغ يتبع الاذان ولست أدري ما السبب في عدم استخدام كبير الصوت في الصلاة علما أنهم يشهدون  
في المحاضرات (البيانات) والتوجيه والتعليقات اللازمة .  
وأما كيف تم ذلك التتلمذ الدقيق والاحكام المصيب فأمر يعجزه الإنسان من وفاء وفاء دقبتا ديس  
السجد ومنازل الفيلوف كزاد بنا خفيفة تستخدم ثم ترد لأصحابها في حوائجهم ومن لا تزال الحاجة  
للبيع والاستعمال .

وهذه المواد عبارة عن زك وصيدان الفيزيان والغيش والحيال دون استخدام السابير  
للا يطفئ شر من مواد البناء . اذ قد تبرع بها التجار وأصحاب الحانق وقاموا بأنفسهم بالبناء والتركيب  
ماذا ما انقضى الاجتماع فوسمهم يحل الحمال ونقش البناء بسهولة كما كان التركيب والبناء بسهولة  
من قبله في هذا السجد الذي بنى فيه في ذلك الجوالا على الهادى يمت على الشرق والمانية  
بعد الصلاة أخذ الصلوات بعدد من جلسات مؤمنة في السجد ذلك الذي يشبه ما يجد انفسهم في  
أماهم الاول عند ما كانت المساجد إنما تقصد للصلاة والمادة فقط لا للتباهي بها فخرتها . وانما كانت  
تأخذت البيانات المؤنة في السجد تدارس القرآن حقبلا وكانت الصلاة ناضرة على السور الفخار  
التي يفتحها غالبا جميع الحلبين أو اكثرهم . حتى تطلع الشمس ويحين وقت تناول طعام (النظير) فيبدا  
النظير بعد المحاضرات وفي نفس ذلك اليوم السبت ١٤/١٥/١٣٩٩ هـ حضرنا محاضرة الفقه الفرس  
طائفة ذلك السجد فغيلة الشيخ محمد صريالمنعة العربية وهي محاضرة في شرح المرب فقطه ولقد  
كانت تم: بغية أجاب فيها على كثير من الشبهات التي تدور حول نشاط الجماعة ووضعها الدعوة للناس  
الى الفهم والفرغ من الضيق وخلاصه تغيير البنية للدعاة والدعوى لأن الذين يخرجون لبرء كلهم  
دعاة بل اكثرهم ممن يراء املاهم وترغيبهم في الاسلام وحبهم وتعليمهم ما يجهلون من أمور دينهم ومن  
أثبت التجربة ان ذلك لا يتم للانسان الا اذا خرج تاركا مشاغل الحياة المتروكة وانتقل الى بيئة  
صالحة للاملاح الخ .

الظهر  
وبعد محاضراته أعلن لجماعة العرب انهم يحضرون محاضرة في البكرتون العام بعد صلاة الظهر  
من أحدنا أن يتم هذه المحاضرة الساعة ثلثينا الطلبي طبعه . فألقيت المحاضرة بعد صلاة  
الظهر فترجعت لورا الى عدة لغات ثم اطلعت من محاضرة لعبد الكريم مراد  
يوم الاحد ١٤/١٥/١٣٩٩ هـ بعد صلاة الظهر فكانت في شرح بعد صلاة محاضرة مترجمة من الاردية الى اللغة  
العربية فألقى الشيخ عبد الكريم محاضرة في السجد البعد وكانت تدور حول توحيد المبادئ والتكثيف  
من الفلور في العالمين والبناء على قهوم ولما محاضرة يوم السبت فكانت توجيهات عامة

صورة تعبر عن زيارة جماعة التبليغ في بنغلاديش .





تأملت \* تعهدت كلمة التوحيد . في أفرها . هذا وقد كان محل الاجتماع بعيدا عن العاصم نموذكيو  
وهذا ما ساعد هم على إبعاد الهدوء وواظبة الناس على صلاة الجماعة إلى ملازمهم للمسجد  
بعد الاجتماع . أما نحن وأمثالنا الذين وصلنا في وقت متأخر فلم نشك من دخول الجماعة لأن  
الاجتماع لا يبعدنا عما نحن فناء وناها السهرم الثلاثة . بعد انتهائهم الاجتماع مباشرة للقيام بزيارة بعض  
الجهات في باكستان . وأما نحن فبادروا بالفرق في سبيل الدعوة إلى الله ، فكانوا يشكلون جماعات  
مزدودة . كان معاصرة بهم الثلاثة . كان يوم توجيههم للدعاة و تبريرهم ودوامهم وموهم إخراج نية  
الفرج بالهيك . الذي يدل على ما يكتسبه الفهم من التعاليم في الله والتعاون في حب الله والتجرد للدعوة  
إلى الله وتخليق قلوب العباد بالله وحده دون الالتفات إلى ما سواه .

هذا ملخص ما يستفاد من محاضرات الترم وحديثهم وتعرفاتهم فزدهم السعدو خلاف ما يظن  
من لم يبرهنهم على الصبر أو نبأهم حقيقة الفهم لغرضوا بتبني التوبة به أن الجماعة تتنوع مالا تتنوع  
به الجماعات التي تدعو إلى الله وهو الصبر مع من يريدون إصلاحهم . وهذا يشبه وحسن النية معهم صبر  
بشخصياتهم السرم على طلبها الحبيب وقد هدى الله بهم خلفا كثيرا في مختلف الجنسيات  
ومن ملخصهم شيئا الذي تبينهم للدراسة إلى أروا وأمريكا ثم نبههم ونشركهم ونائبهم وبنماية  
أو تحببة وقد تولى الله بكتبتهم ، هذه الجماعة . لهذا هم الله بهابولن كادوا يبرقون من ألام متنازب  
بجئات الجبة الترم بدرسون لها ولديها مشاهدات وتخص يطول سردها .

#### قصة قصيرة

أذكركم على سبيل المثال قصة قصيرة من شباب من أهل الرياض حضر اجتماع داتا غنر جيسون شيان  
في أمريكا . بعد أن أنفذ الله من الجاهلية التي تورط فيها بسبب هذه الجماعة وهذا أدى لمرحلة  
في أن بمسور ولعل العرة تكلمت سبانه وتذهب بأمر الجاهلية فتجيب على ذلك منجما  
بعد أن فكرت ففكر التوبة وأنها نجب ما قبلها فقال وهو يحس بالخجل والاستعيا . ياد من رحمة  
أبا الاغ بعد أريد أن امسروا لكن ما أدى كبد العرة وأسر أمل لها وإذا أمثل إذا وصلت مكانة  
لأن نيت كل ما درست في المرحلة الثانية قبل أن اذهب إلى أمريكا ٢٠ وشيئت كل شيء . فقال  
هذه البطة وهم متأثروا أنا بدوي متأثر . فقال لنا إلى بعيد عن الناس لكن اشرح لك أمال العرة  
قال هل تسع تسجل في قوتك لإمانع إذا لكان سبيل وشريط فاحضر السجل تسجل له أمال العرة  
ثم طالع أن اسجل له أمال المبح فقبلتها له بالاختصار فقبلتها على زيارة المسجد الترم بالدينة  
والخبرة والجماعة الإسلامية لكي تروا الجماعة بالكتب والريائل النائمة .

ملحوظة تقرير عن زيارة جماعة التبليغ في بنغلاديش .



والامر الذي أريد أن اخلس اليه في هذه القصة وانقلها ان لجماعة التبليغ مكاتب يطاول سردها ليست لشيوخها من الجامعات التي تدعو الى الله في العالم الاسلامي. وفي الاسلام، وفي مكاتب طهره ليس اليه، لا يترك احد انكارها حدوا كان او عدونا وسر السئلة ان الجماعة جعلت الدعوة الى الله وسماوة اصلاح الناس هدفها في هذه الحياة. ولم تسك الدعوة بايد الهوى والنميش باسمها باليد اليسرى بل يكتسب اليدين، ثم انها يعتمد من عن التلح الرجب الدج والتنا عليها بل استوى فندما الدج والدم. حتى اصبحت الحياة رشيعة مندما. ولكن بهذه الاشارة أن الامر واضح لأن أترو دوة النعم واضح كما قلت والمعالون يستدل عليهم بأنار اعمالهم ومكاتبهم والله ولي التوفيق.

وذكر ذلك الجوال الذي ذكرنا حياة الدعاة الاولين الفطريتين قضينا ثلاثة أيام في الجيم الرابع غادونا كراتشي بعد صلاة الظهر من يوم الثلاثاء ١٨/٢/١٣٩٩ هـ فبادرنا بالعجز في طائفة يوم الاحد ١٣/٢/١١ المجدة على ان يسافر احدنا الى لاهور في هذه الفترة قبل يوم الاحد ثم لمجرد ليمافر الولد معا الى جدة فتم سفره الى لاهور يوم الاربعاء ١٦/٢/١٣٩٩ هـ ولكنه تأخر لغيره طارئة ولم يتمكن من العودة الى كراتشي الا في اليوم الاثنين ١٤/٢/١٣٩٩ هـ فبعد ذلك كان سفر احدنا يوم الاحد ١٣/٢/١٣٩٩ هـ وسافر الآخر يوم الاربعاء ١٦/٢/١٣٩٩ هـ هكذا انتهت الرحلة المباركة ان شاء الله.



صورة تقرير عن زيارة جماعة التبليغ في بنغلاديش.



رقم .....  
 تاريخ .....  
 هـ راج

9



الجمهورية العربية السورية  
 الجبالية الإسلامية  
 بدمشق السورية

### لائحة

وما لا حد أن جماعة التبليغ ليس لها اسم رسمي وإنما يسميها الناس بهذا الاسم الذي يدل عليه  
 ومعهم صلواتهم وهو التبليغ والتفكير.  
 أن البرهان على الدعوة والتنظيم والاجتماعات المتكررة كل ذلك أكسبهم دقة التلميح من أحرم دون  
 أدنى شك أو ملل وفي إمكان الجماعة أن تعقد وتنظم أكبر اجتماع الذي لومات لمئات الدول  
 جهة فمهم لتكلفت ففلات ياهلة واحتاجت لزمين طويل جدا أما جماعة التبليغ فلا تتكلف من مؤثر  
 وإنما أنها شيا يذكر إلا ما كان من روى الليل بالنسبة للوالدين من جهات بعيدة بل أفراد الجماعة  
 يعتبر كل واحد منهم مسؤولا من المؤثر لكل واحد منهم ياهم يعمل بفعله وحضرته استغاث أن يحضر  
 ثم يواثر العمل بنفسه لكل واحد منهم يحاط أن يخدم ولا يخدم ويضع غيره ما جعل مستوى التعاقب  
 عندهم مرتعا جدا.

### انتراهات

ومد أن درجتها هذا من الجماعة وانتم به من أمال إسلامية تتميز بها تلك الكاسب  
 الهائلة المدرسة التي تعدت من يهيا وأنشأ يهتفيا الصديق والعدو على حد سواء  
 بعد هذا كله يهمن بنا أن نقترح الاتس:

- ١- التعاون مع الجماعة تمارنا لعلنا صادقا مؤثرين وتأثيرين ليعمل ما يهتبه تهادل انتمرا.
- ٢- لنشر أن يهكن لنشاط الجماعة في ملوك خلافتنا ليليدوا ويغيدوا وطلائنا من أعوج القم  
 إلى مثل هذا النشاط وهذه الدعوة المباركة.
- ٣- أن نكسر العاصمة الإسلامية من المشاركة إلى لئات الجماعة ومؤثراتهم. مثلا في أمنا هبنة  
 التدرج وطلائها
- والله نأل أن يهمل أعمالنا خالصة لوجه الكريم بعيدا من الرها والسمة أنه غير مسؤول..
- صلوات الله وسلم وبارك على أفضل رسله وحيد واكمه وصحبه

محمد اسان بن علي البياضي  
 مهدي / كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية

٩٩/١٠

صورة تقرير عن زيارة جماعة التبليغ في بنغلاديش..

## মদিনা ইউনিভার্সিটির সম্মানিত উস্তাদ

শায়খ মুহাম্মদ আমান জামী ও শায়খ আবদুল করীম সাহেবান

এর বাংলাদেশে তাবলীগ জামাতের ইজতিমা পরিদর্শন ও

একটি সমীক্ষা

‘তাবলীগ জামাত’ এর পক্ষ থেকে জামিয়া ইসলামিয়া (মদিনা মুনাওয়ারা) এর কাছে একটি দাওয়াতনামা পাঠানো হয়, তথায় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত তাবলীগ জামাতের ইসলামী বিশ্ব ইজতেমায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। জামিয়াকর্তৃপক্ষ দাওয়াত গ্রহণ করে এবং অংশগ্রহণের জন্য হাদীস গবেষণা বিভাগ থেকে আমি মুহাম্মদ আমান ইবনে জামীকে শরীয়া বিভাগ থেকে জনাব আবদুল করীম মুরাদকে নির্বাচন করে। আমরা ১০/২/১৩৯৯ হিজরী সোমবারে করাচী যাওয়ার জন্য মদিনা মুনাওয়ারার এয়ারপোর্ট ত্যাগ করে ঠিক ৬.৩০ ঘটিকায় জেদ্দা এয়ারপোর্টে পৌঁছলাম। সাথে সাথে জামিয়ার অফিস পরিচালক উস্তাদ, মুসফির যাভাহানীর মাধ্যমে পাকিস্তান এয়ারলাইন্সের সাথে যোগাযোগ করলাম। উস্তাদ মুসফির পূর্বেই এই এয়ারলাইন্সে বুকিং দিয়ে রেখেছিলেন বিধায় অন্ততঃ দশ মিনিট অন্তর আমাদের ইমিগ্রেশনের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল। অতঃপর আমরা সফরের জন্য তৌরি হয়ে ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করলাম। একঘন্টা পর ঘোষণা দেওয়া হলো বিমানের টেকনিকাল অসুবিধার কারণে অনির্দিষ্ট কালের জন্য যাত্রা বিরতি থাকবে। আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম, এমনকি যোহরের নামাযের সময় হল এবং আমরা বিমান বন্দরেই নামায আদায় করলাম। অতঃপর আমাদের খানা দেওয়া হল এতে বুঝতে পারলাম যাত্রা বিরতি আরোবিলম্ব হবে। অপেক্ষা করতে করতে এশার পর ঘোষণা করা হল, রাতের এগারোটায় বিমান যাত্রা করবে। অতঃপর নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রা শুরু হল। আমরা বিমানে চড়েই ঘুমিয়ে পড়লাম, করাচীর পাশাপাশি আসার পর ঘুম ভাঙল। সহীহ সালামতে পৌঁছাতে পারলাম বলে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করলাম। ফজরের পূর্বেই আমরা করাচী শহরে প্রবেশ করলাম। ফজরের নামাজ হোটеле নিজ রুমে পড়লাম। বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার পর লাহোর যাওয়ার ব্যাপারে

পরামর্শ করলাম যা পূর্বেই প্রোগ্রাম ছিল। পরে স্থির করে নিলাম যে প্রথমে ঢাকা যাব আসার পথে ইনশাআল্লাহ লাহোর আসব। ১২/২/১৩৯৯ বুধবার ঢাকা যাওয়ার আশায় কাটলাম। কিন্তু পরে জানতে পারলাম জুমাবার ব্যাতিত ঢাকা যাওয়া সম্ভব হবে না। কারণ পাকিস্তান থেকে ঢাকার জন্য সপ্তায় শুধুমাত্র দুইবার বিমান যাত্রা করে। মঙ্গলবার পাকিস্তান এয়ারলাইন্স এবং জুমাবারে বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। এছাড়া তৃতীয় কোন পস্থা নেই। অতএব আমরা জুমাবারের জন্য সিট বুকিং করলাম।

জুমাবার আছরের পর বিমানে চড়লাম এবং আলহামদুলিল্লাহ রাতের শেষভাগে ঢাকায় পৌঁছলাম। করাচী থেকে ঢাকা পৌঁছতে আমাদের সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় লাগল। এদিকে আমাদেরকে এবং আমাদের সাথে যারা ইজতেমার জন্য আসছেন সবাইকে স্বাগতম জানানোর জন্য বিমানবন্দরে একটি কমিটি উপস্থিত ছিল, যাতে আমাদের পূর্বের পরিচিত কিছু পাকিস্তানি ও সুদানী ভায়েরাও ছিলেন। তারা আমাদের জন্য এবং ইজতেমায় আগমনকারী সকল মেহমানের জন্য বিশেষ ইমিগ্রেশনের ব্যবস্থা করলেন। *ফলে আমাদেরকে কোন রকমের চেক করা হল না এমনকি আমাদের লাগেস পর্যন্ত খোলা হল না। শুধু রঞ্জিন চকের একটি দাগ দিয়ে কার্য সমাধা করা হল। অথচ আমাদের সাথে আগমনকারী অন্যান্য প্যাসেঞ্জারের সব মালপত্র কড়াভাবে চেক করা হচ্ছিল।* তারপর আমাদেরকে বিমান বন্দরের পার্শ্বে তাদের একটি মসজিদে নিয়ে গেলেন যেন সকল মেহমানদেরকে তাদের স্বস্থানে অর্থাৎ ইজতিমার পাশাপাশি নির্মিত তাঁবুতে পৌঁছে দিতে পারে। ফজরের পূর্বে আমাদেরকে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেওয়া হল। আযানের পূর্বে আমরা কিছুক্ষণ ঘুমালাম। অতঃপর আযান হল , আমরা পার্শ্ববর্তী মসজিদে ফজরের ফজরের নামায পড়লাম। মসজিদটি ছিলো বড় একটি হল। যা অন্ততঃ দেড়দেড় কিলোমিটার জমিতে বিস্তৃত ছিল। যেন হাজার হাজার লোক একসাথে নামায আদায় করতে পারে। আর যেন ইজতেমার এই জনসমুদ্র যাকে ১০ লক্ষের কাছাকাছি ধারণা করা হয়েছে, একই সাথে একই ইমামের পিছনে নামাজ পড়তে পারে। নামাজ পড়ার সময় লাউড স্পিকার ব্যবহার করা হল না। বরং মসজিদের বিভিন্ন স্থানে অনেক মুকাব্বির ঠিক করা হলো। এমনভাবে কোন একটি নামাজী সে ইমাম থেকে যত দূরেই থাকুক না কেন , মুকাব্বিরের আওয়াজ শুনতে কোন অসুবিধা হয় না এবং সহজভাবে ইমামের অনুসরণ করতে পারে। তবে বিশেষতঃ

নামাজের সময় লাউড স্পীকার ব্যবহার করা হয় না কেন? তার কারণ আমি জানতে পারি নাই। অথচ তাঁরা বক্তৃতা, বিবৃতির সময় ঘোষণা ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকেন। তবে এত সুন্দর নিয়মে এত ভাল এন্তেজাম কিভাবে করতে পারলেন তা বলতে গেলে মানুষ আশ্চর্যান্বিত না হয়ে পারে না। কারণ মসজিদ এবং মেহমানদের জন্য ঘরগুলো তৈরি করা হয়েছে একেবারে হালকা নির্মাণ সরঞ্জাম দিয়ে। তা ব্যবহার করা হয় তারপর ইজতেমা শেষে মালিকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় অথচ তখনও তা বিক্রি উপযোগী থাকে। এ সকল সরঞ্জামে বাশ, রশি, কাঠ ইত্যাদি থাকে। তথায় পেরেক ব্যবহার করা হয় নাই যেন সরঞ্জাম নষ্ট না হয়। কারণ তা বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন কারখানা মালিকের পক্ষ থেকে কল্যানমূলক কাজে দান সাহায্য হিসেবে দেওয়া হয়েছে। আবার এরাই তা তৈরি করেছে। পরে যখন ইজতিমাশেষ হয়ে যায় তখন এরাই আবার তা খুলে ফেলে অতি সহজভাবে, যেমন সহজভাবে তারা তৈরি করেছিল। এটা এক প্রকার অতি আশ্চর্যান্বিত মসজিদ সেই ইসলামী পরিবেশে যা শান্তি, স্থিতিশীলতা ও অনুনয়-বিনয়তার প্রতীক।

নামাযের পর মুসল্লিগণ মসজিদে বিভিন্ন স্থানে মজলিসে বসে পড়লেন। এটা দেখে মনে হল যেন মুসলমানদের প্রথম কালের মসজিদগুলোর মত। যখন মসজিদ থেকে শুধু নামায ও অন্য ইবাদত উদ্দেশ্য হত, পারস্পারিক গর্ব প্রদর্শন বা নির্মাণ প্রতিযোগিতা উদ্দেশ্য গত না, আল্লহল মুসতাআন। মসজিদের বিভক্ত জামাতগুলো পারস্পারিকমুখস্থ কোরআন মজীদ শুনাতে লেগে গেলেন, তিলাওয়াতটি ছিল ছোট ছোট সূরাসমৃদ্ধ, যা প্রায় সকল মুসল্লীদের মুখস্থ থাকে। সূর্যোদয় পর্যন্ত এই তিলাওয়াত চালু ছিল। তারপর নাস্তার সময় হল। নাস্তার পরপর সেমিনার তথা ধর্মীয় বক্তৃতা শুরু হয়। সেই দিন ১৫/২/১৩৯৯ হিজরী তারিখ শনিবার চাশতের সময় আমরা সেই মসজিদে এক জামাতের সাথে শায়খ উমর (পালনপুরীর) বয়ানে উপস্থিত হলাম। তিনি আরবীতে বয়ান করছিলেন। আর এ বয়ানটি ছিল বিশেষভাবে আরবদের জন্য। তাঁর বক্তৃতাটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং উপকারী। এতে তিনি জামাতের কর্ম ততপরতা সম্পর্কে বিভিন্ন দাওয়াত দানের ধরণ, বের হওয়ার উদ্দেশ্য ইত্যাদি বর্ণনা করলেন। সার সংক্ষেপ কথা ছিল এই যে, ‘খুরুজে’র উদ্দেশ্য আহ্বানকারী এবং আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের পরিবেশ পরিবর্তন করা। কারণ যারা আল্লাহর রাস্তায় বের হন তাঁরা সবাই দায়ী থাকেন না বরং অধিকাংশরা এমন

যে তাদেরকে সংস্কারকরা, ইসলাম ও ইসলামের সাথে ভালবাসার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং ধর্মীয় যে সকল বিষয়ে তারা অজ্ঞ, সে বিষয়ে তাদেরকে জ্ঞাত করাই উদ্দেশ্যে হয়। বারংবারের অভিজ্ঞতা একথা প্রমাণ করেছে যে, উক্ত উদ্দেশ্য পূরণ তখনই সম্ভব হয় যখন মানুষ জীবনের বিভিন্ন কার্যাদি চিন্তাভাবনা ছেড়ে বের হয়ে পড়ে এবং সংস্কারমুখী কোন ভাল পরিবেশে প্রত্যবর্তন করে। শায়খ উমরের বক্তৃতার পর ঘোষণা দেওয়া হল যে, আরবরা জোহরের পর সাধারণ স্টেইজে উপস্থিত হবেন। আমাদের মধ্যে একজনকে বয়ান করতে বলা হল। আমরাও দাওয়াত কবুল করলাম এবং জোহরের নামাজের পর আমি বয়ান করলাম। সাথে সাথে কয়েক ভাষায় অনুবাদ করা হল। অতঃপর রবিবার ১৬/২/১৩৯৯ হিজরী নামাজের পর একটি একটি বয়ান শুনতাম যা উর্দু থেকে আরবীতে অনুবাদ করে শুন্য হত। শায়খ আব্দুল করীম মুরাদ নির্দিষ্ট সময়ে বয়ান করলেন। তাওহীদে ইবাদত, ছালেহীনের সম্মানে সীমালংঘন এবং তাদের কবরে ঘর নির্মাণ ইত্যাদি থেকে সতর্ক করণ ইত্যাদি ছিল তাঁর বয়ানের বিষয়। তবে শনিবারের বয়ান ছিল সাধারণ বিষয়ে, বিশেষতঃ কালিমায়ে তাওহীদকে বাস্তবায়ন করার ব্যপারে। ইজতেমার স্থান ছিল রাজধানী থেকে প্রায় ৭ কিলোমিটার দূরে। বাস্তবতঃ এ কারণেই তারা নামাজ আদায় করতে বরং ইজতেমা চলাকালীন মসজিদে বিদ্যমান থাকতে সক্ষম হয়েছেন। তবে আমরা এবং আমাদের মত অন্য যারা দেরিতে পৌঁছেছে তারা ইজতেমার পূর্বে ও পরে রাজধানীতে জেতে পারেনি। আমরা ইজতেমা শেষ হওয়ার সাথে সাথে মঙ্গলবারে অতিসত্বর পাকিস্তান অভিমুখে রওনা দিলাম, সেখানে আমাদের বিশেষ সাক্ষাতের প্রোগ্রাম ছিল। অন্য লোকেরা আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত দান উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলেন। তারা প্রত্যেক বক্তৃতার পর বিভিন্ন জামাত তাশকীল দিতেন। মঙ্গলবারের দিনটি ছিল দায়ীদেরকে দাওয়াত সম্পর্কে বিশেষ নসীহত ও নির্দেশনা দান এবং বিদায় দেওয়ার দিন। এই দিনে সব খুশী কান্নায় পরিণত হল, যা তাদের আল্লাহর ওয়াস্তে পারস্পারিক ভালবাসা, আল্লাহর প্রেমে আত্মউৎসর্গ করা, আল্লাহর প্রতি আহবানের জন্য সব ছেড়ে ফারেগ হওয়া এবং এক আল্লাহর সাথে তাঁর বান্দাদের আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপনের জলন্ত প্রমাণ বহন করে। বাস্তবে এটিই হল তাবলিগের সেমিনার সমূহ, তাদের কথাবার্তা, তাদের আচার আচরণ বা চাল চরিত্র এবং তাদের বিভিন্ন ত্যাগ তিতিক্ষার সারসংক্ষেপ।



কিন্তু যারা এই জামাতকে ভালভাবে চিনতে পারেনি, অথবা উদ্দেশ্য প্রণোদিত তাঁদের বাস্তব সত্যকে এড়িয়ে চলতে চায় তাদের কথা ভিন্ন হবে বয়কি।

একথা স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া উচিত মনে করি যে, এরা (তাবলীগি ভাইয়েরা) অন্যান্য দাওয়াতী দল অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবান। কারন এরা যে অমূল্য ধনের অধিকারী তা অন্যদের কাছে দেখা যায় না, তা হল যাদেরকে এরা হিদায়েত ও আত্মসুদ্ধির পথে আনতে চান, তাঁদের সাথে ধৈর্য, ভাল ব্যবহার এবং তাঁদের সুন্দর পরিচালনা, ধর্ম অনুরাগী, জ্ঞান পিপাসু ও আত্মশুদ্ধি উৎসাহী লোকজনের জন্য এদের ধৈর্যের ধরণ হল প্রানপ্রিয় ছেলের জন্য জননী মাতার ধৈর্যের মত।

আল্লাহ তায়ালা এদের দ্বারা বিভিন্ন জাতীয়তার অনেক এলাকাকে হেদায়েত দান করেছেন এবং সিংহভাগ হচ্ছে আমাদের সেই সকল যুবকেরা যাদেরকে আমরা লেখাপড়ার নামে ইউরোপ, আমেরিকাতে পাঠাই কিন্তু তাঁদের কোন প্রকারের অভিভাবকত্ব ও তত্ত্বাবধায়ন ব্যতীত তাদেরকে নিজের হালে ছেড়ে দেই। এই জামাতে তাবলীগের বদৌলতে আল্লাহপাক এসকল যুবকের অনেককে হিদায়াত দান করেছেন এবং পরিবেশের প্র ভাবে ধর্মদ্রোহী হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। আমার কাছে এরূপ অনেক অবিজ্ঞতাও অনেক কাহিনী রয়েছে যা বলতে গেলে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন।

### একটি ছোট কাহিনী

উদাহরণ স্বরূপ রিয়াদ বাসীদের এক যুবকের ছোট একটি কাহিনী বলছি। যুবকটি আমেরিকার একটি জামাতের সহিত ঢাকার ইজতেমায় উপস্থিত হয়েছিল। সে আমেরিকার জাহেলীচাল-চলনে হাবুডু বু খাচ্ছিল, পরে আল্লাহপাক তাকে এই জামাতের বদৌলতে তা থেকে নাজাত দিয়েছেন। সে আমার কাছে ওমরা করার আশা প্রকাশ করল, হয়ত উমরা তাঁর পাপমোচন করবে এবং তাঁর থেকে জাহেলিয়াত দূর করবে। আমি তাকে উৎসাহিত করলাম। তাওয়ার ফযীলত ও গুরুত্ব বর্ণনা করলাম। আর তাওয়ার কারনে, পূর্বের পাপমোচন হওয়ার কথা

বললাম। সে লজ্জাবোধ করত। বলল, ‘হে ভাই মুহাম্মদ! আমি ওমরাতো করতে চাই কিন্তু ওমরার নিয়ম-কানুন জানি না। কোথায় কি করব, মক্কায় পৌঁছার পর কি করতে হবে তা আমার জানা নেই। কারন আমেরিকা জাওয়ার পর হাই স্কুলে যা পড়েছিলাম সব ভুলে গেছি। তাঁর কথায় মর্মান্বিত হলাম। তাকে বললাম, তাহলে একটু নির্জনে চল, আমি তোমাকে ওমরার কাজ সমূহ বলে দিব, সে বলল, অনুগ্রহপূর্বক আপনি কি আমাকে একটু ক্যাসেট করে দিবেন কি? আমি বললাম, যদি আপনার কাছে ক্যাসেট আর রেকর্ডার থাকে তাহলে আমার কোন অভিযোগ নেই। সে একটি রেকর্ডার নিয়ে আসল। আমি তাঁর জন্য ওমরার আ’মাল এবং এবং হজ্জের আমাল সংক্ষিপ্তভাবে রেকর্ড করে দিলাম। তারপর আমি তাকে মসজিদে নববী এবং জামিয়া ইসলামিয়া পরিদর্শন করার জন্য উৎসাহিত করলাম যেন জামিয়ার পক্ষ থেকে তাকে উপকারী বিভিন্ন-পুস্তক দেওয়া যেতে পারে। এই কাহিনী এবং এর পূর্বের কথা সমূহ বলে আমার উদ্দেশ্য হল একথাই স্পষ্টভাবে বলা যে, তাবলীগ জামাতের মেহনতের ফল অনেক। যা বর্ণনা করার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। দ্বীনের প্রতি আহবানকারী অন্যান্য জামাতের কাজ এত ফলপ্রসূ নয়। *Ry’ Rni RV* সত্য কথা যাকে অস্বীকার করা শত্রু বন্ধু কারো পক্ষে সম্ভব হবে না।

এর রহস্য হল, আল্লাহর দিকে আহবান এবং মানুষদেরকে সৎপথে আনার জন্য চেষ্টা করাকে এই জামাতের লোকেরা ইহকালীন জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য বলে ধরে নিয়েছেন এবং তারা দাওয়াতকে বাম হাতে ধরে ডান হাতে দাওয়াতের নামে টাকা কামাই করার পক্ষপাতি নয় বরং উভয় হাত দ্বারা দাওয়াতকে ধরেছে। অতঃপর এদের কাছে লোকজনের মুখ থেকে প্রশংসাবানী কুড়ানোর কোন মোহ পরিলক্ষিত হয় না বরং এদের কাছে প্রশংসা ও নিন্দা উভয় সমান। সুতরাং জীবন এদের কাছে অনেক সস্তা ও সহজ। এটুকু ইঙ্গিত আমি যথেষ্ট মনে করলাম। *V xpi* ব্যাপারটি স্পষ্ট, আর আমি যে রূপ পূর্বে বলেছি, তাবলীগ জামাতের দাওয়াতের গভীর প্রভাব ও স্পষ্ট। আর কর্মীদের কর্মসফলতার প্রমাণ তাঁদের কর্মই।

আমরা এই দাওয়াত পূর্ণ পরিবেশে তিন দিন অতিবাহিত করলাম এবং জেদায় চলে আসার জন্য রবিবারের বিমানে (২৩/২/১৩৯৯হিজরী) বুকিং দিলাম। তবে এর মধ্যে আমাদের একজন লাহোর থেকে ঘুরে আসার সিদ্ধান্ত হল। সে বুধবার

১৯/২/১৩৯৯ হিজরী তারিখে লাহোর রওয়ানা হল, কিন্তু বিভিন্ন কারনে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছাতে পারলনা। বরং সে সোমবার ২৪/২/১৩৯৯ হিজরী পারল না। বরং সে সোমবার ২৪/২/১৩৯৯ হিজরী বুধবারে সম্পন্ন হল।

বিঃদ্রঃ- উল্লেখ্য যে, তাবলিগ জামাতের বিশেষ কোন সরকারী নাম নেই কিন্তুলোকেরা তাদেরকে উক্ত নামে স্মরণ করে যা বাস্তবে তাঁদের দাওয়াত ও আমল অর্থাৎ তাবলীগ ও তাযকীরের উপর প্রমান বহন করে।

আর একথা লক্ষ্য করা যায় যে, দাওয়াত, তানযীমের প্রশিক্ষণ এবং বারং বারের মজলিস সমুহে উপস্থিতি ইত্যাদি তাদেরকে তাঁদের কাজের মধ্যে সুবিন্যস্ততা অর্জন করে দিয়েছে। সুতরাং যে কোন কাজ তারা নির্দিধায় এবং বিরক্তিহীনভাবে আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। তাই বলি, অনেক বড় বাজেটের প্রয়োজন হবে এবং অনেকসময়ের প্রয়োজন হবে, এরূপ বড় একটি ইজতেমা এরা বিনা কষ্টে এবং উল্লেখযোগ্য কোন খরচ ব্যতীত করে ফেলতে পারে। এত বড় ইজতেমায় বিভিন্ন স্থান থেকে, আগত মেহমানদের মেহমানী ব্যতীত অন্য কোন খাতে তাঁদের বেশি খরচ হয় না। জামাতের প্রতিটি ব্যক্তি ইজতেমার জন্য নিজেকে নিজে দায়িত্বশীল মনে করে। প্রত্যেকেদায়িত্বের সহিত যার যে কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকে। সবাই সাধ্যমতে সহযোগিতা করে এবং নিজেই ইজতেমার কাজে শরীক হয়, প্রত্যেকেই খেদমত নেওয়ার স্থানে খেদমত করতে চান। এতে করে এদের পারস্পারিক মায়া মমতা বেড়ে যায়।

## প্রস্তাবাদী

তাবলীগ জামাত এবং তাদের বহুমুখী ইসলামী কার্যকলাপ যা তাঁদের মহান স্পষ্ট সফলতা থেকে বুঝা যায়, যার কিঞ্চিৎ আমি বর্ণনা করেছি এবং যা শত্রু ও বন্ধু সবাই একচোখে দেখে। এসবের আমি যে বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেছি তারপর আমি কিছু প্রস্তাব পেশ করতে চাই। তা হলো এই-

(১) জামাতের সহিত সত্য ও কার্যকরি এবং প্রভাবান্বিত ও প্রভাব বিস্তারকারী সহযোগীতা করা।

(২) আমাদের ছাত্রদের মাঝেও যেন জামাতের কর্মতৎপরতা চালু করা হয়, যাতে করে তারা উপকৃত হবে এবং অন্যের উপকার করবে। আমাদের ছাত্ররা একরূপ তৎপরতা এবং এই মবারক দাওয়াতের বেশি মুখাপেক্ষি।

(৩) জামিয়া ইসলামিয়া যেন জামাতের সভা মজলিস এবং সাক্ষাত ও সেমিনার সমূহে বেশিবেশি অংশগ্রহণ করে, যাতে শিক্ষাবোর্ডের মেম্বরগণ ও ছাত্ররাও থাকে।

পরিশেষে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন, আমাদের কার্যসমূহ খালেছ তাঁর জন্য তিনিকবুল করেন এবং আমাদের লোক দেখানো ও প্রসিদ্ধ লাভের মোহ থেকে অনেক দূরে রাখেন, তিনি উত্তমপ্রার্থনা গ্রহণকারী।

বিনীত

মুহাম্মাদ আমান ইবনে আলি আলজামী

প্রধান, হাদিস ও ইসলামি গবেষণা বিভাগ

জামিয়া ইসলামিয়া , মদিনা মুনাওয়ারা

অনুবাদ শেষ হল।

## মূল লেখার স্ক্রিন শর্ট অস্পষ্ট বিধায় আমরা এর মূল আরবী পাঠ নিচে উল্লেখ করছি-

تقرير عن زيارة جماعة التبليغ في بنغلادش  
للشيخ محمد أمان الجامي وعبد الكريم مراد حفظهما الله

بسم الله الرحمن الرحيم

وجهت جماعة التبليغ والدعوة إلى الجامعة الإسلامية، فطلب إليها حضور لقاء إسلامي كبير يعقد في (داكا) عاصمة (بنغلادش) فلبت الجامعة الطلب، فأوفدتنا أنا محمد أمان بن علي الجامي من كلية الحديث، وعبد الكريم مراد من كلية الشريعة، للمشاركة في اللقاء

فغادرنا مطار المدينة المنورة صباح يوم الاثنين 1399/2/10 هـ إلى جدة في طريقنا إلى (كراتشي)، فوصلنا مطار جدة في تمام الساعة السادسة والنصف، واتصلنا بالخطوط الباكستانية فور وصولنا بواسطة فدخلنا صالة المسافرين استعداداً، مدير الخطوط المذكورة، فتمت إجراءات السفر في أقل من عشر دقائق للسفر، وبعد ساعة تقريباً من دخولنا فوجئنا بأن السفر سوف يتأخر إلى موعد غير محدد إذ طرأ في الطائرة خلل فني كما قيل، فجعلنا ننتظر هذا الموعد الذي لم يحدد بل لم يرد أو لم تستطع الشركة تحديده، فحان وقت صلاة الظهر فصلينا في المطار، لأن الخروج ممنوع، ثم دعينا لتناول طعام الغداء، من هنا تأكدنا أن الموعد سوف يتأخر وأنه ليس بقريب

وهكذا استمر انتظارنا إلى بعد صلاة العشاء من ليلة الثلاثاء، ثم أعلن عن الموعد الأخير، وأنه ستكون فواصلنا سفرنا إلى، المغادرة بعد الساعة الحادية عشرة من الليل، فتمت مغادرتنا فعلاً بعد منتصف الليل كراتشي، فأخذنا نغط في نومنا الذي هو عبارة عن راحة بعد تعب طويل في مطار جدة، ولم نشعر إلا حين أعلن أننا على مقربة من مطار كراتشي فاستيقظنا، فحمدنا الله تعالى على الوصول بالسلامة، فدخلنا مدين كراتشي قبيل صلاة الفجر، فصلينا الفجر في منزلنا في الفندق وبعد أن استرحنا زماً كافياً للراحة بعد صلاة الفجر، تبادلنا الرأي بالنسبة للسفر إلى (لاهور) قبل السفر إلى (داما) كما هو المقرر، فرأينا تأجيله إلى ما بعد العودة من (داكا)، خشية أن يحصل تأخر لسبب من الأسباب فيؤثر في الاجتماع الذي هو المقصود الأول من سفرنا هذا، فقضينا يوم الأربعاء 1399/2/12 هـ في محل الحجز إلى دكا ليوم الخميس، ولكننا علمنا أن السفر إلى دكا عاصمة (بنغلاديش) لا يتم إلا ليوم الجمعة بالنسبة لمن لم يسافر يوم الثلاثاء والذي وصلنا فيه إلى كراتشي، هما رحلتان فقط رحلة لطائرة باكستانية يوم الثلاثاء ورحلة لطائرة بنغلاديش يوم الجمعة لا ثالثة لهما

فحجزنا في طائرة يوم الجمعة فسافرنا فيها بعد صلاة بإذن الله، وصلنا مطار (داكا) في وقت متأخر من الليل، والمسافة بين مطار (كراتشي) ومطار (داكا) تستغرق ثلاث ساعات ونصف ساعة، وكان في استقبالنا نحن وجميع الذين وصلوا معنا لحضور اللقاء لجنة مرابطة بالمطار لاستقبال الوافدين، ومعهم عدد من الأشخاص الذين بيننا وبينهم معرفة سابقة من السودانيين وبعض الباكستانيين، فقاموا بجميع إجراءات المطار، وللوافدين لحضور الاجتماع إجراء خاص، حيث أنهم لا يفتشون بل لا تفتح شنطهم، وإنما تكتفي بالإشارة عليها بالتبشير الملون فقط، بينما يفتش غيرهم تفتيشاً دقيقاً، ثم نقلونا إلى مسجد لهم بجوار المطار ليوزعوا الضيوف، من هناك على منازلهم في المخيم المهيأ لهم بجوار مقر الاجتماع، فتم وهو: عبارة، توزعنا قبل صلاة الفجر، بل هجعنا قليلاً قبل الأذان ثم أذن، فصلينا في ذلك المسجد القريب عن صالون كبير أقيم على مساحة من الأرض تقدر ب(كيلو ونصف في كيلو) ليسع لآلاف من الناس،



ويصلي العدد الكبير الذي قدره بما يقارب المليون خلف إمام واحد دون استخدام مكبر الصوت، بل يكتفى بعدد كبير من المبلغين موزعين في المسجد على أماكن مرتفعة، حيث يسمع كل مصلي مهما بعد مكانه عن الإمام صوت المبلغ فيتبع الإمام، ولست أدري ما السبب في عدم استخدام مكبر الصوت في الصلاة، علماً أنهم كانوا يستخدمونه في المحاضرات (بيانات) والتوجيه والتعليمات اللازمة؟

وأما كيف تم ذلك التنظيم الدقيق والإعداد العجيب، فأمر يعجب الإنسان عن وصفه وصفاً دقيقاً، فقد بنى المسجد ومنازل الضيوف من مواد بناء خفيفة تستخدم ثم ترد لأصحابها في حوانيتهم، وهي لا تزال صالحة للبيع والاستعمال، وهذه المواد عبارة عن زنك وعيدان الخيزران والخيش والحبال دون استخدام المسامير لئلا يتلف شيء من مواد البناء، إذ قد تبرع بها التجار وأصحاب المصانع وقاموا بأنفسهم بالبناء والتركيب، فإذا ما انقضى الاجتماع، فسوف يقوم بحلّ الحبال ونقض البناء بسهولة كما كان التركيب . والبناء بسهولة من قبل

في هذا المسجد الغريب من نوعه في ذلك الجو الإسلامي الهادئ يبعث على الخشوع والطمأنينة، وبعد الصلاة أخذ المصلون يعقدون جلسات موزعة في المسجد، ذلك الذي يشبه مساجد المسلمين في أيامهم الأول عندما كانت المساجد إنما تقصد للصلاة والعبادة فقط لا للتباهي بها وزخرفتها... والله المستعان

فأخذت الجماعات الموزعة في المسجد تتدارس القرآن حفظاً، وكانت التلاوة قاصرة على السور القصار فبعد، التي يحفظها غالباً جميع المصلين أو أكثرهم حتى تطلع الشمس ويحين وقت تناول طعام (الفطور) الفطور تُعدّ المحاضرات، وفي ضحى ذلك اليوم السبت 1399/2/15 هـ حضرنا محاضرة ألقاها في طائفة ذلك المسجد فضيلة الشيخ محمد عمر باللغة العربية، وهي محاضرة تخصّ العرب فقط، ولقد كانت قيمة ومفيدة أجاب فيها على كثير من الشبهات التي تدور حول نشاط الجماعة ووضع دعوة الناس إلى الخروج، والغرض من الخروج وخلصته تغيير البيئة للدعاة والمدعوين، لأن الذين يخرجون ليسوا كلهم دعاة، بل أكثرهم ممن يُراد إصلاحهم وترغيبهم في الإسلام وحُبّه، وتعليمهم ما يجهلون من أمور دينهم، وقد أثبتت التجربة أن ذلك لا يتم للإنسان إلا إذا خرج تاركاً مشاغل الحياة المتنوعة، وانتقل إلى بيئة صالحة للإصلاح... الخ، وبعد محاضراته أعلن لجماعة العرب أنهم يحضرون محاضرة في الميكروفون العام بعد صلاة الظهر، وطلب من أحدنا أن يقوم بهذه المحاضرة العامة، فلبينا الطلب طبعاً، فألقيت المحاضرة بعد صلاة الظهر، فترجمت فوراً إلى عدة لغات، ثم أعلنت عن محاضرة لعبد الكريم مراد يوم هـ بعد صلاة الظهر، فكنّا نحضر بعد كل صلاة محاضرة مترجمة من الأردية إلى 16/2/1399 الأحد العربية .

فألقي الشيخ عبد الكريم محاضرة في الموعد المحدد، وكانت تدور حول توحيد العبادة، والتحذير من الغلو والبناء على قبورهم، في الصالحين . وأما محاضرة يوم السبت فكانت توجيهات عامة تناولت تحقيق كلمة التوحيد في آخرها

هذا ! وقد كان محل الاجتماع بعيداً عن العاصمة نحو 7 كيلو متر، وهذا مما ساعدهم على إيجاد الهدوء ومواظبة الناس على صلاة الجماعة، بل ملازمتهن للمسجد مدة الاجتماع . أما نحن وأمثالنا الذين وصلنا في وقت متأخر فلم نتمكن من دخول العاصمة لا قبل الاجتماع ولا بعده، فغادرنا بالسفر يوم الثلاثاء بعد انتهاء الاجتماع مباشرة للقيام بزيارة بعض الجهات في باكستان .

وأما غيرنا فبادروا بالخروج في سبيل الدعوة إلى الله، فكانوا يُشكّلون جماعات متعددة بعد كل محاضرة، ويوم الثلاثاء كان يوم توجيه للدعاة وتبصيرهم ووداعهم، وهو يوم إمتزج فيه الفرح بالبكاء الذي يدل على ما يكنّه القوم من التّحابب في الله، والتّقاني في حب الله، والتّجرد للدعوة إلى الله، وتعليق قلوب العباد بالله وحده دون الالتفات إلى ما سواه

هذا ملخص ما يُستفاد من محاضرات القوم وحديثهم وتصرفاتهم، وزهدهم المتعدد، خلافت ما يذكّر من . لم يعرفهم حق المعرفة أو يتجاهل حقيقة القوم لغرض

ومما ينبغي التنويه به أن الجماعة تتمتع مما لا تتمتع به الجماعات التي تدعو إلى الله، وهو الصبر مع من يريدون إصلاحهم وهدايتهم وحسن السياسة معهم، صبرٌ يشبه صبر الأم الرؤوف على طفلها الحبيب وقد هدى الله بهم خلقاً كثيراً في مختلف الجنسية، وفي مقدمتهم شبابنا الذين نبعثهم للدراسة إلى أوروبا وأمريكا، ثم نهملهم ونتركهم وشأنهم دون رعاية أو تربية، وقد قيض الله بكثير منهم بهذه الجماعة فهداهم الله بها، بعد أن كادوا يمرقون من الإسلام متأثرين بحياة الجهة التي يدرسون فيها، ولديّ مشاهدات وقصص يطول سردها .

((قصة قصيرة ))

أذكر على سبيل المثال قصة قصيرة عن شاب من أهل الرياض حضر اجتماع دأكا ضمن مجموعة من شباب في أمريكا بعد أن أنفذه الله من الجاهلية التي تورط فيها، بسبب هذه الجماعة، وهذا أبدى لي رغبة في أن يعتمر، ولعل العمرة تكفر عنه سيئاته وتذهب بأمر الجاهلية فشجّعته على ذلك طبعاً، بعد أن ذكرت فضل التوبة، وأنها تجب ما قبلها، فقال: وهو يحس بالخجل والاستحياء باد على وجهه – يا أخ محمد أريد أن أعتمر، ولكن ما أدري كيف العمرة، وأين أعمل لها، وماذا أفعل إذا وصلت مكة؟ لأنني نسيْتُ كل ما درسته في المرحلة الثانوية قبل أن أذهب إلى أمريكا؟ فتعال بنا إلى بعيد عن: وضِيعَت كل شيء... قال هذه الجملة وهو متأثر، وأنا بدوري تأثرت، فقلت له الناس لكي أشرح لك أعمال العمرة إلى أن قال: هل تسمح تُسجِّل لي؟ قلت: لا مانع إذا لديك مسجل وشريط، فأحضر المسجل فسجلت له بالاختصار، فشجّعته على زيارة المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وزيارة الجامعة الإسلامية لكي تُزوِّده الجامعة بالكتب والرسائل النافعة .

والأمر الذي أريد أن أخلص إليه في هذه القصة وما قبلها أن لجماعة التبليغ مكاسب يطول سردها ليست لغيرها من الجماعات التي تدعو إلى الله في العالم الإسلامي وغير الإسلامي، وهي مكاسب ملموسة لمس البِد، لا يقدر أحد إنكارها عدواً كان أو صديقاً

وسرُّ المسألة أن الجماعة جعلت الدعوة إلى الله ومحاولة إصلاح الناس هدفها في هذه الحياة، ولم تمسك الدعوة باليد اليسرى والتعيش بإسمها باليد اليمنى، بل مسكتها بكليتي اليدين، ثم إنها ابتعدت عن التطلع إلى حب المدح والثناء عليها، بل استوى عندها المدح والذم، حتى أصبحت الحياة رخيصة عندها

وأكتفي بهذه الإشارة لأن الأمر واضح، ولأن أثر دعوة القوم واضح كما قلت، والعاملون يستدل عليهم بأثار أعمالهم وبمكاسبهم، والله ولي التوفيق، وفي ذلك الجو الذي ذكرنا حياة الدعاة الأولين الفطريين... قضينا ثلاثة أيام

وفي اليوم الرابع غادرنا كراتشي بعد صلاة الظهر من يوم الثلاثاء 1399/2/18 هـ فبادرنا بالحجز في هـ إلى جدة، على أن يسافر أحدنا إلى لاهور في هذه الفترة قبل يوم الأحد 23/2/1399 طائرة يوم الأحد هـ، ولكنه تأخر 26/2/1399 ثم يعود ليسافر الوفد معاً إلى جدة، فتم سفره إلى لاهور يوم الأربعاء لظروف طارئة ولم يتمكن من العودة إلى كراتشي إلا في يوم الاثنين 1399/2/24 هـ، فبعد ذلك كان سفر هـ وسفر الآخر يوم الأربعاء 1399/2/26 هـ، هكذا انتهت الرحلة المباركة 23/2/1399 أحدنا يوم الأحد . إن شاء الله

(( ملاحظات ))

ومما يلاحظ أن جماعة التبليغ ليس لها اسم رسمي، وإنما يُسمِّيها الناس بهذا الاسم الذي تدل عليه دعوتهم . وعملهم وهو التبليغ والتذكير وأن المِرَانَ على الدعوة والتنظيم والاجتماعات المتكررة كل ذلك أكسبهم دقة التنظيم في أمورهم، دون

. أدنى تكلف أو ملل . وفي إمكان الجماعة أن تعقد وتُنظّم لأكبر اجتماع الذي لو قامت للإعداد له جهة غيرهم لتكلفت نفقات باهظة، واحتاجت لزمن طويل جداً، أما جماعة التبليغ فلا تتكلف في مؤتمراتها ولقاءاتها شيئاً يُذكر، إلا ما كان من قَرى الضيف بالنسبة للوافدين من جهات بعيدة، بل أفراد الجماعة يعتبر كل واحد نفسه مسؤولاً عن المؤتمر، فكل واحد منهم يقوم بعمل يخصّه، ويحضر ما في استطاعته أن يحضر، ثم يباشر العمل . مما جعل مستوى التحائب عندهم مرتفعاً جداً، بنفسه، فكل واحد منهم يحاول أن يخدم وينفع غيره .

(( اقتراحات ))

وبعد أن شرحنا هذا عن الجماعة وما تقوم به من أعمال إسلامية تُعبّر عنها تلك المكاسب الهائلة الملموسة التي تحدثنا عن بعضها، والتي يَعتَبَرُ فيها الصديق والعدو على حد سواء، بعد هذا كله يحسُنُ بنا أن نقترح الآتي:

- 1- التعاون مع الجماعة تعاوناً فعالاً وصادقاً مؤثريين ومُتأثريين، ليحصل ما يشبه تبادل الخبراء -
- 2- نقترح أن يكون لنشاط الجماعة في صفوف طُلابنا لِيُفيدوا ويستفيدوا، وطلابنا من أحوج الناس إلى - وهذه الدعوة المباركة، مثل هذا النشاط .
- 3- أن تُكثر الجامعة الإسلامية من المشاركة في لقاءات الجماعة ومؤتمراتهم، مُمَثِّلَةً في أعضاء هيئة - التدريس وطلابها .

والله نسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، بعيدة عن الرياء والسمعة إنه خير مسؤول، وصلى الله وسلم وبارك على أفضل رسله محمد وآله وصحبه

محمد أمان بن علي الجامي

عميد/ كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية

هـ 10/2/1399

তাবলীগ জামাতকে সহযোগিতা করার লক্ষে  
আলেমদের প্রতি পত্র  
শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আলে  
শায়েখের পক্ষ থেকে



এই পত্রটি ইদারাতুল বুহসিল ইলমিয়া , মাকতাব শায়খ মুহাম্মদ ইবরাহীম আলে শায়খ এ সংরক্ষিত আছে।

সৌদি আরবের প্রাক্তন প্রধান মুফতি  
শায়খ মুহাম্মদ ইবরাহীম আলে শায়খের পত্র  
আল্‌আহসা এবং পূর্বের এলাকার আলেমদের প্রতি  
১৯/৫/১৩৭৩

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিমের পক্ষ থেকে আল্‌আহসা এবং পূর্ব এলাকার আলেম-ওলামাদের প্রতি [ আল্লাহপাক আমাকে ও তাদেরকে সংকর্ম ও খোদাভীতিতে পারস্পরিক সাহায্যকারী এবং আল্লাহর পথে শক্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত আহবানকারীর জন্য সহযোগী বানান - আমিন ]

সালামুন আলাইমুন ওয়া রহমাতুল্লাহী ওয়া বারাকাতুহু

পরবর্তী এই যে , এই পত্রের বাহক জনাব সাঈদ মুহাম্মদ আলী পাকিস্তানী ও পাকিস্তান তাবলীগ জামাতের তাঁর সাথীগণ। এদের মিশন হলো, মসজিদে মসজিদে গিয়ে জনসাধারণকে তাওহীদ, সুষ্ঠু আকিদা বিশ্বাস এবং কিতাব - সুন্নাহ মতে আমল করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং কবরপূজা , মৃতদের কাছ থেকে চাওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন বিদাত কুসংস্কার থেকে বেঁচে থাকার প্রতি আহবান করা এবং ওয়াজ-নছীহত করা।



আমি তাঁদের সহযোগিতার্থে এ পত্রটি লেখলাম যেন দাওয়াতের কাজে তাদের জন্য কোন বিঘ্নতা সৃষ্টি না হয়।

আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন, তিনি তাঁদেরকে সৎনিয়ত ও সত্যকথা বলার তাওফিক দান করেন, সব রকমের পদক্ষলন থেকে তাঁদেরকে বাঁচিয়ে রাখেন, আর যেন তাঁদের ওয়াজ-নছীহত দ্বারা জনগনকে উপকৃত করেন। তিনি যাবতীয় বিষয়ের উপর সর্বময় ক্ষমতারশীল।

وصلى الله وسلم على نبيينا محمد وآله وصحبه وسلم

**ফ্রিন শর্ট এর আরবী অস্পষ্ট বিধায় মূল আরবী পাঠ নিচে উল্লেখ করা হল:**

خطاب سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (رحمه الله)  
إلى علماء الأحساء والمقاطعة الشرقية  
في تاريخ 19/5/1373 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن إبراهيم إلى من يراه من علماء الأحساء والمقاطعة الشرقية جعلني الله وإياهم  
من المتعاونين على البر والتقوى ومن المعينين المساعدين لمن على الدعوة إلى الله  
ينشطويقوى آمين

:سلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
وبعد: فحامل هذا الكتاب سعيد محمد علي الباكستاني ورفقائه من جمعية التبليغ في باكستان.  
ومهمتهم العظة في المساجد والإرشاد والحث والتحريض على التوحيد وحسن المعتقد والحث  
على العمل بالكتاب والسنة, مع التحذير من البدع والخرافات من عبادة القبور ودعاء الأموات  
وغير ذلك من البدع والمنكرات

كتبت عنهم بذلك طلباً لمساعدتهم من إخوانهم بالتمكين لهم من ذلك, سائلاً الله تعالى أن  
يرزقهم حسن النية والتوفيق للنطق بالحق والسلامة من الزلل, وأن ينفع بإرشادهم وبيانهم  
إنه على شيء قدير

وصلى الله وسلم على نبيينا محمد وآله وصحبه وسلم

সৌদি আরবের সাবেক প্রধান মুফতী  
আল্লামা আবদুল আজীজ ইবনে আবদুল্লাহ  
ইবনে বায (রহঃ)-এর পত্র  
সম্মানিত ডক্টর মুহাম্মদ তকীউদ্দীন আল হেলালী-  
এর নিকট

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا  
 الذي كنا لنهتدي لولا  
 أن هدانا الله  
 مكتب رجب

الرقم .....  
 التاريخ .....  
 الملاحظات .....

الموضوع .....

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأفاضل المكرم فضيلة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي  
 ونفع الله نفعاً عظيماً

بسم الله الرحمن الرحيم المؤرخ ١٤٢١/١١/١٢ وحصل رسالتكم بعد إهداءه في يوم ما أشرتم  
 الله من أفضأ رأياً في قطع راتب الأفاضل أهدأها في بكونه خرج مع جماعة التبليغ  
 ورافيدكم بأن الذي أرى الاستمرار في المطالبة لاتباع الذي نرسل بواسطتكم لأن غرضه  
 معكم ليس من السبابة المذكورة في شيء يكونهم يقومون بالتجول للتحقق من ذلك  
 في المدن والقرى ويتسللون بكبار الناس وعامتهم واجباتهم في بنقل ريشة  
 بحضرة كبار الناس وصغارهم حسب ما أفاضنا به انشاقاً من أربابنا فضولهم  
 في بنقل ريشة في عام مضى ، فاستدلنا بفضلكم على دم غرضهم بأنه ينبغي عليهم  
 ما ذكره أفاضلنا كثيراً من الله تعالى عن من يتعبد بحج السبابة في الأرض والتفرغ للتحقق  
 في الكوفة والبراري يخالفه واقفهم وعلمهم ، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز  
 ١٤٢١/١١/١٢  
 الشريعة الإسلامية  
 لادراج البحوث والفتاوى



صورة خطاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز  
 حفظه الله إلى فضيلة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي

পত্রটি সৌদি আরবের কেন্দ্রিয় ইসলামি গবেষণা ও ফতোয়া অধিদপ্তর আল মামলাকাতুল আরবিয়্যাতু সাউদিয়া- ইদারাতুল বুহসিল ইলমিয়্যাতি ওয়াস ইফতা ওদাওয়াতি ওয়াল ইরশাদ (মাকতাবুর রয়িস) এ সংরক্ষিত আছে।

সৌদি আরবের সাবেক প্রধান মুফতী

আল্লামা আবদুল আজীজ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায (রহঃ)-এর পত্র

সম্মানিত ডক্টর মুহাম্মদ তকীউদ্দীন আল হেলালী-এর নিকট

নং ৮৮৯/খ, তারিখ ১০/১০/১৪০৩ হিজরী

আবদুল আজীজ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বাযের পক্ষ থেকে মুহতারম ভাই ডক্টর মুহাম্মদ তকীউদ্দীন হিলালীর নিকট। আল্লাহ পাক তাকে ভালো কাজের তাওফিক দান করুন- আমিন।

হে বন্ধু! আপনার ১২/৮/১০৪৩ হিজরী লিখিত পত্র পৌঁছেছে। আল্লাহপাক আপনাকে হিদায়েতের সাথে জড়িত রাখুক। পত্রে আপনি ইঙ্গিতে বলেছেন যে, আমি ভাই আহমদ আলমুহানীর বেতনভাতা, সে জামাতে তাবলীগের সাথে বের হওয়ার কারণে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি-তাও বুঝেছি। এখন আমার অভিমত ব্যক্ত করতেছি, আপনি ভাই আহমদ মুহানীর বেতনভাতা যা আপনার মাধ্যমে আমি তাকে দিতাম, পূর্বের নিয়মে চালু রাখবেন। কারণ *তাবলীগে তার বের হওয়াটা নিন্দনীয় সফরের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ তারা আল্লাহর দ্বীনের প্রতি আহবানের জন্য শহরে শহরে ও গ্রামগঞ্জে ঘুরে বেড়ায়। আর ছোট বড় সকল জনসাধারণের সাথে সাক্ষাৎ করে থাকে।* বাংলাদেশে ও অন্যান্য দেশে তাদের যে ইজতেমা হয় তাতে ছোট বড় সব লোক শরীক হয়ে থাকে। গত বছর বাংলাদেশে ইজতেমায় শরীক হওয়ার জন্য যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম তাদের মধ্যে বিশ্বস্ত

মাশায়েখরা আমাদেরকে এই খবর দিয়েছে। সুতরাং আপনি তাদের খুরুজের নিন্দার জন্য যে দলীল দিয়েছেন যে হাফেজ ইবনে কাসীর (রহঃ) যা উল্লেখ করেছেন-যারা শুধু পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ানোকে অথবা পাহাড়ের গুহায় ও নির্জন জঙ্গলে ইবাদত করাকে উত্তম মনে করে-তাদের অবস্থা তাবলীগের উপর প্রতীয়মান হয়-আপনার এই দলীল ঠিক নয়। কারণ তাবলীগের অবস্থা তার বিপরীত আর তাদের আমলও তার বিপরীত।

আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করি যেন তিনি সবাইকে তাঁর সন্তুষ্ট অর্জনের তাওফিক দান করেন - আমিন।

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

প্রধান পরিচালক

ইদারাতুল বুহুছিল ইলমিয়া ওয়াল ফাতাওয়া ওয়াল ইরশাদ

১০/১০/১৪০৩ হিজরী

এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট যে বিন বায় রহঃ এর যখন এই জামাতে তাবলীগ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল না তখন ভাই আহমদ আলমুহানীর তাবলিগে যাওয়ার কারনে তার বেতন ভাতা বন্ধ করে দিয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তিতে এ জামাত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার পর এর প্রসংসা করলেন এবং ডক্টর মুহাম্মদ তকীউদ্দীন আল হেলালী তাবলিগের খুরুজের ব্যাপারে যে আপত্তি করেছেন তার প্রতিবাদও করেছেন। আরো বললেন - “গত বছর বাংলাদেশে ইজতেমায় শরীক হওয়ার জন্য যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম তাদের মধ্যে বিশ্বস্ত মাশায়েখরা আমাদেরকে এই খবর দিয়েছে”। এরা মূলত মদিনা ইউনিভার্সিটির সম্মানিত দুই শায়খ। যাদের প্রতিবেদন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

## পত্রটির আরবী পাঠ নিম্নরূপ -

خطاب من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز  
(رحمه الله) إلى فضيلة الدكتور / محمد تقي الدين الهلالي  
برقم 889 / خ المؤرخ 10/10/1403هـ

بسم الله الرحمن الرحيم  
من عبدالعزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الدكتور محمد تقي  
الدين الهلالي، وفقه الله للخير، آمين  
:سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد  
يا محب: كتابكم الكريم المؤرخ 12/8/1403هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وفهمت ما  
أشرت إليه من أخذ رأينا في قطع راتب الأخ أحمد المهاني بكونه يخرج مع جماعة التبليغ،  
وأفيدكم بأن الذي أرى الاستمرار في إعطائه راتبه الذي نرسل بواسطتكم، لأن خروجهم  
ليس من السياحة المذمومة في شيء، لكونهم يقومون بالتجول للدعوة إلى الله عز وجل في  
المدن والقرى، ويتصلون بكبار الناس وعامتهم، واجتماعاتهم في بنغلاديش وغيرها،  
يحضرها كبار الناس وصغارهم حسب ما أفادنا به الثقات من المشايخ ممن أرسلنا  
لحضور اجتماعهم في بنغلاديش في عام مضى، فاستدلال فضيلتكم على ذم خروجهم بأنه  
ينطبق عليهم ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن يتعبد بمجرد السياحة في  
الأرض والتفردي في شواهد الجبال والكهوف والبراري، يخالفه واقعهم وعملهم، ونسأل الله أن  
يوفق الجميع لما يرضيه، إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الرئيس العام  
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد  
هـ-10/10/1403



সৌদি আরবের সাবেক প্রধান মুফতী  
আল্লামা শায়খ আবদুল আজীজ ইবনে  
আবদুল্লাহ ইবনে বায এর পত্র  
শায়খ এওয়ায ইবনে এওয়ায কাহতানির নিকট

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلامة العامة  
مكتب رئيس

١٠

الرقم - ١٠٥٥ / ٥  
التاريخ ١٩٩٩ / ٩ / ٥  
المرقات -

الموضوع

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الشيخ محمد بن عوض القحطاني زاد الله من العلم والبرهان  
وجعله مباركا أينما كان آمين

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..


السلامة / فقد وصلني كتابنا الكريم وظهرت ما شرعتم فيه واستغنتم السؤل من جماعة لتبليغ أهل طريفتهم  
صحيحه وهل هناك مانع من مشاركتهم فيما يلقون به من الدعوة والدعوة معهم إلى آخره .

والجواب / قد اختلف الناس فيما ينشون عنهم من سادح وقادح ولكننا تحققنا منهم من كثير من  
أخواننا الثقات من أهل نجد وغيرهم الذين صحبهم في رحلات كثيرة وسافروا اليهم في الهند والباكستان  
نظم يذكروا شيئا يخل بالشرح السليبي أو ينزع من الشروح معهم ويشاركهم في الدعوة . وقد رأينا كثيرا  
من معهم وخرج معهم قد تأثر بهم وحسن حاله كثيرا في دينه وأخلاقه ورفقته في الآخره . فعلى هذا  
لا أرى مانعا من الشروح معهم ويشاركهم في الدعوة إلى الله بل ينبغي لأهل العلم والمصيرة والعقيدة في  
الأسلمة أن يشاركهم في ذلك وأن يكتفوا ما قد يقع من بعضهم من نقص لنا في معرفتهم زاد الله لهم من التأسير  
المعجب على من معهم من المعروفين بالاعتراف والفلس . واليكم برفقه صورة من كتاب كتيبه شيخنا  
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله يثنى عليهم فيه ويشجع على مساعدتهم في الدعوة وعدم شعهم  
وذكرهم أن يهتبه الحظ في الساجد والآ رشاد والبحث على التوحيد وحسن المعتقد والبحث على  
العمل بالكتاب والسنة مع التحدث بمن البدع والفرقات إلى آخر ما ذكر في كتابه الشفوع بهذا ..

وتجدون أيضا برفقه نسخة من تقرير كتيبه بعض أخواننا الثقات عنهم وهو فضيلة عبد الله السديت  
والد راسات الاسلام بالجامعة الاسلاميه بالدعوة الشوره الشيخ محمد امان يثنى حين اجتماعه بالجامعة  
الاسلاميه بالدعوة الشوره في العام الماضي هو وفضيلة الشيخ عبد الكريم مراد الاستاذ بالجامعة الاسلاميه  
وهو معروف لدىنا بحسن المعتقد ربيح لغتهم مع اللغة العربيه لحضورهم الشورى الذي ينام نفس  
الباكستان قلته . وخلاصة التقرير التا \* عليهم والدعوة إلى مشاركتهم في دعوتهم واجتماعهم واستمرار  
الحلة بهم ...

وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه وأن يفتح بهم وبأئامهم المسلمين انه سمع قريب . والسلام عليكم  
ورحمة الله وبركاته ....

الرئيس العام  
لادارات الدعوة العلميه والاقتضا \* والدعوة والارشاد



صورة خطاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز  
حفظه الله إلى حضرة الأستاذ عوض بن عوض القحطاني

পত্রটি উল্লেখ করবো যা সৌদি আরবের কেন্দ্রিয় ইসলামি গবেষণা ও ফতোয়া অধিদপ্তর আল মামলাকাতুল আরবিয়্যাতু সাউদিয়া- ইদারাতুল বুহসিল ইলমিয়্যাতি ওয়াস ইফতা ওদাওয়াতি ওয়াল ইরশাদ (মাকতাবুর রয়িস) এ সংরক্ষিত আছে।

সৌদি আরবের সাবেক প্রধান মুফতী

আল্লামা শায়খ আবদুল আজীজ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায এর পত্র

শায়খ এওয়ায ইবনে এওয়ায কাহতানির নিকট

নং ১১৫৫/খ, তারিখঃ ৫/৯/১৩৯৯ হিজরী

আবদুল আজীজ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বাযের পক্ষ থেকে সম্মানিত ভাই এওয়ায ইবনে এওয়াযের প্রতি। আল্লাহপাক তার ঈমান আমল বৃদ্ধি করুন এবং সে যেখানেই থাক তাকে বরকতপূর্ণ রাখুন-আমিন।

পরবর্তী এই যে, আপনার পত্র পেয়েছি। তাতে যা উল্লেখ করেছেন তা বুঝেছি অর্থাৎ ‘তাবলীগ জামাত’ সম্পর্কে যে প্রশ্ন করেছেন, তাদের নিয়ম ঠিক আছে কিনা? তাদের দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ করাতে বা তাদের সাথে বের হওয়াতে কোন প্রতিবন্ধকতা আছে কিনা? সব বুঝেছি।

উত্তর হল- লোকদের মধ্যে তাবলীগ জামাত সম্পর্কে ভিন্ন মত পাওয়া যায়। কেউ তাদের প্রশংসা করে আবার কেউ তাদের সমালোচনা করে। কিন্তু আমরা ‘নজদ’ ও অন্যান্য স্থানের আমাদের অনেক বিশ্বস্ত ভাইদের কাছ থেকে জামাত সম্পর্কে পূর্ণ খবর নিয়েছি। তাদের কেউ জামাতে শরীয়ত বিরোধী কোন কার্যকলাপ আছে বলে বলেননি এবং এমন কোন বস্তু আছে বলেও বলেননি যদ্বারা

তাদের সাথে বের হওয়া বা দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহন করতে বাধা সৃষ্টি হয়, অথচ এ সকল ভাইয়েরা জামাতের সহিত ভারত-পাকিস্তানের অনেক সফর করেছেন।

অনেক ব্যক্তি আমরা দেখেছি যারা তাবলীগ জামাতের সহিত বের হয়েছে এবং সঙ্গ লাভ করেছে, তারা প্রভাবিত হয়েছে এবং তাদের ধর্মীয় ও চারিত্রিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে আর আখেরাতের প্রতি তাদের অনুরাগ আরো বেড়ে গেছে। তাই আমি তাদের সাথে বের হওয়া এবং দাওয়াতের কাজে তাদের সাথে অংশগ্রহন করাকে কোন প্রতিবন্ধকতা মনে করি না। বরং জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান ও উত্তম আকীদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য জামাতে শরীক হওয়া উত্তম। যেন তারা তাবলীগি ভাইদের মধ্যে ভুল থাকলে তা সংশোধন করে দিতে পারে। কারণ পথভ্রষ্ট ও পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গের উপর তাবলীগ জামাতের ছোহবতের গভীর প্রভাব হয়ে থাকে।

এই পত্রের সাথে আপনার কাছে আমাদের শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম আলে শায়খ লিখিত একটি পত্র পাঠালাম। তিনি তাবলীগ জামাতের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং দাওয়াতের কাজে তাদের সহযোগিতা করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, “এদের মিশন হলো, মসজিদে মসজিদে গিয়ে জনসাধারণকে তাওহীদ, সুষ্ঠু আকীদা বিশ্বাস এবং কিতাব-সুন্নাহ মতে আমল করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং কবরপূজা, মৃতদের কাছ থেকে চাওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন বেদাত-কুসংস্কার থেকে বেচে থাকার প্রতি আহবান করা আর ওয়াজ-নছীহত করা” এবং আপনি এই পত্রের সাথে পাবেন তাবলীগ জামাত সম্পর্কে একটি রিপোর্ট, যা আমাদের কতিপয় বিশ্বস্ত ভাইদের কর্তৃক তৌরি করা হয়েছে। তাঁরা হলেন, জামিয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারার হাদীস ও ইসলামি গবেষণা বিভাগের পরিচালক শায়খ আমান ইবনে আলী ও জামিয়া ইসলামিয়ার প্রসিদ্ধ উস্তাদ শায়খ আবদুল করীম মুরাদ সাহেবান। এদেরকে জামিয়ার(মদীনা ইউনিভার্সিটির) পক্ষ থেকে ইজতেমায় শরীক হওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল। শায়খ মুরাদ সুষ্ঠু আকিদা থাকার সাথে সাথে উর্দু ভাষাও ভালভাবে বলতে পারেন। তাঁরা যে রিপোর্ট তৌরি করেছেন, তার সারসংক্ষেপ হল জামাতের প্রশংসাবাদ,

দাওয়াতের কাজে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করা এবং তাঁদের সাথে নিয়মিত সম্পর্ক  
কায়েম রাখা ইত্যাদি।

এখানে শায়খ বিন বায রাহঃ শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম আলে শায়খ লিখিত  
একটি পত্রের একটি অংশ উল্লেখ করেছেন। আমরা আলে শায়খ এর সম্পূর্ণ  
পত্রটিই পূর্বে উল্লেখ করেছি। এছাড়াও পত্রে মদিনা ইউনিভার্সিটির সম্মানিত দুই  
শায়খের তৈরি কৃত একটি রিপোর্টের কথা বলা হয়েছে। এটাও পূর্বে উল্লেখ করা  
হয়েছে।

পত্রটির আরবী পাঠঃ

خطاب سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله) تعالى إلى حضرة  
الأستاذ / عوض بن عوض القحطاني حفظه الله

برقم 1155 / خ في تاريخ 5/9/1399 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم  
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم عوض بن عوض القحطاني  
.زاده الله من العلم والإيمان, وجعله مباركاً أينما كان, آمين  
:سلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد

فقد وصلني كتابك الكريم, وفهمت ما شرحتم فيهما تضمنه السؤال عن جماعة التبليغ  
وهل طريقتهم صحيحة ؟ وهل هناك مانع من مشاركتهم فيما يقومون به من الدعوة  
والخروج معهم إلى آخره ؟

والجواب:

قد اختلف الناس فيما ينقلون عنهم فمن ماذق وقادح, ولكننا تحققنا عنهم من كثير من  
إخواننا الثقات من أهل نجد وغيرهم الذين صحبتهم في رحلات كثيرة وسافروا إليهم في  
الهند والباكستان, فلم يذكروا شيئاً يُخَلّ بالشرع المطهر أو يمنع من الخروج معهم  
ومشاركتهم في الدعوة  
وقد رأينا كثيراً ممن صحبتهم وخرج معهم قد تأثر بهم وحسنت حاله كثيراً في دينه

.وأخلاقه ورغبته في الآخرة

فعلى هذا لا أرى مانعاً من الخروج معهم ومشاركتهم في الدعوة إلى الله، بل ينبغي لأهل العلم والبصيرة والعقيدة الطيبة أن يشاركوهم في ذلك، وأن يكملوا ما قد يقع من بعضهم من نقص، لما في سيرتهم وأعمالهم من التأثير العجيب على من صحبتهم من المعروفين بالانحراف أو الفسق

وإليك برفقه صورة من كتاب كتبه شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله أن مهمتهم "يثنى عليهم فيه، ويشجع على مساعدتهم في الدعوة وعدم منعهم، وذكر فيه العظة في المساجد، والإرشاد، والحث على التوحيد وحسن المعتقد، والحث على العمل بالكتاب والسنة، مع التحذير من البدع والخرافات إلى آخر ما ذكر في كتابه المشفوع بهذا... " , وتجدون أيضاً برفقه نسخة من تقرير كتبه بعض إخواننا الثقات عنهم وهو فضيلة عميد كلية الحديث والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في العام الماضي، وفضيلة الشيخ عبد الكريم مراد الأستاذ بالجامعة الإسلامية وهو معروف لدينا بحسن المعتقد ويجيد لغتهم مع العربية لحضور مؤتمريهم السنوي الذي يقام في باكستان كل سنة وخلاصة التقرير الثناء عليهم والدعوة إلى مشاركتهم في دعوتهم واجتماعهم واستمرار الصلة بهم .

وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن ينفع بهم وبأمثالهم المسلمين، إنه سميع قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الرئيس العام  
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد



সৌদি আরবের সাবেক প্রধান মুফতী  
আল্লামা শায়খ আবদুল আজীজ ইবনে বায  
(রহঃ)-এর পত্র  
শায়খ আবদুল আজীজ ইবনে ইউসূফ বাহযাদ  
সাহেবের নিকট

---



পত্রটি উল্লেখ করবো যা সৌদি আরবের কেন্দ্রিয় ইসলামি গবেষণা ও ফতোয়া অধিদপ্তর আল মামলাকাতুল আরবিয়্যাতু সাউদিয়া- ইদারাতুল বুহসিল ইলমিয়্যাতি ওয়াল ইফতা ওদাওয়াতি ওয়াল ইরশাদ (মাকতাবুর রয়িস) এ সংরক্ষিত আছে।

সৌদি আরবের সাবেক প্রধান মুফতী

আল্লামা শায়খ আবদুল আজীজ ইবনে বায (রহঃ)-এর পত্র

শায়খ আবদুল আজীজ ইবনে ইউসুফ বাহযাদ সাহেবের নিকট

নং ২৫১/খ, তারিখ ২৫/২/১৪০৮ হিজরী

আবদুল আজীজ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায এর পক্ষ থেকে সম্মানিত ছেলে শায়খ আবদুল আজীজ ইবনে ইউসুফ বাহযাদের নিকট। আল্লাহপাক তার ইলম ও আমল বৃদ্ধি করুন আর তাকে সদা বরকতপূর্ণ রাখুন-আমিন।

আম্মাবাদ! গত ১১/১২/১৪০৭ হিজরী তারিখে লিখিত আপনার পত্র পৌঁছেছে। আল্লাহপাক আপনাকে হিদায়েত ও তাওফিকের সাথে বিদ্যমান রাখুন। পত্রে যা খুশীর খবর লিখেছেন তা সম্পর্কে অবগত হয়েছি। অর্থাৎ আপনি, আপনার পিতা এবং আপনার ভাই মাহমুদ যে জামাতের সহিত বের হয়েছেন। আর আপনি ১৩৯৩ হিজরী সনে মদীনা ইউনিভার্সিটি থেকে ফারেগ হওয়ার পর থেকে প্রত্যেক ছুটিতে জামাতের সহিত বের হন এবং পাকিস্তান, ভারত, লন্ডন, ব্রাজিল, সিলান, আমেরিকা ও যুক্তরাজ্য আরব আনিসরাত সহ অনেক দেশে জামাতের সাথে গিয়েছেন। আর কিছু ভাইয়েরা এক চিল্লার জামাত নিয়ে চিনে গেছেন, আর কিছু রাশিয়া গেছেন চার মাসের জন্য। আর 'রায়ওন্দের' তাবলীগি মারকাজ যে ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে। অনেক কষ্ট স্বীকার করে আল্লাহর কাছ থেকে উত্তম বদলা পাওয়ার জন্য। আর আল্লাহ তায়ালা এর দ্বারা অনেককে উপকৃত করেছেন। এসব কিছু আল্লাহরই তৌফিকে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার কারণে। আপনি যা বলেছেন,

তা শুনে অনেক খুশী হয়েছি এবং আল্লাহর প্রশংসা করেছি। সবার জন্য আল্লাহর কাছে তৌফিক কাওমনা করি যেন আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে তার পথের আহ্বায়ক করেন।

এই শুভালগ্নে আমি আপনাকে আপনার পিতা ও ভাই মাহমুদকে সময় সুযোগ মতে নিয়মিত জামাতের সহিত দাওয়াত ইলাল্লাহের কাজে বের হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি। যারা আপনাদের সাথে বের হয় তাদেরকে সহীহ আকীদার দিকে আহ্বান করবেন এবং অন্যান্য দায়ীদেরকেও তা বলবেন। *ছাত্রদেরকে আপনাদের সাথে বের হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন এবং কর্ম তৎপরতায় শরীক থাকার জন্য উৎসাহ দিবেন। এটিই হল নবী রাসূলগণ ও তাঁদের অনুসারীদের নীতি।* আল্লাহপাক আমাকে ও আপনাদেরকে তাঁদের অনুসরণ করার তাওফিক দান করুন। তাবলীগ জামাতের ব্যাপারে সদ্য প্রকাশিত বইয়ের সম্পর্কে যে বলেছেন, সেই হিসেবে আপনার জন্য কতিপয় কিতাব পাঠালাম। এগুলোর মধ্যে শায়খ আবুবরক আল জাযায়েরীর পুস্তিকা ও শায়খ ইউসুফ আল মালাহীর পুস্তিকাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা কিতাবে তাবলীগ সম্পর্কে পক্ষে-বিপক্ষে সব কথাই বলেছেন। দোয়া করি যেন আল্লাহপাক সবাইকে উপকৃত করেন। আশাকরি পিতা ও ভাই মাহমুদ এবং অন্যান্য মাশায়েখদের আমার সালাম দিবেন।

ته كا بر و لله ارحمت و عليكم ملسلا و

---

উল্লেখ্য এখানে শায়খ বিন বায রহঃ শায়খ আবুবরক আল জাযায়েরীর ও শায়খ ইউসুফ আল মালাহীর পুস্তিকার কথা উল্লেখ করেছেন। এ পুস্তিকা দুটি আমরা সামনে উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ।

## পত্রটির আরবী পাঠঃ

خطاب من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى إلى فضيلة  
الشيخ عبدالعزيز بن يوسف بهزاد حفظه الله

الرقم 251/خ المؤرخ 25/2/1408هـ

بسم الله الرحمن الرحيم  
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الابن المكرم فضيلة الشيخ عبد العزيز  
بن يوسف بهزاد زاده الله من العلم والإيمان، وجعله مباركاً أينما كان، آمين  
:سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أما بعد  
فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ 11/12/1407 هـ , وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق،  
وأحطتُ علماً بما تضمنه من الأخبار السارة عن خروجكم أنتم والوالد والأخ محمود مع  
جماعة الدعوة، وأنكم منذ تخرجتم من الجامعة الإسلامية بالمدينة عام 1393 هـ، وأنتم  
تخرجون معهم في كل إجازة وتتجولون في أنحاء العالم في الباكستان والهند ولندن،  
والبرازيل، وسيلان، وأمريكا، وأندونيسيا، وسنغافورا، وتايلند، والسودان، والأردن، وسوريا،  
ولبنان، والإمارات وغيرها، وأن جماعة من الإخوان ذهبوا إلى الصين مدة أربعين يوماً  
وجماعة أخرى ذهبت إلى روسيا مدة أربعة أشهر، وأن مركز الدعوة في (رايوند)  
مفتوح 24 ساعة، وجماعات تخرج وجماعات تأتي، متحملين في ذلك المشاق محتسبين  
الأجر عند الله، وأن الله قد نفع بذلك وحصل به خير كثير، وأن هذا كله بتوفيق الله ثم  
بالتعاون بين الجميع

ولقد سرّني كثيراً ما ذكرتم وحمدت الله على ذلك، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وأن  
نكون جميعاً من الهداة المهتدين الداعين إلى الله على بصيرة  
وإني بهذه المناسبة، أوصيك أنت والوالد والأخ محمود بالاستمرار في الخروج مع الجماعة  
للدعوة إلى الله كلما سنحت لكم الفرصة، وأن تجتهدوا في إرشاد من تخرجون إليهم إلى  
العقيدة الصحيحة، وتوصوا إخوانكم الدعاة بذلك، وأن تُحرّضوا إخوانكم طلبة العلم على  
الخروج معهم ومشاركتهم في أعمالهم ونشاطهم، وتنبيههم على ما قد يقع من بعضهم من  
الخطأ بالرفق واللين، كما هي طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، جعلنا الله  
وإياكم ممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

أما ما أشرتكم إليه من رغبتكم في تزويدكم بما صدر أخيراً من الكتابات في موضوع  
الجماعة المذكورة فإليكم برفقه جملة مما طلبتم ومنه رسالة كتبها فضيلة الشيخ أبو بكر  
الجزائري، ورسالة كتبها فضيلة الشيخ يوسف الملاحى ذكرنا فيها ما للجماعة وما عليها

ونسأل الله أن ينفع بالجميع, وأرجو إبلاغ السلام الوالد والأخ محمود وخواص المشايخ  
والإخوان, كما هو لكم من المشايخ والإخوان  
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام  
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

আল্লামা শায়খ আবদুল আজীজ ইবনে  
আবদুল্লাহ ইবনে বায (রাহঃ)-এর পত্র  
উস্তাদ আবদুস সালাম ইবনে মুহাম্মদ আমীন  
সুলাইমানীর নিকট









بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المجلد الثامن المجلد الثامن  
إدارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد  
مكتب الرئيس

الرقم  
التاريخ  
الرفقات

الموضوع

- ٣ -

أن النفس من لوازم البشر إلا من شاء الله ولكن لينبغي أن يحكم على طائفة أو جماعة بماذا يحصل من بعض أفرادها من النقص بل الواجب على المسلم مناصرة أخيه المسلم بالرفق واللين وعدم النفرة منه والتفكير في هذا طريق الرسل واتباعهم . ونسأل الله تعالى باسمائه العسى ومذاته العلا أن يرينا وإياكم الحق حقا ويهتدنا اتباعه والباطل باطلا وبين علمنا باجتنابه ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل كما نسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق مع من كان أنه جواد كريم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الرئيس العام

لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد



صورة خطاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز  
حفظه الله إلى حضرة الأستاذ عبد السلام بن محمد أمين  
المليحاني.

পত্রটি উল্লেখ করবো যা সৌদি আরবের কেন্দ্রিয় ইসলামি গবেষণা ও ফতোয়া অধিদপ্তর আল মামলাকাতুল আরবিয়্যাতু সাউদিয়া- ইদারাতুল বুহসিল ইলমিয়্যাতি ওয়াস ইফতা ওদাওয়াতি ওয়াল ইরশাদ (মাকতাবুর রয়িস) এ সংরক্ষিত আছে।

সৌদ আরবের সাবেক প্রধান মুফতি

আল্লামা শায়খ আবদুল আজীজ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায (রাহঃ)-এর পত্র

উস্তাদ আবদুস সালাম ইবনে মুহাম্মদ আমীন সুলাইমানীর নিকট

নং ৩২৫/খ তারিখ- ২০/৩ /১৪০৬ হিজরী

আবদুল আজীজ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বাজের পক্ষ থেকে সম্মানিত ভাই উস্তাদ আবদুস সালাম ইবনে মুহাম্মদ আমীন সুলায়মানীর নিকট, আল্লাহ পাক তার জ্ঞান-বুদ্ধি বৃদ্ধি করুন এবং সব জায়গায় বরকতপূর্ণ থাকুন-আমিন। সালামুন আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহী ওয়া বারাকাতুহ!

আম্মাবাদ! আপনার পত্র হস্তগত হয়েছে এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হয়েছি। পত্রে আপনি উল্লেখ করেছেন যে, আপনি চিকিৎসা শাস্ত্রে জ্ঞানার্জন উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সফর করেছিলেন। সেখানে তাবলীগ জামাতের সাথে পরিচয় হয়েছে। তাদের অবস্থা অধ্যয়ন করেছেন এবং তাদের ভালো খারাপ সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। আর আপনি একবার কোন লোকের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন তখন তাদের ব্যাপারে কথা হয়েছে। তখন সেই লোকেরা তাবলীগ জামাত সম্পর্কে বিদ্রূপ করেছে আবার কখনো গালী দিয়েছে, আর কখনও সূফিবাদ বলে অপবাদ দিয়েছে এবং তাদের উপর হেঁসেছে। আর আপনি তাদেরকে বাধা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে এটা জায়েজ হবে না। আর উম্মতের মতপার্তক্যের ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহঃ “একতেযাউস্ সিরাতিল মুসতাকিম” গ্রন্থে যা

বলেছেন তাও তাদেরকে শুনিয়েছেন। তখন তাদের একজন আপনাকে বলেছে যে তাবলীগীরা ‘তাওহীদে ওলোহিয়াত’কে বাস্তবায়ন করে না। তখন আপনি তার উত্তরে দলীল প্রমাণ সহকারে তার কথা খন্ডন করেছেন। কথায় কথায় আপনি হযরত ফুযায়েল ইবনে আয়ায রাহঃ এর কথাও উল্লেখ করেছেন যে,

আল্লাহ পাক নির্বেকাল ও সঠিক আমল ব্যাতিত অন্য কোন আমল গ্রহন করেন না। আর তাবলীগী জামাতের ৬ উসূলের মধ্যে একটি হল ‘এখলাসে নিয়ত’ ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম) এর তরীকা মত আমল করা। আর আপনি তাদেরকে বলেছেন যে আপনি তাবলীগ জামাতের সাথে সময় লাগিয়েছেন এবং আপনি তাদের সম্পর্কে অবগত। আপনি তাদের কাউকে কথা ও কাজে তাওহীদ বিরোধি দেখেননি। বরং তারা লোকজনকে কুফর ও বড় শিরিক থেকে দূরে সরিয়ে শুধু একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে যায় এমনকি কবর পুজারীরা নিজের অনুসারীদের তাবলীগ জামাত থেকে দূরে রাখেন এবং তারা বলে থাকে যে, সকল দলের সাথে উঠাবসা কর কিন্তু তাবলীগ জামাতের সাথে নয়। কারন, এরা ‘ওহাবী নজদী’। আপনি নিজেও তা শুনেছেন। তখন সেই লোকেরা আপনাকে বলেছে তাবলীগীরা ‘তাওহীদে উলুহিয়াতকে’ শুধু নিজের মধ্যেই বাস্তবায়িত করে। কিন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে অনেক দোষ। এগুলোর একটি হল ‘তাবলীগী নেসাব’ বইটি। এই বইয়ে অনেক বেদায়াত ও সুফীবাদের কথা রয়েছে। আর একটি দোষ হল এরা শরীয়তের জ্ঞান থেকে অজ্ঞ। তখন আপনি শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহঃ এর কথা বললেন, যা তিনি উপকারী ও ক্ষতিকর বস্তুর মধ্যে তুলনামূলক বিচার করে কল্যানকে ধ্বংসের উপর প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে বলেছেন, এই নিয়ম সকল ইসলামী দল সম্পর্কে সামঞ্জস্য হওয়া উচিত। যখন আমরা কোন দল সম্পর্কে রায় দিব তখন সে দলের ভালো মন্দ তুলনা করে দেখতে হবে, অতঃপর যা প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য তাকে প্রাধান্য দিতে হবে। এটা হবে তখন, যখন সে দলটি শির্কমুক্ত হবে। আবার আমাদেরকে সাধ্যমত মুসলমানদের ঐক্য ও সংস্কারের জন্য চেষ্টা করতে হবে। আর যদি তাদের মধ্যে কোন দোষ দেখি তাহলে আমরা তাদের কাছে যাব, তাদের সাথে কথা বলব,

তাদেরকে সুন্দরভাবে বুঝানোর চেষ্টা করব রবং আল্লাহর কাছে দোয়া করবো আল্লাহ যেন মুসলমানদের এসলাহ করেন। দোয়ার সাথে আমলের ফল অনেক ভালো হয়। ‘তাবলীগে নেসাব’ বইটি সম্পর্কে আপনি বলেছেন যে , আপনি ‘তাবলীগ জামাতে’ গেছেন এবং আপনার সাথে আপনার কিছু সালাফী ভাইয়েরাও ছিলেন আপনি তাবলিগী ভাইদের সাথে বইটি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং দোষ ত্রুটি-সমূহ তাদের সামনে তুলে ধরেছেন এবং তারা কিতাবটি বাদ দিয়ে তার স্থানে ফাযায়েলে আমল রেখেছেন। আর তারা আপনাদের সাথে ভালো ব্যবহার করেছেন। তারা বলে থাকেন যে। তারা ‘তাবলীগি নেসাব’ বইটি থেকে শুধু ফাযায়েলে আমাল টুকুই গ্রহন করে থাকেন। আর আপনি আপনার সাথে যেসব তাবলীগ বিরোধী লোকের কথা হয়েছিল তাদেরকে বলেছেন যে, আপনি জামাতের কাউকে কোন বেদায়াত কার্য করতে দেখেননি ব্যক্তিগত ভাবেও নয় এবং দলগত ভাবেও নয়। অথচ কিছু বেদায়াত বর্তমানে এমন আছে যা সকল মুসলিম বিশ্বে বিস্তৃত এবং তা আপনি অধিকাংশ মুসলমানের কাছে পাবেন। তা হলো ‘মিলাদুন্নবী’ উদযাপন ইত্যাদি। কিন্তু তাবলীগি ভাইদের মধ্যে এই বেদায়াত পাওয়া যায় না। অথচ তাদের অনেকেই আপনার বন্ধু, সহপাঠী ও প্রতিবেশী। আর আপনি আপনার সাথে যারা তাবলীগের ব্যাপারে ঝগড়া করেছে তাদেরকে বলেছেন যে, তোমরা যে তাদেরকে সুফিবাদ মনে কর তা আদৌ ঠিক নয়। কারণ কোন ব্যক্তি যখন তাদের কাছে মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করে তখন তারা তাদের চেয়ে জ্ঞানি ব্যক্তিদের কাছে জিজ্ঞাসা করার জন্য বলে। অথচ সুফীগণ তাদের মুরীদদেরকে অন্য কারো কাছে যেতে বাধা দিয়ে থাকেন। আপনি তাদেরকে আরো বলেছেন যে, তাবলিগীদের অনেকেই শাইখুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের ‘কিতাবুত তাওহীদ’ খুজেন। আর এক পাকিস্তানি ভাই আপনাকে খবর দিয়েছে যে, অন্তত ১০০ জন যুবক একবার উর্দু ভাষায় অনুবাদিত কিতাবুত তাওহীদ খুঁজতে এসেছিলো। আর এর পূর্বে আপনি ‘ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া’ কিতাবটি হাদিয়া হিসেবে দিয়েছেন এবং বলেছেন যে এটি পাকিস্তানে অবস্থিত ‘মকতাবুদ্দাওয়া’র অফিস থেকে তখন তারা তা গ্রহন করেছে। তারা মনে করেছে যে, আমরা তা পাঠিয়েছি তাই আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বিকার করেছে। আপনি আরো বলেছেন যে

তাবলীগী ভাইদের মধ্যে নম্রতা আছে এবং দাওয়াত গ্রহণ করার প্রতি আবেগ আছে।

এ হলো যা আপনি আপনার পত্রে উল্লেখ করেছেন তার সারসংক্ষেপ। আমি প্রথমে আপনার শুকরিয়া আদায় করি তাবলীগ জামাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপ করার জন্য। তারপর বলি যে আমাদের কাছে মদিনা ইউনিভার্সিটির ‘তাওহীদ’ বিষয়ক শিক্ষকগণ এবং নজদবাসী ও আরো অন্যান্য যারা তাবলীগ জামাতের সহীত সময় লাগিয়েছেন তাদের কাছ থেকে মুতাওয়াতির ভাবে সেই কথাই পৌছেছে যা আপনি পত্রে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তাদের মধ্যে নম্রতা, হক্ব গ্রহণ করার আবেগ, আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দানের ধৈর্য্যশীলতা ও দ্বীনের রাস্তায় মেহনত ও কষ্ট স্বীকার করা ইত্যাদি গুণ পাওয়া যায়। আল্লাহ পাক এদের দ্বারা অনেক পথ হারা ব্যক্তিকে পথের দিশা দিয়েছেন আর কত কাফেরকে হেদায়েত দান করেছেন। আমি সদাসর্বদা জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান ভাইদের দাওয়াতের কাজে তাদের সহযোগিতা করার পরামর্শ দিয়ে থাকি। আমার পূর্বে আমার শায়খ সাবেক সৌদি আরবের প্রধান মুফতি জনাব মুহাম্মদ ইবরাহীম আল্ শায়খ তাবলীগ জামাতের প্রশংসা করেছেন এবং তাদের সহযোগিতা করতে বলেছেন। এটি ১৩৭৩ হিজরী সনে পূর্ব এলাকার লোকজনের কাছে লিখিত তার পত্রে উল্লেখিত আছে। তাতে তিনি বলেছেন, “ এদের মিশন হল মসজিদে মসজিদে গিয়ে জনসাধারণকে তাওহীদ, শুষ্ঠু আকীদা বিশ্বাস এবং কিতাব সুন্নাহ মতে আমল করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং কবরপূজা, নৃতদের কাছ থেকে চাওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন বেদায়াত-কুসঙ্কার থেকে বেঁচে থাকার প্রতি আহবান করা আর ওয়াজ নসীহত করা” এ পত্রের সাথে এওয়াজ ইবনে এওয়াজ কাহতাহানীর কাছে যে পত্র লিখেছিলাম তার একটি কপি পাঠালাম। এটা নিশ্চিত কথা যে ভুল-ত্রুটি মানুষের মধ্যে অবশ্যকীয় একটি ব্যাপার। হাঁ আল্লাহ পাক যাকে বাচান তার কথা ভিন্ন। কিন্তু কোন এক ব্যক্তির ভুলের কারণে পুরা জামাতের উপর দোষ চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। বরং মুসলমানদের জন্য নম্রতা, ভদ্রতা ও মিষ্টি ভাষায় তাদের ভাইগণকে বুঝানো উচিত। এটিই হল নবী রাসূলগণ ও তাদের অনুসারীদের তরীকা।



আল্লাহ তায়ালায় কাছে তার ‘আসমায়ে হুসনা’ এবং ‘সিফাতে উলয়া’র উসীলা দিয়ে দোয়া করি যেন তিনি আমাদেরকেও হককে হক বুঝে তার অনুশরণ করা আর বাতিলকে বাতিল বুঝে তার প্রত্যাক্ষান করার তৌফিক দান করেন। আরো দোয়া করি যেন আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে হেদায়েতের আহবায়ক ও হকের সহযোগী বানান-আমিন।

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته, كريم

প্রধান পরিচালক

ইদারাতুল বুহুছিল ইলমিয়াতু ওয়াল ফাতোয়া ওয়াদাওহ ওয়াল ইরশাদ

## চিঠিটির আরবী পাঠঃ

خطاب من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله إلى حضرة الأستاذ / عبد السلام بن محمد أمين السليمانى حفظه الله برقم 325 / خ فيتاريخ 20/3/1406 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم  
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم عبد السلام بن محمد أمين السليمانى زاده الله من العلم والإيمان, وجعله مباركاً أينما كان, آمين.  
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أما بعد

فقد وصلني كتابكم الكريم, واطلعت عليه كله, وفهمت ما شرحتم فيه من سفركم إلى باكستان لتعلم الطب هناك, وأنت تعرفت على جماعة التبليغ ودرست أحوالهم وعرفت محاسنهم ومساوئهم, وأنت اجتمعت ببعض الناس, وجرى الحديث فيهم فنالوا منهم تارة بالاستهزاء, وتارة بالطعن والتنقيص ورميهم بالصوفية, وصاروا يضحكون منهم, وأنت أنكرت عليهم ذلك, وأخبرتهم أن هذا لا يجوز, ونقلت لهم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم في اختلاف هذه الأمة, فقال لك أحدهم: إنهم لم يحققوا توحيد الألوهية, فأجبت بما يردّ كلامه... إلى آخر ما استدلت به, ومن ذلك "قول الفضيل بن عياض رحمه الله: "إن الله لا يقبل من العمل إلا أخلصه وأصوبه أخلصه: أن يكون خالصاً لله, وأصوبه: أن يكون على طريقة رسول الله, وأن هذه الجماعة من مبادئهم الستة إخلاص النية لله والعمل على طريقة رسول الله, وأخبرتهم أنك جالس هذه الجماعة, وعرفت أحوالها فما رأيت أحداً منهم يخالف كلمة التوحيد في قوله

ولا عمله، بل هم يُخرجون الناس من الكفر والشرك الأكبر إلى عبادة الله وحده، حتى إن القبوريين يُحذرون أتباعهم منهم، ويقولون لهم إجلسوا مع جميع الطوائف إلا جماعة التبليغ. فإنهم يخرجونكم من الإسلام، وإنهم وهابيون نجديون، وأنت سمعت ذلك بنفسك، فقالوا لك: إن جماعة التبليغ يحققون توحيد الألوهية في أنفسهم، ولكن فيهم عيوب كثيرة منها كتاب (تبليغي نصاب) وفيه بدع كثيرة وتصوف، ومنها أنهم جهلة بعلم الشرع وغير ذلك فنقلت لهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الموازنة بين المنافع والمضار، وترجيح المصلحة على المفسدة، وقلت: يلزم أن يُطبق هذا على جميع الطوائف الإسلامية فإذا أردنا أن نحكم على جماعة وإزناً بين حسناتهم وسيئاتهم، ثم نحكم عليهم بما يرجح عندنا، هذا إذا سلمت الفرقة أو الطائفة من الشرك، ثم علينا أن نجمع كلمة المسلمين، ونحاول الإصلاح قدر المستطاع، وإذا وجدنا فيهم عيوباً نذهب إليهم، ونكلمهم، ونوضح لهم ذلك، ونجادلهم بالتي هي أحسن، وندعو الله أن يصلح المسلمين، فالعمل مع الدعاء له نتائج حسنة

وأما عن كتاب (تبليغي نصاب) فأخبرتهم أنك ذهبت إلى جماعة التبليغ أنت وبعض إخوانك من السلفيين، وتكلمتم معهم بشأنه وبيّنتم لهم عيوبه فتركوه، ووضعوا بدلاً عنه كتاب فضائل الأعمال، وأن تجاوبهم معكم كان جيداً والله الحمد، وأنهم كانوا يقولون لكم: وأنت ذكرت للمجادلين لك أنك لم تر . نأخذ من كتاب تبليغي نصاب فضائل الأعمال فقط أحداً من الجماعة أخذ بشيء من بدع تبليغي نصاب، لا أفراد ولا جماعات، مع أن هناك بدعة منتشرة في جميع بلاد المسلمين، وتجدها عند معظم المسلمين، وهي بدعة إحياء مولى النبي ولم تجدها فيهم، لا أفراداً ولا جماعات، مع أن لك أصدقاء كثيرين منهم زملاء في الدراسة وجيران

وأنت قلت أيضاً لمجادليك فيهم أما زعمكم أنهم صوفية فليس بصحيح، لأن الإنسان إذا سألهم عن مسألة طلبوا منه أن يسأل العلماء والمشايخ الذين أعرف منهم، والصوفية تمنع مريدها أن يذهب إلى غير شيخه بل تحرم عليه ذلك

وأخبرتهم أن كثيراً منهم يبحثون عن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأن أحد الإخوة الباكستانيين أخبرك أن هناك أكثر من مائة شاب منهم جاءوا إليه يطلبون كتاب التوحيد المترجم إلى اللغة الأردية، وأنت سيق أن أهديت لبعضهم نسخة من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقلت لهم أنها من مكتب الدعوة في الباكستان فقبلوها، وظنوا أننا قد أرسلناها إليهم وشكرونا كثيراً، وأنهم فيهم لين ولديهم إستجابة لمن يدعوهم. هذا ملخص ما ذكرت في رسالتك

وإننا بعد شكرنا لك على ما شرحت عنهم، نفيدك بأنه قد تواتر لدينا من ثقافات من مدرسي التوحيد في الجامعة الإسلامية بالمدينة وغيرهم ممن اختلط بهم وسافر معهم من أهل نجد وغيرهم، نحو ما ذكرت من اللين، والاستجابة، والصبر على الدعوة إلى الله، وأسلم على أيديهم من كافر . وتحمل المشاق في ذلك، وكم هدى الله بهم من منحرف

وكنث دائماً أوصي إخواني من أهل العلم والبصيرة بمشاركتهم في الدعوة حتى يعاون بعضهم بعضاً . وقد سبقنا إلى الثناء عليهم والوصية بهم خيراً سماحة شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية ورئيس القضاة في زمانه رحمه الله في كتاب منه لأهل المنطقة الشرقية في عام 1373 هـ , ذكر فيه: "أن مهمتهم العظة في المساجد, والإرشاد, والحث على التوحيد وحسن المعتقد, والحث على العمل بالكتاب والسنة, مع التحذير من البدع والخرافات .

وإليكم برفقه صورة من جواب منّا للأخ عوض بن عوض القحطاني بشأنهم, وأوراقاً أخرى . ولا شك يا أخي أن النقص من لوازم البشر إلا من شاء الله, ولكن لا ينبغي أن يحكم على طائفة أو جماعة بما قد يحصل من بعض أفرادها من النقص, بل الواجب على المسلم مناصحة أخيه المسلم بالرفق واللين, وعدم النفرة منه والتنفير عنه, فهذا طريق الرسل وأتباعهم, ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا وإياكم الحق حقاً ويمن علينا باجتنابه, ولا يجعله ملتبساً علينا فنضل, كما ويرزقنا إتباعه والباطل باطلاً نسأله سبحانه أن يجعلنا جميعاً من دعاة الهدى وأنصار الحق مع من كان, إنه جواد . والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته, كريم

الرئيس العام  
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

শায়খ আবদুল আজীজ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে  
বায এর পত্র

শায়খ ফালেহ বিন নাফে আল্ হারবীর প্রতি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١٤  
١٠٧/١  
مدرسة  
الرفقة

المكتبة  
مكتبة  
مكتبة

الموضوع

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأئمة الكرام فضيلة الشيخ فالح بن نافع الحارثي شحته الله  
البعيرة في الدين وشرح صدره لبارئ رب العالمين آمين  
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

أما بعد فقد وصلني كتابكم الواسع (١٠٦/٢/٢٦) ونهيت ما تشكك من الفضل من جماعة التلمذ  
واستنكارك لما كتبت بشأنهم وما كتبه لي شيخنا العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ فلي  
الديار السعودية في زمانه قدس الله روحه وتوابعه من الشنا\* عليهم ، ولقد سألني كثيرا تنقصك  
وحظك من قدره بقولك ( ( ابن إبراهيم ) ) وأن الأشخاص الذين اشركت اليهم بغالغز في الرأي  
فيهم ولقد عرفت ما ذكرت فإني لم ألق منهم من علم شيئا بصحته وبعد نظره وسعة  
أخلاقه وتأنيه وحكمته ، ونحن بحمد الله على بعيرة من ديننا ونوازن بين المصالح والمفاسد ونرجع  
ما نعلم من اليقين ولقد تأكدنا من أخبارهم ما يطمئنا إلى القول بجانبهم مع مناصحتهم فيما  
يحل من مصلحتهم من النقص الذي هو من لوازم البشرية إلا من شاء الله .

أما أن أعواننا من الشناخ وطلبة العلم الذين اشركت اليهم خالطوهم وشاركوهم في الدعوة إلى الله  
ووجههم وكلوا ما حصل منهم من النقص وأرشدوهم فيما يخطئون فيه لعمل بذلك غير كبر وتفسح  
مطمح للإسلام والمسلمين .

أما الفترة منهم والتغلي منهم والتحقير من مخالطتهم فهذا الخط كبر وفساد أكبر من نفعه فاتهم الرأي  
بأنهم وأصرح إلى ركنهم صدره لما هو الأحب إليه والأثقل لعباده وأن يهد بك لما اختلف فيه  
من الحق ما ذكره .

وأسال الله عز وجل أن يبيننا وإياكم الحق حقا ويمن علينا بإتيانه والباطل باطلا ومن علينا بما جتناه  
ولا يجعله شينا علينا فقل أنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الربيع العام

لا إله إلا الله وحده لا شريك له والافتاء والدعوة والإرشاد

لا أكمل ( ) أما نسبت إلى فضيلة الشيخ محمد إمام من جملة  
من الشنا\* على الجماعة المذكورة وأنه يقول أنهم غراميون ومعتد به فقد انكر ذلك واستغفبه جدا وأخبرته  
لا زال على ما كتب عنهم لأنه كتبه من شهادة ومقن وأنه يحمل كل من سأله منهم على ما كتبه في ذلك

صورة خطاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز  
حفظه الله إلى فضيلة الشيخ فالح بن نافع الحارثي .

সৌদি আরবের সাবেক প্রধান মুফতি হযরত আল্লামা

শায়খ আবদুল আজীজ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায এর পত্র

শায়খ ফালেহ বিন নাফে আল হারবীর প্রতি

নং ৮৮৮৯/খ, তারিখ ১২/৮/১৪০৬ হিজরী

আবদুল আজীজ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায এর পক্ষ থেকে সম্মানিত ভাই শায়খ ফালেহ বিন নাফে আল হারবীর প্রতি। আল্লাহপাক আপনাকে ধর্মীয় বিষয়ে প্রজ্ঞা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে হৃদয়ের উম্মাদনা দান করুন-আমিন। সালামুন আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াব্বারাকাতুহ।

পরবর্তী এই যে, গত ২৬/৭/১৪০৬ হিজরী তারিখে প্রেরিত আপনার পত্র আমার হস্তগত হয়েছে। পত্রের বিষয়বস্তু অর্থাৎ তাবলীগ জামাত সম্পর্কে আপনার বিরূপ ধারণা এবং তাদের সম্পর্কে আমার লিখিত মতামত এবং আমার পূর্বে আমাদের উস্তাদ সৌদি আরবের সাবেক প্রধান মুফতী শায়খ মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম আলে শায়খ (রাহঃ) এর মতামতের প্রতি আপনার নিন্দা প্রকাশ ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হয়েছি। দুইটি বিষয়ই আমার কাছে অত্যন্ত নিন্দিত মনে হয়েছে। তা হল প্রথমতঃ আমাদের উস্তাদের প্রতি আপনার এরূপ অসম্মান সূচক ব্যবহার, দ্বিতীয়তঃ আপনি কতিপয় ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখ করেছেন যে, তারা নাকি আমাদের উস্তাদের সাথে একমত নন।

আপনার লেখা পড়ে আমি আশ্চর্য হই যে, কোথায় এ সকল কথিত আলেম-ওলামা আর কোথায় আমার মুহতারাম উস্তাদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, জ্ঞানের প্রসরতা, ধীরস্থতা ও বুদ্ধিমত্তা? আমরা আলহামদুলিল্লাহ নিজের ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান রাখি, প্রথমে লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখি তারপর যার উপর হৃদয় সুনিশ্চিত হয় তাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। অনেক খোঁজ-খবর নেওয়ার পর বর্তমানে আমরা এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত যে, আমাদেরকে তাবলীগ জামাতের পার্শ্বে দাড়াতে হবে। সাথে সাথে তাদের মধ্যে কারো কারো কাছে যে ঘাটতি রয়েছে সেজন্য তাকে বুঝাতে

হবে। আর ভুল হওয়া মানুষের জন্য স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা হেফাযত রাখেন তাদের কথা ভিন্ন।

আপনার পত্রে উল্লেখিত আমার আলেম ভাইগণ ও ছাত্র সমাজ যদি তাবলীগি ভাইদের মিলেমিশে দাওয়াতের কাজে যোগদান করতেন এবং তাঁদের ধারণা মতে তাবলীগি ভাইদের ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করতেন এবং তাদের ভুল ভ্রান্তি চিহ্নিত করে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতেন তাহলে এর দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানের অনেক উপকার হত। পক্ষান্তরে তাদের ঘৃণা করা, তাদের থেকে দূরে থাকা, লোকজনকে তাঁদের সাথে মেলামেশা থেকে বিরত রাখা মস্তবড় ভুল। এতে লাভের চেয়ে ক্ষতির আশংকাই বেশী।

আপনি নিজের মনগড়া মতবাদ ছেড়ে আল্লাহর প্রতি প্রার্থনা করুন যেন আল্লাহ তায়ালা আপনাকে তাঁর পছন্দনীয় বান্দাদের উপকারী বিষয়াদি বুঝার তৌফিক দান করেন। আর যেন উম্মতের মতবিরোধের বিষয়ে সত্যের সন্ধান দান করেন। আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন তিনি আমাদেরকে সত্যকে সত্য বুঝে তা অনুসরণ করার তাওফিক দেন। আর যেন মিথ্যাকে আমাদের সামনে অস্পষ্ট না রাখেন। তিনিই সর্বশক্তিমান।

প্রধান পরিচালক

ইসলামী গবেষণা ও ফতওয়া অধিদপ্তর

বিঃদ্রঃ আপনি শায়খ মুহাম্মদ আমান সম্পর্কে যে বলেছেন যে, “উনি তাবলীগ জামাতের সুনাম করা ছেড়ে দিয়েছেন এবং এখন তিনি তাদেরকে বেদাতী বা অপসংস্কারক মনে করেন।” তিনি আপনার এ কথাকে অস্বীকার করেছেন এবং এ কথা শুনে খুবই আশ্চর্য হয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, তাবলীগ জামাত সম্পর্কে তিনি স্বচক্ষে পরিদর্শন করে যে মত ব্যক্ত করেছিলেন বর্তমানেও তার উপর অটল আছেন।



## চিঠিটির আরবি পাঠঃ

خطاب من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله إلى فضيلة الشيخ /  
فالح بن نافع الحربي  
برقم 889/خ المؤرخ 12/8/1406هـ

بسم الله الرحمن الرحيم  
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ فالح بن نافع  
الحربي أمدّه الله البصيرة، وشرح صدره لما يرضى رب العالمين، آمين  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد  
فقد وصلني كتابك المؤرخ 26/2/1406هـ، وفهمت ما تضمنه من النيل من جماعة  
التبليغ، واستنكارك لما كتبت بشأنهم، وما كتبه قبلي شيخنا العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم  
ونور ضريحه من الثناء عليهم، آل الشيخ مفتي الديار السعودية في زمانه قدس الله روحه  
ولقد ساءني كثيراً تنقُّصك وحطُّك من قدره بقولك: "ابن إبراهيم"، وأنا لأشخاص الذين  
أشرت إليهم يخالفونه في الرأي فيهم  
ولقد عجبْتُ مما ذكرت فأين يقع علم هؤلاء ورأيهم من علم شيخنا، وبصيرته، وبُعد  
نظره، وسعة اطلاعه، وتأنييه، وحكمته  
ونحن بحمد الله على بصيرة من ديننا، ونوازن بين المصالح والمضار، ونُرجح ما نطمئن  
معناصحتهم فيما، إليه قلوبنا، وقد تأكدنا من أخبارهم ما يطمئننا إلى الوقوف بجانبهم  
يحصل من بعضهم من النقص الذي هو من لوازم البشر كلهم إلا من شاء الله  
ولو أنّ إخواننا من المشايخ وطلبة العلم الذين أشرت إليهم خالطوهم وشاركوهم في الدعوة  
إلى الله، ووجهوهم وكمّلوا ما يحصل منهم من النقص، وأرشدوهم فيما يخطئون فيه، لحصل  
بذلك خير كثير، ونفع عظيم للإسلام والمسلمين  
أما الثُّفرة منهم والتخلّي عنهم والتحذير من مخالطتهم فهذا غلط كبير وضرره أكبر من نفعه  
فاتهما الرأي يا أخي، واضرع إلى ربك أن يشرح صدرك لما هو الأحب إليه والأنفع  
لعباده، وأن يهديك لما اختلف فيه من الحق بإذنه  
وأسأل الله عز وجل أن يُرينا وإياكم الحق حقاً ويميّز علينا باتباعه، والباطل باطلاً ويميّز  
علينا باجتنابه، ولا يجعله ملتبساً علينا فنضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم  
ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

تكميل أنا بعد ما نسبت إلى فضيلة الشيخ محمد أمان من رجوعه عن الثناء على الجماعة

المذكورة, وإنه يقول خرافيون ومبتدعة, فقد أنكر ذلك, واستغربه جداً, وأخبر أنه لا زال على ما كتب عنهم, لأنه كتبه عن مشاهدة وبقين, وأنه يحيل كل من سألهم عنهم الى ما كتبه في ذلك.

পাকিস্তানের রায়বেন্ডে তাবলীগ জামাতের বাৎসরিক  
ইজতিমা সম্পর্কে আদাওয়া ওল ইরশাদের প্রতিনিধি  
শায়েখ সালেহ বিন আলী সাবীমান এর রিপোর্ট

## পাকিস্তানের রায়বেন্ডে তাবলীগ জামাতের বাৎসরিক ইজতিমা সম্পর্কে আদাওয়া ওল ইরশাদের প্রতিনিধির রিপোর্ট

বিসমিহি তায়ালাঃ-

হযরত সম্মানিত রুহানি পিতা শায়েখ আব্দুল আজীজ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বাজ “রঈস আম ইদারাতুল বহুসিল আল ইসলামিয়া আল ইফতা ওয়াল ইরশাদ” এর সমীপে। আল্লাহ তায়ালা তাকে সমস্ত খারাবী, ফিতনা থেকে হেফাযত করেন এবং তার ভুলকে ক্ষমা করেন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতাহ।

আম্মাবাদঃ ১৪০৭ হিজরী সনের রবিউল আওয়াল মাসের ১ম তারীখে আমার ছুটি শুরু হয়। এবং আমি ৩ রা রবিউল আউয়াল বিভিন্ন জামাতের ওলামা ও তলাবাহদের সাথে পাকিস্তান সফর করি। তারা হলেন জামিয়া ইসলামিয়াহ, জামি’আ আল ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সউদ আল-ইসলামিয়াহ ও জামিয়াতুল মুলক সউদ সহ বিভিন্ন জামিয়া এর ওলামা ও তলাবা।

আমরা সেখানে অত্যন্ত আশ্চর্যের জিনিস অবলোক করেছি। যখন আমরা লাহরের বিমান বন্দরে অবতরণ করলাম তখন ভদ্র স্বভাবের একদল যুবক আমাদের এস্টেকবাল করলো যাদের চেহারা ও দাড়ী থেকে ইলম ও ঈমানের জ্যোতি দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। আমরা বিমান বন্দরের মসজিদে গেলাম, সেখানে সুন্নত নামায আদায় করলাম অতঃপর গোল গোল হালকা বানিয়ে বসে গেলাম। আমরা বিভিন্ন মহল্লার ছিলাম। আমাদের থেকে এক যুবক দাঁড়িয়ে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বয়ান করলো। অতঃপর বাস আসলো এবং আমরা রায়বেন্ডের ইজতেমার নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে গেলাম। রায়বেন্ডে এই ইজতিমা এতো সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর ছিল যে তার

কারণে অন্তরে একনিষ্ঠতা এবং চোখে ভয় ও আনন্দের অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো।

এই ইজতেমা জান্নাত বাসীদের ইজতেমা স্বাদূশ ছিল। সেখানে না ছিলো কোন শোরগোল, না ছিলো কোন ক্লান্তি, না কোন বিশৃংখলতা, না ছিলো কোন বেহুদা কথা ও মিথ্যা বর্ণনা। পরিবেশ ছিলো ময়লা আবর্জনা মুক্ত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

এ ইজতিমা ছিলো সুশৃংখল, ছিলো না কোন পুলিশ পাহারা, না ছিল কোন ট্রাফিক, না ছিলো কোন সরকারী বাহিনী। অথচ সেখানে ছিলো লাখো লাখো মানুষের সমাগম। সেখানে মানুষের অবস্থান ছিলো স্বাভাবিক কিন্তু এই স্বাভাবিকতার মাঝেও তাদের পূর্ণ দিনটি ছিলো আল্লাহর, স্মরণ বয়ান ও দরস তালিমের হালকা দিয়ে পরিপূর্ণ।

আল্লাহর কসম সেই ইজতিমা এরকমই ছিলো। যারদ্বারা মৃত অন্তর জীবিত হয় এবং ইমান বাড়ে ও চমকাতে থাকে। তাহলে কি রকম সুন্দর ছিলো সেই ইজতিমা এবং কেমন শান শওকত ও প্রতিক্রিয়ায় পূর্ণ ছিল, যা দেখার দ্বারা অতীত সাহাবা, তাবায়ীন, তাবে তাবায়ীনদের দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে আসে। সেখানে দ্বীনের মেহনত, ইলম ও জিকিরের সুন্দর কথা, ভালোকাজ, ইসলামী রীতিনীতির উত্তম বর্ণনা, ইলম ও ঈমানের নূর দ্বারা আলোকিত চেহারা বিদ্যমান ছিলো।

আপনি সেখানে আল্লাহর একাত্ববাদের আলোচনা, তাসবীহ, তাহমিদ, তাকবীর ও কোরআন তেলোয়াত ব্যাতিত অন্যকিছু শুনবেন না। সেখানে সালাম দেওয়া, যাযাকাল্লাহ বলা সাধারণ নিয়ম। সেখানে সকল কর্মকান্ড আপনার পছন্দনীয় হবে। সেখানে সর্ব সময় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম এর সুন্নতকে জিন্দা ও তাজা করা হয়। কতই না সুন্দর এবং প্রিয় ছিলো সেই বিশাল ইসলামি ইজতিমা।

মোটকথা সেখানে আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম এর সুন্নত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার আমলী তারতীব দেওয়া হচ্ছিলো। আর

কতইনা ভালো ছিলো সেই পবিত্র ও উত্তম জীবন। কয়েকবার আমার মনে হয়েছিলো যে এই ইজতিমা যদি মামলাকাতুল আরাবীয়া সৌদিয়ায় (সৌদি আরব) হতো। কেননা যখন থেকে বাদশাহ আবদুল্লা আজিজ এর বাদশাহী শুরু হলো যা ভালো কাজের জন্য উপযুক্ত এবং সমস্ত নেক কাজের মধ্যে অগ্রগামি।

এই ইজতেমার লোক সকল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছিলো। কিন্তু সকলের লেবাস-ভাষার, আচার-আচরণ, কথা-বার্তা ও উদ্দেশ্য এক ছিল। কেমন যেন তারা সকলে একই মায়ের সন্তান, কেমন যেন আল্লাহ তায়ালা এক দিলকে সৃষ্টি করে সকলের মাঝে বন্টন করে দিয়েছেন। দ্বীনের কাজকে পরিপূর্ণ ভাবে পালন করা ব্যাতিত তাদের অন্য কোন কাজ নেই। যুবক মুসলমানদের সংশোধন এবং অমুসলিমদের আল্লাহর পথে আনা। আমার বুঝে আসে না মিথ্যা বর্ণনা কারীরা কিভাবে এই নেককার ব্যক্তিদের উপর প্রশ্ন উত্থাপনের দুঃসাহস দেখায়। অথচ শেখ আব্দুল আজিজ জেন্দানী (রাহঃ) এই তাবলীগ জামাত সম্পর্কে বলেছেন যে তারা আসমানী মাখলুক জমীনে বিচারণ করছে। এতদাশত্বেও কে আছে এ ধরনের লোকদের দুর্গাম রটানোর দুঃসাহস দেখায়, এবং এ ধরনের কর্মকাণ্ডের ত্রুটি খুঁজে বেড়ায় যা তাদের মধ্যে নেই?

আমার মতে যে উদ্দেশ্য হুকুমতে সৌদিয়ার সেটাই তাবলীগ জামাতের উদ্দেশ্য আর তা হল সম্পূর্ণ পৃথিবীতে মানব মন্ডলীর ইসলাম ও সঠিক পথে আনা ও পৃথিবীর সর্বত্র নিরাপত্তা ছড়িয়ে দেওয়া। তাহলে এই জামাতের কোন কর্মকাণ্ডটি আপত্তিকর?

এশার নামাযের পর যখন বয়ানের ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে যায় তখন যদি আপনি আপনার দৃষ্টি ডানে বামে ফিরান তখনও আপনি এলমের মজলিসকেই দেখতে পাবেন। যেখানেই হোকনা কেন আপনি দ্বীনের খোরাক পাবেন। আর যে হলকাতেই আপনি বসেননা কেন কোন না কোন ফায়দা অবশ্যই পাবেন। যখন লোকেরা গভীর নিদ্রায় নিমজ্জিত তখন আপনি তাদেরকে দেখবেন যে তারা তাদের ঘুমের পূর্বে খুটির মত স্থির হয়ে নামাযে মশগুল। আর যখন রাতের শেষ অংশ শুরু হয় তখন রবের সামনে তাদের কান্নাকাটির আওয়াজকে মৌমাছির গুনজনের মতো

শুনতে পাবেন এবং দেখবেন যে আল্লাহ তায়ালা সামনে বিনয়ের সাথে তাদের হাত প্রশারিত যে, তারা দোয়া করতেছে হে আল্লাহ আমাদের ও পুরা উম্মতের সকল গুনাহকে মাফ করে দেন এবং আমাদেরকে ও সকল মুসলমান ভাইদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেন ও সকল মানুষকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামের সুন্নত অনুযায়ী জীবন গঠনের দিক নির্দেশনা ও তাওফিক দান করেন।

সারকথাঃ এই ইজতিমা এই যোগ্যতা রাখে যে, প্রত্যেক আলেম তলবে এলম এবং প্রত্যেকে এমন মুসলমান যে আল্লাহকে ভয় করে আখেরাতকে বিশ্বাস করে এখানে উপস্থিত হবে। আল্লাহ তায়ালা এই কাম করণে ওয়ালাদের উত্তম জায্বা দান করেন। আর তাদেরকে এই কাজের উপর দৃড় রাখেন, তাদের সাহায্য করেন। এবং মুসলমানদেরকে তাদের মাধ্যমে উপকার পৌছান।

নিসন্দেহে তিনি শ্রবণকারী ও কবুলকারী।

এই এজতেমায় যত লোক খেদমতে নিয়োজিত ছিলো তারা সকলে হাফেজে কোরআন ছিলো। আটা পেশনকারী বিসমিল্লাহ বলে আটা পিশতে ছিল এবং সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার জিকির করতে ছিলো, এবং খামিরা প্রস্তুতকারীও বিসমিল্লাহ বলে শুরু করে জিকিরে রত ছিল, আমি তাদের জিকির করতে দেখেছি এবং শুনেছি অথচ তাদের এ খেয়ালই নেই যে তাদের আমি দেখছি। সুতরাং পবিত্র ও ত্রুটিমুক্ত ঐ জাতে হক যিনি তাদের হীলের চক্ষুকে খুলে দিয়েছেন। তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে সুযোগ দিয়েছেন। তাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখিয়েছেন। হে সম্মানিত শায়খ (বিন বায) মুসলমানগনই এরই একান্ত কামনা করে। বাস্তবতা এই যে যারাই তাদের সংস্পর্শে বসবেন অভিজ্ঞতা ও দীর্ঘ সান্নিধ্যের কারনে অবশ্যই তারা বড় দায়ী হবেন। বড়ই পরিতাপের বিষয় আমি যখন জামিয়াতে অধ্যয়নরত ছিলাম, তখন যদি এ জামাতের পরিচয় পেতাম এবং তাদের সাথে কাজে আত্মনিয়গ করতাম তবে বর্তমান সময়ে আমি দাওয়াত ও



তাবলীগের আল্লামা হতাম। আল্লাহর কসম আমি তাদেরকে সত্যের অনুসারী মনে করি।

আর অতিশিঘ্রই আল্লাহ তায়ালা আমাকে সে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করবেন যে দিন ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি উপকারে আসবে না। আর কেউ কারো সাহায্য করতে পারবে না।

আর পরিতাপের কথা হল আপনার তত্ত্বাবধানে যারা কাজ করে সকল দায়ী ওই ইজতেমাতে অংশগ্রহণ করে, আর সাথীরাও আল্লাহ তায়ালা রাস্তায় বের হয় যাতে ইখলাস, একনিষ্ঠতা, দাওয়াতের পদ্ধতি এবং সাহাবা তাবৈঈ ও তাবৈঈনদের চরিত্র শিখে। পরিশেষে আল্লাহ তায়ালা কাছে আবেদন জানাই আমাদেরকে হক বোঝা ও তার অনুশরণ করার তাওফিক দান করুন (আমিন), ভালো কাজের স্পৃহা বৃদ্ধি করুন। ইখলাস ও সৎকাজের তাওফিক দিন , আমাদেরকে আত্মার অনিষ্ঠতা থেকে সংরক্ষণ করুন। শয়তান এবং প্রবৃত্তির অনিষ্ঠতা থেকে নিরাপদে রাখুন। নিজের দ্বীনকে সম্মান করবে, নিজের কথাকে সুউচ্চ করবে, ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে আমাদেরকে রাষ্ট্রের ক্ষমতা দিবেন। আর এর মাধ্যমে ইসলামকে সমুন্নত করবেন। নিশ্চিন্দেহে তিনি তার মালিক আর তিনি তাতে শক্তি রাখেন।

বিনীত

আপনার রুহানীপুত্র সলেহ বীন আলী সাবিমানি

আদদাওয়া ওয়াল ইরশাদ উনাইঝা এলাকার প্রতিনিধি

## রিপোর্টটির আরবী পাঠঃ

تقرير عن اجتماع أهل الدعوة في باكستان  
كتبه الشيخ صالح بن علي الشويمان (حفظه الله تعالى)

بسم الله الرحمن الرحيم  
سماحة الوالد الكريم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد) حفظه الله من كل سوء ووفقه وسدد خطاه، آمين  
بسلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أما بعد  
فقد بدأت اجازتي في 1/3/1407 هـ وسافرت إلى باكستان في 3/3/1407 هـ مع مجموعة من العلماء وطلاب العلم من مختلف الجامعات، من الجامعة الإسلامية، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود وغيرها، فشاهدنا العجب العجيب، فبعد وصولنا مطار لاهور استقبلنا جماعة من الشباب الصالحين الذين يشرق نور العلم والإيمان من لحاهم ووجوههم، واتجهنا إلى مسجد المطار فأدينا فيه السنة ثم جلسنا حول بعضنا ونحن من بلاد مختلفة، فقام واحد منهم يتكلم بكلام عجيب يأخذ بمجامع القلوب ثم جئت السيارات ونقلتنا إلى مقر الاجتماع في رايوند، ذلك الاجتماع الجميل الذي تخشع بسببه القلوب وتذرف منه العيون وابل دموع الفزع والسرور والخوف من الله، يشبه ولا كذب اجتماع أهل الجنة، لا صخب، ولا نصب، ولا لغو، ولا فوضى  
نظيف جداً لا روائح ولا أوساخ، ومرتب ترتيب دقيق، فلا مرور ولا شرطة ولا نجدة ولا حراس، مع العلم أنه يفوق المليون  
حياة طبيعية فطرية يحوطها ذكر الله، علم ومحاضرات ودروس وحلق ذكر ليلاً ونهاراً، فوالله إنه اجتماع تحيي به القلوب وينصل به الإيمان ويزداد، فما أروع ما أجمله يعطيك صورة ناطقة عن حياة الصحابة والتابعين واتباعهم رضوان الله عليهم، جهد وعلم وذكر، كلام جميل، أفعال جميلة، حركات إسلامية رائعة، ووجوه مشرقة بنور الإيمان والعلم، فلا تسمع إلا الكلام التوحيد والذكر، والتسبيح والتحميد، والتلهيل والتكبير، وقراءة القرآن، والسلام عليكم والسلام ورحمة الله، وجزاكم الله خيراً، ولا ترى إلا ما يسرك ويبهج قلبك من إحياء سنن المصطفى طرية تتمتع بها في كل لحظة، ما أجمله وما أحلاه من اجتماع إسلامي عظيم  
وبالجملية تطبيق عملي لكتاب الله وسنة رسوله، فبها لها من حياة طيبة سعيدة، كم تمنيت من قلبي أن يكون هذا الاجتماع في ربوع المملكة العربية السعودية، لأنها جديرة بكل خير، ولأنها سبّاقة إلى كل خير منذ فجر عهد الملك عبد العزيز المشرق غفر الله له وقُدّس روحه في جنات النعيم، وجمعنا وإياكم به في الفردوس الأعلى

وأفراد هذا الاجتماع أشخاص من جميع جهات العالم على شكل واحد، وطبع واحد، وكلام واحد، وهدف واحد، وكأنهم أبناء رجل واحد، أو كأن الله سبحانه خلق قلباً واحداً فوزعه

على هؤلاء، ليس لهم مطامع، ولا مآرب غير التمسك بأهداب الدين، وإصلاح شباب المسلمين، وهداية غير المسلمين إلى صراط الله الحميد، فكيف يجرؤ المرجفون على النيل من هؤلاء الصالحين ؟ وقد قال فيهم الشيخ عبد المجيد الزنداني "هؤلاء أهل السماء يمشون على الأرض".

فأى قلب يجترئ على سبهم أو اتهامهم بما ليس فيهم، أننى أزعج أن هدف هذه الجماعة هو هدف حكومة المملكة العربية السعودية، وهو: إصلاح الناس في جميع العالم، ونشر الأمن والأمان في جميع المعمورة... وإذا إنتهت المحاضرات بعد العشاء وسرحت طرفك فأى حلقة تجلس فيها لا بد أن يمنية ويسرة رأيتموروداً علمية تتفكه فيها حيثما شئت تخرج منها بفائدة، وإذا هدأت الرجل ونامت العين رأيتم كالأعمدة يصلون قبل النوم، فإذا كان آخر الليل سمعتمهم وكأنهم خلية نحل بكاء ونحيب وابتهاال إلى الله، بأن يغفر الله ذنوبهم وذنوب المسلمين وأن ينجيهم الله وإخوانهم المسلمين من النار، وأن يهدي الناس جميعاً إلى إحياء سنة المصطفى، وقصار القول أنه اجتماع جدير بأن يحضره كل عالم طالب علم، بل وكلمسلم يخاف الله ويرجو الدار الآخرة، فجزى الله القائمين عليه خير الجزاء وثبتهم وأعانهم، ونفع بهم المسلمين، إنه سميع مجيب

أما القائمون على الخدمة فكلهم من حفظه القرآن الكريم، فصاحب المطحنة يطحن باسم الله وبالتكبير والتسبيح، وصاحب المعجنة يعجن باسم الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله، والخبازين يخبزون بإسم الله وبذكر الله والتسبيح والتحميد والتكبير أيضاً، وقد شاهدناهم وسمعناهم وهم لا يشعرون، فسبحان من فتح بصائرهم ووقفهم لذكراه، ودلهم على الطريق الصحيح الذي يتمناه كل مسلم

والحقيقة يا سماحة الشيخ أن كل من صحبتهم لا بد أن يكون داعية إلى الله بالتمارين وطول الصحبة، فإلى ليتني عرفتهم منذ أن كنت طالباً في الجامعة لكنت اليوم علامة في الدعوة وسائر العلوم وهذا ! والله ما أدين الله به، وسيسألني الجبار سبحانه عن ذلك، يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا يغني أحد عن أحد

ويخرجون مع، ويا ليت جميع الدعاة التابعين لرؤاستكم المباركة يشتركون في هذا الاجتماع هذه الجماعة، ليتعلموا الإخلاص، وأسلوب الدعوة، وأخلاق الصحابة والتابعين واتباعهم رضوان الله عليهم أجمعين

وختاماً أسأل الله سبحانه أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأنيلهمنا رشدنا ويوفقنا وأنينصر دينه ويعلي، للإخلاص والصواب، وأن يكفينا شرور أنفسنا والهوى والشيطان كلمته، وأن يعز حكومتنا بالإسلام ويعز الإسلام بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

كتبه ابنكم صالح بنعلي الشويمان  
مندوب الدعوة والإرشاد بمنطقة عنيزة

## আল্লামা বিন বাযের পক্ষ থেকে প্রেরিত রিপোর্টের জবাব

বিসমিল্লাহীর রহমানির রহিম।

(সূত্র ১০০৭)

১৭ ই শাবান ১৪০৭ হিজরী

শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায এর পক্ষ থেকে তার একান্ত রুহানী সন্তান শায়েখ সালেহ বিন আলী সাবীমান এর প্রতি ( সে ধরার যেথায় থাকুক আল্লাহ তায়ালা তার উপর বরকত নাজিল করুন।-আমিন।)

আম্মাবাদ, যে রিপোর্ট আপনি আমার কাছে পাঠিয়েছেন আমি তা দেখেছি। আপনি মদিনা ইউনিভার্সিটি, ইমাম মুহাম্মদ বিন সাউদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাদশা সাউদ বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও শিক্ষকদের জামাতের সাথে তাবলীগ জামাতের ইজতিমাতে অংশগ্রহণের জন্য সফর করেছেন, যা ১৪০৭ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে রাইবেন্ডে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। আমি আপনার রিপোর্ট পরিপূর্ণ পেয়েছি যাতে উক্ত ইজতেমার ব্যাপারে খুব প্রশংসা করা হয়েছে। আর বাস্তবতাও আলোচনা করা হয়েছে এমন ভাবে, যে উক্ত রিপোর্টের পাঠক হবেন, সে অনুভব করবে সে নিজেই ইজতেমাতে অংশগ্রহণ করেছিল। আমি এ কথার দ্বারা অত্যন্ত খুশি হয়েছি যা আপনি উল্লেখ করেছেন যে, এ ইজতিমাতে উপস্থিত জনতা অনেক উপকৃত হয়েছে। আর উপস্থিতরা নিজেদের মাঝে ভালো ও কল্যানকর কথা আলোচনা করছিলো। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন। তারা এ ধরনের ইজতিমা বেশি পরিমানে করবে আর মুসলমানদেরকে এর দ্বারা উপকৃত করবে। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে লোকদের জন্য এ ধরনের নিষ্কলুষ পুত-ও পবিত্র ইজতিমার খুব বেশি প্রয়োজন যা ওয়াজ নসিহাত সমৃদ্ধ, আর যাতে ইসলামের উপর অটল অবিচল থাকার ব্যাপারে আহ্বান করা হয় যাতে

সেখার সাথে সাথে আমলের বাস্তব প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বেদায়াত ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত একনিষ্ঠ একাত্ববাদের কথা আলচিত হয়। আমি আল্লাহ তালার কাছে মিনতি জানাই যে, সকল মুসলমানকে চাই সে রাজা হোক বা প্রজা হোক সবাইকে পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখুক, নিঃসন্দেহে তিনি অতিব দয়ালু ও দাতা।

প্রধান পরিচালক

ইদারাতুল বুহুছিল ইলমিয়াতু ওয়াল ফাতোয়া ওয়াদাওহ ওয়াল ইরশাদ

শায়খ আবুবকর আল জাযায়েরী রাহঃ এর পুস্তিকা  
‘আলকাউলুল বালীগ ফি জামাতিত্ তাবলীগ’

শায়খ আবুবকর আল জাযায়েরী তাঁর পুস্তিকা ‘আলকাউলুল বালীগ ফি জামাতিত তাবলীগ’ এর ‘আসারু দাওয়াতিত তাবলীগ ফিল আলম’ শিরোনামে বলেছেনঃ “এখন আমরা এই জামাতের (তাবলীগ জামাত) উৎপত্তি, গঠনতন্ত্র, নিয়মনিতি ও তৎপরতা সম্পর্কে জানার পরে, এই জামাতের দাওয়াতের ইতিবাচক ও নেতিবাচক (যদি নেতিবাচক কোন নিদর্শন থাকে) নিদর্শনসমূহ খতিয়ে দেখা প্রয়োজন মনে করি। তাহলে এবার বলি, আমি তাদেরকে উত্তর আফ্রিকা, মরোক্কো, আল্ জাযায়ের, তিউনিস এবং লিবিয়াতে দেখেছি। এমনি ভাবে বেলজিয়াম, হল্যান্ড, জার্মান এবং বৃটেনেও দেখেছি। আমেরিকা এবং ভারত উপমহাদেশে এদের তৎপরতা সম্পর্কে শুনেছি এবং মধ্যপ্রাচ্যে তাঁদের দাওয়াতের নিদর্শন সমূহ আমি প্রত্যক্ষ করেছি। নিম্নে কয়েকটি নিদর্শন বর্ণনা করলাম -

- (১) আনুনয় বিনয়ের সাথে নামায আদায়।
- (২) ধর্মীয় নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করা। যথা মহিলাদের পর্দা, পুরুষদের দাঁড়ি, নম্বাকরণ এবং পাগড়ী ইত্যাদি দ্বারা মাথা ঢেকে রাখা।
- (৩) কথা কাজ ও আকীদা বিশ্বাস হিসেবে শিরকী আচরণ ও অনৈস্প্লামিক কার্যকলাপ ছেড়ে দেওয়া।
- (৪) দাওয়াতে তাওহীদকে গ্রহন করা এবং কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক আমল করা।

যখন আমি উত্তর আফ্রিকায় ছিলাম তখন তারা আমি যতদিন ছিলাম ততদিনই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা গিয়ে আমার দরসসমূহ নিয়মিত শুনত। আমার দরস আলহামদুলিল্লাহ্ সলফের আকীদা বর্ণনা এবং শিরক, বিদআত ও কুসংস্কারাদির খন্ডনের ব্যাপারেই সাধারণ হয়ে থাকে। এতো উত্তর আফ্রিকার কথা।

ইউরোপে তাবলীগ দাওয়াতের অতি সুন্দর প্রভাব পড়েছে। তথায় ইসলামের প্রচার হয়েছে, মুসলিম কর্মচারীদের মধ্যে প্রসার হয়েছে। ফলে মসজিদ নির্মাণ হয়েছে, মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামী রূপরেখা দাঁড়ি, পাগড়ী এবং কাপড় ইত্যাদিতে প্রকাশ পেয়েছে। ইসলামের প্রতি ডাকা হচ্ছে। অনেক খ্রিষ্টানেরা ইসলাম গ্রহণ করছে। নও মুসলিমের সংখ্যা হল হাজার হাজার। এটা এমন একটি কাজ যা সকল একটি সশস্ত্র ইসলামী অভিযান ব্যতীত সম্ভব ছিল না। টি এমন এক বাস্তব সত্য যা বাস্তবে অজ্ঞ বা অজ্ঞতার বানকারী ব্যতীত অন্য কেউ অস্বীকার করবে না। আবার তারাও শুধু ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থের কারণেই এরূপ করবে।

শত শত বছর চলে গেছে তখন ইউরোপে মুসলমানেরা ইসলাম প্রকাশ করতে পারেনি। আমেরিকা তো দূরের কথা ইউরোপের অন্য কোন দেশেও পারত না। অধিকাংশ কর্মচারী ও লেবারেরা ছিল তখন মদদী, নামায তরককারী এবং ভাষা, পোষাক, চরিত্র ও চালচলনে ছিলো ইউরোপীয়দের অনুসারী। পরে আল্লাহ পাক তাবলীগে জামাতকে এদেশে পাঠালেন। *এরা ছিলেন ইসলামী হেদায়াত, আক্বিদা, ইবাদাত ও চরিত্র বহনকারী।* আবার এদেশে তাবলীগি ভাইদের তৎপরতা ছিলো চুপি চুপি এবং অতি সহজ সরল। ফলে কোন প্রকারের যুদ্ধ ব্যতিরেকে ইসলাম সেই রূপ ঢুকে পড়ল, যে রূপ নিয়ে ইসলামের অস্তিত্বতো দূরের কথা ইসলামকে দেখা পর্যন্ত ইউরোপীয়রা পছন্দ করত না।

ভারত উপমহাদেশে দাওয়াত ও তাবলীগের যে উপকারিতা পরিদর্শিত হয়েছে তা অন্য কোন স্থান থেকে কম নয়। *এই তাবলীগি জামাতের বদৌলতে লোকেরা ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়ার পর পুনরায় ফিরে এসেছেন এবং অনেকে বিভিন্ন শিরক, বিদায়াত ও কুসংস্কার থেকে ফিরেছেন।* উপমহাদেশে বার্ষিক যে সকল ইজতেমাগুলো হয় সেগুলোতে লক্ষ লক্ষ জনতার ঢল দেখা যায়। এগুলোর সুন্দর এন্তেজাম দেখে আশ্চর্যবোধ করতে হয়। ইজতেমা শেষে মানুষকে



ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য এ সকল লোকেরা বিশ্বের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো যথা মিসর, জর্দান, সিরিয়া, লেবানন, উত্তর ইয়েমেন এবং উপসাগরীয় দেশসমূহে তাবলীগ জামাতের উপকারিতা স্পষ্ট। অনেক ধর্মবিমুখ ব্যক্তি ধর্মের দিকে অনুপ্রাণিত হয়েছে, অনেক অবহেলিত গাফেল ব্যক্তি ধর্মের প্রতি তার দিশা ফিরে পেয়েছে। অনেক ধর্ম থেকে দূরে সরে যাওয়া ব্যক্তি প্রকৃতিভাবে তাওবা করেছে। আমি মনে করি না যেন এটা এসকল দেশের সংস্কারকদের কাছ গোপন থাকবে।

এ হলো তাবলীগ জামাতের ইতিবাচক কয়েকটি দিক। এর কিছু নেতিবাচক দিক রয়েছে যা আমি তাবলীগ জামাত বিদ্বেষীদের ভাষায় বর্ণনা করছি এবং মানুষের সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির পরোয়া না করে বাস্তব সত্য তুলে ধরছি। কারণ আমার উদ্দেশ্য হল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। রাব্বুল আলামীন আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাও, অসন্তুষ্ট থাকিও না।

## বিদ্বেষীদের অভিযোগ ও তার জবাব

তারা বলে তাবলীগ জামাত লোকজনের মধ্যে জিহাদের আগ্রহ নষ্ট করে ফেলে। তা হল এভাবে যে তারা লোকজনকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখে। এবং যে সকল দেশে ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত নয় বা ইসলামী শাসনতন্ত্র নেই সে সকল দেশে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানায় না। তা হল সৌদি আরব ব্যতীত সকল দেশ।

উত্তরঃ আমি এই ব্যপারে বাস্তব সত্য উদ্ঘাটন করতঃ বলব, প্রথমতঃ তাবলীগ জামাত মানুষের মধ্যে জিহাদের আগ্রহ নষ্ট করে না বরং তা পুনরুজ্জীবিত করে, কারন যে ব্যক্তি নিজের জান মাল খরচ করে দেশে দেশে ইসলামী দাওয়াতের জন্য বের হয় সে জীবিত বৈকি।

দ্বিতীয়তঃ ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে যদি শরীয়াত মোতাবেক আল্লাহর ইবাদাত করা হয় তাহলে তাবলীগ জামাতের লোকেরা আল্লাহর আদেশসমূহ পালন করে এবং নিষেধসমূহ থেকে বিরত থেকে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের অনুসরণের করতঃ আল্লাহর ইবাদাতকে বাস্তবায়ন করেছে। অতএব যে কারণে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার দাবী জানাতে হত সেটুকু হাসিল হয়ে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ।

তৃতীয়তঃ যদি প্রশ্ন করা হয় যে, তাবলীগ বিদ্বেষীরা কি ইসলামী শাসন ব্যবস্থার দাবী জানিয়ে এবং রাজনীতিতে ঢুকে পড়ে কথিত উদ্দেশ্যের কোন একটি অংশও হাসিল করতে পেরেছে? উত্তরে বলতে হবে, মোটেই না।

তাহলে বুঝা গেলো যে তাবলীগ জামাতের দাওয়াত হল ইতিবাচক। সকল জ্ঞানীদের নিকট নেতিবাচক পন্থার চেয়ে ইতিবাচক পন্থাই উত্তম।

তাই আমি সকল ভাইদের নসিহত করি তারা যেন তাবলীগ জামাতকে বিষেদপার করা বন্ধ করে দেয় । কেননা অন্যথায় তাদেরকে আল্লাহর রাস্তা থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখার দলের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে । আর এটি প্রশংসিত পদক্ষেপ নয় ।

বিপক্ষের কতিপয় অভিযোগ উত্তর সহকারে উল্লেখ করা হলঃ

১। এরা বলে থাকে যে তাবলীগ জামাতের দাওয়াত হল সুফীবাদী দাওয়াত ।

এর উত্তরে আমি বলিঃ যদি সুফীবাদ নকশবন্দী, তীজানী এবং রিফায়ী তরীকার কোন একটিকে আবশ্যকীয় মনে করে অনুসরণ করা হয়, আর তার ভিত্তি যদি হয় মুরুব্বী শায়খের অনুসরণ, তরীকতে ভ্রাতৃত্ব ও মুহাব্বতের আবশ্যকীয়তা তার পক্ষে ওকালতী এবং প্রত্যেক বিরোধীর সাথে শত্রুতার উপর, তাহলে আল্লাহর শপথ! এরূপ কোন ভাব ধারা আমি তাবলীগ জামাতে দেখিনি । উত্তর আফ্রিকা আর ইউরোপেও নয় আর মধ্যপ্রাচ্যেও নয় আর আমেরিকাতেও এমন কথা শুনি নি । এর পরেও যদি তাবলীগ জামাতে তরীকত পন্থী কোন লোক পাওয়া যায় তাতে জামাতের উপর দোষ দেওয়া ঠিক নয় । কারণ এটি একটি আন্তর্জাতিক দাওয়াত এতে হরেক রকমের মানুষ থাকা বিশ্বয়ের কোন ব্যপার নয় । তাবলীগ জামাতের জন্য এটাই যথেষ্ট যে জামাতের নিয়মনীতি, কথা, কাজ এবং আকীদা বিশ্বাস সুফীবাদ মুক্ত । আর এরা কথা, কাজ এবং আকীদাগতভাবে কোন দিনও সুফীবাদের দাওয়াত দান না । এটা যারা জামাতের সহিত বের হন তারা সবাই জানেন । আর এটাও কোন দোষের কথা নয় যে, তাবলীগ জামাতের উৎপত্তি এমন দেশে হয়েছে যে দেশে সুফীবাদের তরীকা অনেক । কেননা মিসরে আজ সত্তরটি সুফীবাদের তরীকা চালু আছে এবং এগুলো পরিচালনার জন্য একটি সর্বোচ্চ মজলিসও তাদের রয়েছে । এর দ্বারা কি মিসরের অন্যান্য ইসলামী জামাতের কোন ক্ষতি হয়েছে? আচ্ছা যদি আমরা (কিছুক্ষনের জন্য) মেনেও নেই যে, তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা শায়খ ইলিয়াছ সুফী ছিলেন এবং তার প্রতিনিধি

জনাব এনামুল হাসান সাহেবও সুফী ছিলেন কিন্তু দাওয়াতের গঠনতন্ত্র এবং নিয়মনীতি সুফীবাদবুজ্জ, তাহলে কি এটা দাওয়াতের জন্য কোন অসুবিধা বহন করবে, যার দরুণ মানুষদেরকে দাওয়াত থেকে ফিরানো হবে? কখনো নয়। তাহলে আমরা ধর্মীয় ভাইয়েরা জামাতে তাবলীগের ব্যপারে একটু নম্র ব্যবহার এবং চিন্তাভাবনা করেই কিছু বলাকে উত্তম মনে করি। আল্লাহপাক আমাকে এবং আপনাদেরকে হিদায়াত দান করুন-আমীন।

২। তারা বলে, তাবলীগ জামাতের মুরুব্বীগণ সুফীবাদী নিয়মে বাইয়াত গ্রহণ করে থাকেন।

উত্তরে আমরা বলবঃ বাইয়াত তো ইমামুল মুসলেমীন (রাষ্ট্রপতি) ব্যতীত অন্য কারো জন্য হতে পারে না। আর যে ব্যক্তি এক ইমামের হতে বাইয়াত করেছে তার পর যদি তা বাদ দিয়ে অন্য ইমামের (রাষ্ট্রপতি) হাতে বাইয়াত করতে চায় তাহলে সে যেই হোক না কেন হাদীস মুতাবেক তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। তবে কোন মুমিন থেকে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের অনুসরণের ওয়াদা নেওয়াকে মূর্খ, স্বার্থপর এবং ফিতনাবাজ ব্যতীত অন্য কেউ বাইয়াত বলে আখ্যা দিবেন না। তাবলীগ জামাতের নেজামে বাইয়াতের কোন শব্দ ও কোন অক্ষরও পাওয়া যায় না এবং এরা কোন অবস্থাতেই বাইয়াতের কোন দাওয়াত দেন না।

যদিও আমরা মেনে নিই যে, ভারতে বড় বড় দায়ীদের কাছে কাদেরী, নকশবন্দী ইত্যাদি বিভিন্ন সুফীবাদী তরীকা আছে এবং তাঁরা কোন কোন ব্যক্তির উপর গোপনে পেশ করে থাকেন এর দায়িত্ব এদের উপরই বর্তাবে, দাওয়াতের উপর নয়। যেহেতু দাওয়াতের নিয়ম পদ্ধতি তা থেকে মুক্ত। আর দায়ীগণ দাওয়াতের নিয়মনীতি ও নেজাম ব্যতীত অন্য কিছু স্বীকার করেন না। যদি দাওয়াতের আসল নিয়মনীতিতে সুফীবাদি তরীকা থাকত তাহলে জামাত থেকে দূরে থাকার জন্য বলা হত, কিন্তু যখন তাবলীগি দাওয়াতে এসব কিছু নেই তাহলে তাবলীগ জামাত এবং তাদের দাওয়াতের বিরুদ্ধে এত বিষোদাগার কেন? এটা এমন একটি জুলুম যার পরিণাম অতি ভয়াবহ।

৩। তারা বলে, তাবলীগ জামাত তাদের অনুসারীদের জীবন পুরোপুরী পাল্টে দেয় । তাদের আকীদা-বিশ্বাস, নিয়মনীতি, চাল-চরিত্র এমন কি চিন্তাধারা পর্যন্ত পাল্টে দেয় ।

উত্তরে আমি বলবঃ হাঁ, তাবলীগ জামাতের দাওয়াত খুবই প্রভাবশালী একটি দাওয়াত । তা স্বীয় অনুসারীদের জীবনে পূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসে । যদি তাবলীগ জামাতের কোন অনুসারী প্রথমে পথভ্রষ্ট থাকে তখন জামাত তাকে হিদায়েতের পথে নিয়ে আসে, আর যদি ঈমানের কোন দুর্বলতা থাকে তখন জামাত তার ঈমান শক্তিশালী করার চেষ্টা করে, আর যদি সে কুচরিত্রবান থাকে, জামাতে যাওয়ার পর সে সৎচরিত্রবান হয়ে যায় । আর যদি সে প্রথমে জড়বাদী থাকে, জামাতে যাওয়ার পর আধ্যাত্মিক হয়ে যায় । আর যদি সে প্রথমে থাকে গাফেল, জামাতে আসার পর সে হয় যিকির আদায়কারী । যারা জামাতের সহিত বের হয় তাঁদের জীবনে সাধারণতঃ এই পরিবর্তন টুকু পরিলক্ষিত হয় । কিন্তু তাবলীগ জামাতের সহিত বের হলে কেউ যে, তাওহীদ ছেড়ে শিরক বিদাতের দিকে ফিরে যায় বা ভাল থেকে খারাপের দিকে রুজু করে বা যিকির ছেড়ে গাফলতের দিকে প্রত্যাবর্তন করে অথবা পুণ্য থেকে পাপের দিকে চলে যায় আল্লাহর শপথ করে বলছি-এরূপ কারো কাছে দেখি নাই বা শুনিও নাই । তবে কোন কোন ব্যক্তির বেলায় এরূপ হওয়া অসম্ভবও নয় কিন্তু তা হবে শাজ । আর শাজ হল না হওয়ার মত আর তার উপর কোন হুকুম দাওয়া হয় না । তাই বলি হে হকের দায়ীগণ! আপনারা হককে আঁকড়ে ধরুন । আর আল্লাহকে ভয় করুন, তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর থেকে ফিরাবেন না । কেননা আল্লাহর রাস্তা থেকে ফিরানো কুফুরীর নামান্তর-নাউযুবিল্লাহ ।

৪। তারা বলেঃ তাবলীগ জামাতের লোকেরা ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ ও ঈমানের ছয় রোকনের বদলে তাবলীগের ছয় উসূলকে রাখেন ।

উত্তরে আমি বলিঃ আল্লাহর শপথ! এটি আর একটি বড় অপবাদ এবং পাপ । আচ্ছা, শিক্ষানীতিতে বিশেষ কোন বিষয় রেখে তা বাস্তবায়ন করা এবং তার চাহিদানুযায়ী মানুষকে দাওয়াত দেওয়া কি ইসলামের বিরোধিতা হবে? ইসলামের

মূল ভিত্তি ও রুকন সমূহ ছেড়ে দেওয়ার নামান্তর হবে? (কখনো না) তাহলে যে দাওয়াতের ভিত্তি হল, আল্লাহর উপর ঈমান, আল্লাহর সাথে সাক্ষাত ও আল্লাহর দ্বীনের উপর ঈমান, নামজ প্রতিষ্ঠা, যাকাত প্রদান, উত্তম চরিত্র এবং কথা ও কাজে সৎনিয়ত অবলম্বনের উপর, সেই দাওয়াত সম্পর্কে কি একথা বলা প্রযোজ্য হবে যে, এরা ইসলামের মূল ভিত্তি ও রুকন বদলে দিয়েছে? এটিতো মস্তবড় একটি অপবাদ। সলফে সালেহীন তথা উম্মতের প্রথম সারির লোকদের দিকে যাদের নেসবত, তারা কিভাবে এসকল মিথ্যা অপবাদের উপর সন্তুষ্ট হয়?

৫। তারা বলে-তাবলীগিরা সফলী দাওয়াতের ইমামদের শত্রু আর আকীদাওয়ালাদের শত্রু ।

উত্তরে আমি বলবঃ এটি এমন একটি দাবী যা প্রমানের জন্য দলীলের আবশ্যকীয়তা রয়েছে । আর কোথায় সে দলীল? তারপরও আমি বলব যে, এটা অসম্ভব নয় যে, জামাতে হয়ত কোন সংকীর্ণমনা আলেম পাওয়া যেতে পারে । যার অধ্যয়ন কোরআন-সুন্নাহর ব্যপারে অনেক কম । এছাড়া সুবিধাবাদীদের অনেকে থাকতে পারেন যারা সাধারণ ভাবে সলফীদের সাথে শত্রুতা রাখে এবং শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তায়মিয়া ও শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব (রহঃ)-এর সাথে শত্রুতা রাখে, হতে পারে এদের কোন ব্যক্তি জামাতে বের হয় । কিন্তু যেহেতু জামাতের নীতি হল ঝগড়া বিবাদ থেকে দূরে থাকা এবং বেহুদা কথাবার্তা থেকে দূরে থাকা । তাই হয়ত এরূপ কোন অসুস্থ ব্যক্তি থাকতে পারে যার খবর সবার থাকে না । সুতরাং তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দেওয়া হয় । পরে ধীরে ধীরে দাওয়াত তাকে সংস্কার করে এবং তার আন্তরিক ব্যাধি থেকে তাকে মুক্ত করার চেষ্টা করে । এটা অবশ্যই সম্ভব । কিন্তু তাই বলে তাবলীগ জামাতকে সলফী আকীদা ও তাদের ইমামদের শত্রু বলে আক্ষা দেওয়া আদৌ ঠিক নয় । বরং আল্লাহর শপথ! তা হবে জুলুম বাতিল এবং মস্তবড় মিথ্যা অপবাদ । কোন মুসলিমের জন্য এরূপ করা হালাল হবে না ।

আল্লাহর শপথ! আমি তাবলীগ জামাতকে চিনি। প্রাচ্যে ও পশ্চিমে এরা আমার দরস সমূহে উপস্থিত হয়েছে। আমি কারও কাছে এরূপ শুনি নাই যে, তারা তাওহীদের দিকে আহ্বানকারী বা তাদের ইমামগনের প্রতি খারাপ ধারণা রাখেন, আর তাদের কারও কথার থেকে এটা অনুমানও করা যায় না। বরং অধিকাংশ সময় তারা আমার কাছে এই অভিযোগ করে বলে যে, তাদেরকে তাদের দেশে ‘ওহাবী’ আখ্যা দেয়া হয়।

আমাদের আকীদাগত ভাইদের জেনে রাখা দরকার যে যদি কেউ তাওহীদের দিকে আহ্বানকারী ও তাদের ইমামগনকে কটাক্ষ করে তখন আমরা চুপ করে বসে থাকব না এবং তার উপর সন্তুষ্টও হব না। কিন্তু তাই বলে আমরা মানুষের উপর জুলুম করতে পারব না এবং তাদের সম্পর্কে তারা যা বলেনি তা বলতে পারি না। কারণ এটা হবে জুলুম। আর জুলুম হল হারাম।

এর অর্থ এটা নয় যে, প্রাচ্যে ও পশ্চিমে সলফীদের কোন বিরোধিতাকারী নেই। বরং আল্লাহর শপথ! সলফীদের সাথে সহযোগিতাকারী এবং তাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপনকারী অনেক কম। আমি শুধু সাধারণত তাবলীগ সম্পর্কে বলেছি যে এরা এসব কাজে নেই। অন্তরের খবর সম্পর্কে আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

৬। তারা বলে- তাবলীগিরা জিহাদকে অস্বীকার করে এবং মনে করে যে মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা হল হিজরত পূর্বে মক্কা শরীফে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবীদের অবস্থার মত।

উত্তরে আমি বলবঃ আচ্ছা একথাতে কি কোন দোষ বা পাপ আছে যে যার দরুণ তাবলীগ জামাতকে গালি দিতে হবে? এটা প্রত্যেক জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, প্রজ্ঞাবান এবং মুসলমানদের অবস্থা ও মুসলিম দেশ সমূহের অবস্থা সম্পর্কে সকল ব্যক্তির উক্তি। যারা লোকজনকে দাওয়াত বাদ দিয়ে জিহাদের পথে নেওয়ার কথা বলে থাকেন তারা একটু বলুনতো কয়টি যুদ্ধ আপনারা করেছেন? কয়টি দেশ আপনারা স্বাধীন করেছেন এবং তাতে আল্লাহর শরীয়ত কায়েম করেছেন? যদি এমনটি হত তাহলে

হয়ত বলতে পারতেন যে, তাবলীগীরা জিহাদ করেন না বা জিহাদ থেকে দূরে থাকেন। বেশীর থেকে বেশী বলা যায় যে, তারা হয়ত দাওয়াতে ব্যস্ত থাকার কারণে আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ না করে এবং চরিত্র সংশোধন ও আত্মশুদ্ধির প্রতি দাওয়াত দানকে জিহাদের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে তাহলে তা তো এমন কোন দোষ নয় যে, প্রাচ্যে ও পশ্চিমে তাবলীগি ভাইদের জন্য লজ্জার কারণ হবে বা এর দ্বারা তাদেরকে দোষারোপ করা হবে।

৭। তারা বলে, তাবলীগ জামাতের লোকেরা সঠিকভাবে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে না।

উত্তরে আমি বলবঃ প্রথমে যমন জামাতের নিয়মনীতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, জামাতের মৌলিক উসূলে খারাপ ব্যক্তির মুখের উপর খারাপকে নিষেধ করার নিয়ম রাখা হয়নি দুটি মাত্র কারণে।

প্রথমতঃ যে সমাজে ও পরিবেশে অজ্ঞতা ও মুর্থতা এবং পাপকাজ প্রাধান্য লাভ করেছে সেখানে খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করার কোন লাভ দেখা যায় না। এটি এমন এক বাস্তব যা লোকজনের অবস্থা সম্পর্কে অবগত কোন ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারবে না।

দ্বিতীয়তঃ তাবলীগ জামাত কথায় ‘নাহি আনিল মুনকার’ না করে তার বদলে খারাপ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে তার ঘর ও পরিবেশ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন মুরুব্বিদের সামনে রেখে দেয় যেন তাঁরা মিষ্টি ও মধুর বাণী ও অবস্থা দিয়ে তার চিকিৎসা করে, ফলে সে ব্যক্তি মুনকার বা খারাপ কাজ ছেড়ে দেয়। আমার মতে গাফেল লোকজনের সামনে মিস্বরে খুতবা প্রদান এবং হালকায়ে দরসে দরস দানের চেয়ে এ নিয়মটি অনেক অনেক উত্তম।



৮। তারা বলে, তাবলীগ জামাতের লোকেরা হানাফী মাজহাবের সাম্প্রদায়িকতায় লিপ্ত ।

উত্তরে আমি বলবঃ এটা কি তাবলীগ জামাতের জন্যই বিশেষ? না কখনও না । কারণ এটা অনস্বীকার্য সত্য যে, শাফেয়ীরা শাফেয়ী মাজহাবের জন্য সাম্প্রদায়িক, মালেকীরা মালেকী মাজহাবের জন্য সাম্প্রদায়িক, হাম্বলীরা হাম্বলী মাজহাবের জন্য সাম্প্রদায়িক । আর এই মাজহাবী সাম্প্রদায়িকতা থেকে শুধু তারাই বাচতে পেরেছেন, যারা দলীল প্রমাণ সহকারে হক জানার চেষ্টা করেছে এবং মাজহাবী সাম্প্রদায়িকতা ত্যাগ করে হকের সাথে সাথে চলেছে । পুরো উম্মতে মুসলিমায় এদের সংখ্যা অতি স্বল্প। তাহলে শুধু তাবলীগ জামাতকে গালী দেয়া হবে কেন? প্রত্যেক মাজহাবীরাইতো স্ব-স্ব মাজহাবের প্রতি সাম্প্রদায়িকতা দেখায় ।

দ্বিতীয় কথা হল-তাবলীগ জামাতে হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী প্রত্যেক মাজহাবের লোক রয়েছে । তাহলে তাদের জন্য হানাফী মাজহাবের সাম্প্রদায়িকতায় লিপ্ত কথাটি বলা আদৌ ঠিক হয়নি। কটাক্ষকারীরা কেন বুঝে না? এতদ্ব্যতীত উত্তর আফ্রিকা থেকে নিয়ে পশ্চিম আফ্রিকা পর্যন্ত, ইউরোপ আমেরিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের কোথাও তাবলীগ জামাত লোকজনকে নির্দিষ্ট মাজহাবের দিকে দাওয়াত দিচ্ছে বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না । কারণ, তাদের দাওয়াত ঈমানকে শক্তিশালী করা এবং ইবাদত আদায় ও পাপকার্য থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ । হ্যাঁ কখনও তারা নামাজে ইমাম হন । এ হল অবস্থায় দাওয়াত কথায় নয় । লোকজনের মধ্যে এটা প্রসিদ্ধ কথা যে যারা তাবলীগ জামাতের মাধ্যমে হিদায়াতের পথে আসেন, মুসলমানদের মধ্যে তারাই বেশী হককে গ্রহণ করেন এবং কিতাব ও সুন্নাহর অনুসরণ করেন ।

৯। তারা বলে, তাবলীগ জামাত তাওহীদে ইবাদাতকে অস্বীকার করে ।

উত্তরে আমি বলবঃ আসলে এদের কোন কোন ব্যক্তি তাওহীদে ইবাদাত কি তা জানেন না । কিন্তু তারা এর বিরোধিতাও করে না এবং তা অস্বীকারও করে না । এর প্রমাণ হল, এরা গায়রুল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান করে না । গায়রুল্লাহকে ডাকা, গায়রুল্লাহর নামে জবাই করা, মানত করা, গায়রুল্লাহকে ভয় করা ও তার কাছে কিছু আশা রাখা ইত্যাদির কোন একটি এদের মধ্যে পাওয়া যায় না । অথচ তরীকত পন্থির অনেককে কিন্তু তাওহীদে ইবাদত সম্পর্কে জানে না । যদি জানত তাহলে জবাই, মানত, শপথ ইত্যাদির দ্বারা কবরবাসীদের পূজা করত না । এমতাবস্থায় প্রয়োজন হল তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া তাদের দোষারোপ করা নয় । আবার তাবলীগ জামাতেও এমন অনেক লোক আছেন, যারা তাওহীদে ইবাদাত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত এবং তা অন্যদেরকে শিক্ষাও দিয়ে থাকেন ।

১০। তারা বলে, তাবলীগ জামাতের প্রভাব শুধু পাপীদের উপর সীমাবদ্ধ থাকে না । বরং স্থির ব্যক্তিদের উপরও তাদের প্রভাব হয়ে থাকে । ফলে তাদেরকে সলফের তরীকা থেকে ফিরিয়ে তাবলীগের বক্ষ্যা নীতির দিকে নিয়ে আসেন যার প্রতিষ্ঠা হল, বিদাত ও গোমরাহী সমূহের উপর ।

উত্তরে আমি বলবঃ আপনারা যে স্বীকার করেছেন যে, তাবলীগ জামাত পাপীদের হিদায়াতের পথে আনয়নে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের দিকে নিয়ে আসায় প্রবল প্রভাব বিস্তার করে, এটি আসলে খুব সুন্দর একটি স্বীকারোক্তি এবং বাস্তবেও তাই । যে ব্যক্তির হাতে লোকজন হিদায়াতের আলো পেয়ে থাকেন তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ । রইল স্থির মনা মানুষদের উপর প্রভাব বিস্তারের প্রশংসা । আসলে এটি তাবলীগী দাওয়াতের সফলতার পক্ষে আর একটি স্বীকারোক্তি । আর স্থির ব্যক্তিদের উপর তাবলীগের প্রভাবের অর্থ হল তাদেরকে তাদের ব্যক্তিগত হিদায়াতের উপর ক্ষান্ত হওয়ার গন্ডি থেকে বের করে অন্যের হিদায়াতের জন্য কাজ করার পথে লাগানো । এটাও সুন্দর একটি প্রভাব । এ কারনেই তো তাবলীগ জামাতের মধ্যে আলেম পাওয়া যায় । কিন্তু তারা সংখ্যায় কম। কারণ ছাত্ররা

তাদের সাথে খুব কম বের হয়। তার কারণ হল, এতে সময়, সম্পদ এবং মেহনত ব্যয় করতে হয়। আক্ষেপের সাথে বলছি যে, অনেকে এ কারণেই তাদের বিরোধিতা করে।

১১। তারা বলে, তাবলীগিরা বিদাতপন্থি। কারণ, তারা জামাতবদ্ধভাবে বের হন এবং বের হওয়ার জন্য তিন দিন, এক চিল্লা ও চার মাস ইত্যাদিতে সময় নির্ধারণ করে থাকেন।

উত্তরে আমি বলব, পারস্পরিক ইসলামের জন্য বের হওয়া যথা জ্ঞানার্জন বা হিদায়াত অর্জনের উদ্দেশ্যে বের হওয়া, লোকজনকে আল্লাহর প্রতি আহবানের জন্য বের হওয়া এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের উপকার শিক্ষা দেওয়ার জন্য বের হওয়া প্রকৃতপক্ষে সবটি আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার নামান্তর। শর্ত হল, নিয়ত সহীহ হতে হবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হতে হবে। এর দ্বারা সম্পদ বা মর্যাদা উদ্দেশ্য না হতে হবে এমনভাবে বেহুদা, বাতিল কোন ভ্রম উদ্দেশ্য না হতে হবে।

মানুষদের হিদায়াত, শিক্ষাদান, আত্মশুদ্ধি ও অন্তরের পবিত্রতার জন্য মুবাল্লিগদের আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়াকে অস্বীকার করা জিহালত বৈ কিছু নয়। রাসূল করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

لروح أو غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها

“আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল বা এক সন্ধ্যা বের হওয়া দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে সবচাইতে উত্তম।” তিনি আরও বলেছেন:

من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لخير يعلمه أو يتعلمه كان كما لمجاهد في سبيل الله

“যে ব্যক্তি এই মসজিদে আসে কোন ভাল শিক্ষার্জন বা শিক্ষাদানের জন্য সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়।” আল্লাহর বান্দাগন! এতসব পরেও কি বলা হবে তাবলীগ জামাতে বের হওয়া বিদাত?

এর চেয়েও আশ্চর্যজনক কথা হল যে কেউ কেউ বলে যে, “জামাত বদ্ধ ভাবে বের হওয়া বিদাত । কারণ, নবী সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয (রাঃ)কে ইয়েমেনের দিকে একা পাঠিয়েছিলেন, জামাত বদ্ধ ভাবে নয় ।”

অথচ সে একথা ভুলে গেছে বা জানেই না যে, রাসূল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষদের শিক্ষাদান উদ্দেশ্যে কিছু ক্বারী (আলেম) পাঠিয়েছেন, তাঁরা ছিলেন প্রায় সত্তরজন ব্যক্তি । আর এটাও ভুলে গেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । হযরত মুআয (রাঃ)কে একা পাঠাননি, বরং তার সাথে হযরত আবু মুছা আশআরী (রাঃ)কে পাঠিয়েছেন । উভয়কে এ কথা বলে নসীহতও করেছেনঃ

بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا

“তোমরা লোকজনকে সুসংবাদ দান করবে, তাদেরকে দীন থেকে দূরে সরাইওনা, সহজ করে পেশ করিও কষ্টে ফেলিও না, পরস্পর মিলে মিশে থাকিও মত পার্থক্য রাখিও না ।” এমনভাবে হযরত আলী (রাঃ) এবং খালিদ ইবনে সাঈদ (রাঃ) কে পাঠিয়েছেন আর এদের সাথে দাওয়াত, তা’লীম এবং ন্যয়ভাবে মানুষের মধ্যে মীমাংসার জন্য অনুরূপ অনেক সাহাবী পাঠিয়েছেন ।

তারা ‘খুরুজ’কে যেমন বিদাত বলেন, তেমনি ‘খুরুজের’ জন্য সময় নির্ধারণকেও বিদাত বলেন । অথচ তারা একথা জানে না যে, স্কুল কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে ছুটির দিনের ব্যপারে যে নীতি অবলম্বন করা হয় তাবলীগ জামাতেও ‘খুরুজ’ তথা আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার ব্যপারে একই নীতি অবলম্বন করা হয়, যেন তারা তাঁদের অনুপস্থিতির সময়টুকু জানতে পারে আর তার জন্য খরচপাতি নিয়ে তৈরী হতে পারে । এরপরও কি তাবলীগ জামাতের লোকদের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার জন্য সময় নির্ধারণ করার কারণে বিদাতী বলা হবে?- সুবহানাল্লাহ! জনৈক কবি বলেছেনঃ

وعين الرضا عن كل غيب كليله  
كما أن عين السخط تبدى المساويا

“সন্তুষ্টির চক্ষু প্রত্যেক দোষ থেকে অন্ধ, কিন্তু অসন্তুষ্টির চক্ষু সকল দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেয় ।”

হে আল্লাহর বান্দাগন! সেই বান্দার উপর রাগ করার কি কারণ আছে, যে লোকজনকে তাদের প্রভুর দিকে আহ্বান করে, ফলে সে নিজের জন্য এবং আহ্বায়ীত ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়, যেহেতু তাদের আত্মশুদ্ধি হয়, তাদের অন্তর পবিত্র হয় এবং তাদের চরিত্র উত্তম হয়। কারণ এরা ভাল কথা ও কাজে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

১২। এছাড়াও তারা আরো অনেক কথা বলে থাকে.....। আল্লাহপাক আমাদেরকে হিফাজত করুন। আমরা তাবলীগ সম্পর্কে এমন কথা বলিনি যার দ্বারা মানুষকে আল্লাহর রাস্তা থেকে ফিরানো হয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যাকে বাঁচান সে ব্যতীত অন্য কেউ মাসুম নেই।

সত্যাত্ত্বী, নিঃস্বার্থ ও প্রতারণামুক্ত পাঠকদের জেনে রাখা দরকার যে, আমি ব্যক্তিগত ভাবে তাবলীগ জামাতের সহিত একদিনও বের হইনি এবং তাদের দিকে আমার নিসবতও নেই। আবার এর কারণ কোন তাবলীগ জামাতে দোষ ত্রুটি থাকা নয়। কেননা জামাতের ভুলভ্রান্তি এমন নয় যে যদ্বারা তাদের সাথে কাজ করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে বা তারা যা জানেনা তা শিক্ষা দিতে অসুবিধা হবে। আবার তাবলীগ জামাতের ভুল থাকলেও তা মাত্রায় অনেক কম এবং প্রভাবহীন আর আশ্বিয়া (আঃ) ব্যতীত কোন ব্যক্তিটি আছে যে ত্রুটিমুক্ত বা ভুলের উর্ধ্বে?

আসল প্রতিবন্ধকতা আমাদের মধ্যে, যেহেতু তাবলীগি ভাইদের মত জান-মাল ও সময় ব্যয় করা, মেহনত করা ও ধৈর্য ধরা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই আমরা তাদের নসীহত করা, দাওয়াত দান ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করে দেওয়ার উপরই ক্ষান্ত হয়ে যাই এবং তাদের সমালোচনা ও দোষ চর্চা থেকে বিরত থাকি, যেন আমরা সে সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত না হই যারা মানুষকে আল্লাহর রাস্তা থেকে ফিরিয়ে রাখে। কিন্তু আমাদের কিছু ভাইয়েরা আল্লাহপাক তাদেরকে হিদায়াত দান করুন-যখন তাবলীগিদের মত কোন কাজ দেখাতে

পারেনি তখন তারা তাবলীগ জামাতের সমালোচনা, দোষচর্চা এবং তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রতারণায় লিপ্ত হয়ে গেছে। অথচ তাদের জন্য এটা উচিত ছিল না।

والله المستعان وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

আবুবকর জাবের আলজাযায়েরী

ইউসুফ ইসা মালাহী এর রীসালা

“এসলাহ ওয়াল ইনসাফ লা হাদাম ওয়ালা ই’তেসাফ”

নিঃসন্দেহে তাবলীগী জামাতের ব্যাপারে অনেক আপত্তি ,অভিযোগ করা হচ্ছে। এই অভিযোগ কারীর সংখ্যা অনেক। যাদের মধ্যে কিছুলোক এমন আছে যারা উম্মতের জন্য খায়ের খা(হিতাকাঙ্ক্ষী)। কিন্তু জামাতের ব্যাপারে ইসলাহ এবং ইনসাফের কাজ করেন নি। তাদের(তাবলীগ জামাতের লোকদের) ব্যাপারে রসুল (সাঃ) এবং সাহাবা (রাঃ) দের রাস্তা থেকে দূরে এবং ভ্রষ্ট হওয়ার ফায়সালা দিয়েছে। এবং জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তির উপর খারাপ এবং অপবাদ আরোপ করেছে। এবং তাদের সমস্ত নেকীর কাজ ও ভালো কাজ অস্বিকার করেছে। এবং কিছু অভিযোগ কারীতো সীমা অতিক্রম করেছে। তারা তাবলীগ ওয়ালাদের ইসলাম চ্যুত ফিরকা সমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

তারা তাদের মেহনতের মাধ্যমে পতনের কাজ করছে। কিন্তু তাকেই তারা উত্থান মনে করছে। এবং গোনাহের কাজ করে মনে করছে যে নেকীর কাজ করছে। তাদের উদাহারন সেই ব্যক্তির ন্যায় যে বহুতলা বিশিষ্ট উঁচু , শক্ত foundation এর অতি সুন্দর কারুকার্য সম্পন্ন, পরিপূর্ণ উপকারী একটি বাসভবন দেখেন কিন্তু তাতে সামান্য ভুল নজরে পড়ল যার সামান্য মেরামতের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে ব্যক্তি মেরামতের পরিবর্তে এবং ভুল এবং অসম্পূর্ণতাকে দূর করার পরিবর্তে সেই বাসভবন কে সমূলে বিনাশের ইচ্ছা করে এবং সে বাসভবনে বসবাসরত লোকদের সেটা ছাড়ার আহ্বান জানায়। শুধু তাই নয় সে এটা ধ্বংস করে এর চেয়ে উত্তম আরেকটা বানানোর ইচ্ছা ও করে না। এবং এ সকল দোষমুক্ত আরাকটা বানানোর কোন ফিকিরও করে না।

এই জন্য আমি রিসালা (পুস্তিকা) লিখেছি যার মধ্যে তাবলীগী জামাতের অনেক প্রশংসা রয়েছে এবং জামাতের সাথীদের কিছু ভুলের জন্য আমি তাদেরকে এবং আপন সমস্ত মুসলমান ভাইদের অনুরোধ করি যাতে তাদের সাথে মিলে কাজ করে এবং নিজের-অন্যের ইসলাহ করে।



যারা এদের ভুল ত্রুটি সমূহ বলে বেড়ায় তারাও তাদের চেয়ে পবিত্র নয়। কারণ এটা সবারই জানা আছে যে গোপন ভুলতো তারই প্রকাশ পায় যে আমাল করতে থাকে ,এবং দাওয়াতের কাজে মশগুল হয়। যখন ঐ ব্যক্তি, যে নিজ ঘর বন্ধ করে ঘরে বসে থাকে তার ত্রুটি যদি কারো নজরে নাও পরে তাই বলে তার দোষ শেষ তো হয়ে যায় নি। তাছাড়াও যে সকল অভিযোগ জামাতের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় সেগুলো প্রকাশ্য না। অবস্থা এমন যে, ঐ গুলো জামাতে উপস্থিতই না। আর যদি ধরা হয় যে ঐগুলো প্রকাশ্য তবুও সেগুলোর নিযুক্তি এবং তাদের সাথে সহযোগিতা আবশ্যিক। কারণ মুমিন মুমিনের আয়না। এবং মুসলমানদের হিতকামনা করা ফরয এবং আমি এই রিসালার নাম “এসলাহ ওয়াল ইনসাফ লা হাদাম ওয়ালা ই’তেসাফ” রেখেছি।

এবং আমি আল্লাহর কাছে তার অনুগ্রহ এবং দয়ার আবেদন করি যাতে এই কিতাবকে উপকারী বানান এবং খালেস এটাকে কবুল করে। এবং আরো দোয়া করি যাতে মুসলমানদের হালতকে দুরস্ত করে এবং এই হক হিদায়াত এবং দাওয়াতকে তাদের দিলের মধ্যে মজবুত করে দেন।

আমিন।

আমার একটি রিসালা দেখার সুযোগ হয়েছিল যার নাম ‘হাকাইক আন জামাআতিত তাবলীগ’। এই রিসালার কিছু অংশের উপর কোন কথা বলা এবং এর মধ্যকার কিছু ভুলের উদ্ধৃতির পূর্বে আমি চাই পাঠকবৃন্দকে একটি কথার দিকে মনোনিবেশ করাতে, যা থেকে বহুত লোক গাফেল। হ্যা ! তাহলে শুনুন ! যে কোন খবর এর তথ্যানুসন্ধান এবং সত্যতা যাচাই শরিয়তের বুনিয়াদি একটি হুকুম। কোরআন সুন্নাহ্ এ ব্যাপারে হুকুম এসেছে এবং আল-াহতাআলা এরশাদ করেছেন -

তরজমা-‘হে ঈমানদার গণ যদি কোন সত্যতাগী তোমাদের কাছে তথ্য নিয়ে আসে তবে তোমরা (তার সত্যতা) পরখ করে দেখবে ( কখনো যেন আবার এমন না হয়) , না যেনে তোমরা কোন একটি সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে ফেললে, অতঃপর নিজেদের কৃতকর্মের ব্যাপারে তোমাদেরই অনুতপ্ত হতে হল।’ (সুরা: হুজুরাত ৬) আরও এরশাদ করেছেন-

‘হে ঈমানদারগণ তোমরা যখন আল্লাহ তাআলার পথে (জিহাদের) রাস্তায় বের হবে তখন বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করবে। কোন ব্যক্তি যখন তোমাদের সামনে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে তখন কিছু বৈষয়িক ধন-সম্পদের প্রত্যাশায় তাকে তোমরা বল না , না , তুমি ঈমাদার নও। আল-াহতাআলার কাছে অনায়াসলভ্য সম্পদ প্রচুর রয়েছে, আগে তোমরাও এমনি ছিলে, অতঃপর আল-াহতাআলা তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, কাজেই তোমরা বিষয়টি যাচাই বাছাই করে নিও,তোমরা যা কিছু কর আল-াহতাআলা সে ব্যাপারে সম্যক অবগত আছেন।’ (সুরা- আন নিসা ৯৩)

সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাঃ) এরশাদ করেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন একজন লোকের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে সে প্রত্যেক শোনা কথা বর্ণনা করে।

সে জন্যই কিছু লোক প্রত্যেক শোনা এবং পড়া কথা কবুল করে নেয়। এবং সত্যতা যাচাই করে না। এবং এই বুনিয়াদি হুকুমকে ভুলে যায় যা আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন। শয়তান কিসিমের জিন ও ইনসান ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য

সবসময় লেগে থাকে। এই বুনিয়াদি হুকুম এর উপর আমল না করার কারণে বহুত লোক হক ছেড়ে বাতিল কবুল করেছে। এবং নিজেদের জীবনের ভিত্তি মিথ্যা কথার উপর রেখেছে। ফলশ্রুতিতে বনি আদমের মধ্যে মসিবত মারামারি এবং দুশমনি পয়দা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এ সকল লোক এই কথার উপর একমত থাকবে যে তারা প্রত্যেক শোনা কথা কবুল করবে এবং প্রত্যেক পড়া কথা কবুল করবে এবং তার উপর আমল করবে তাহলে তারা ফাসাদকারীদের ব্যাপারে ভালধারণা রাখতে থাকবে এবং সংকর্মশীলদের ব্যাপারে কু ধারণা রাখতে থাকবে।

প্রত্যেক শোনা এবং পড়া কথাকে কোন ধরনের যাচাই বাছাই ছাড়া কবুল করার কারণে বহুত রক্ত বহেছে এবং এর দ্বারা বহুত লোক কবরের লোকদের সম্পর্কে এই আকিদা রেখেছে যে লাভ ও লোকসান এর মালিক কবরবাসীরা। এবং তাদের মধ্যে বিদআত এবং কুসংস্কার প্রচলিত হয়েছে। বিনয়, মহব্বত, ভয়, দোয়া, সাহায্য প্রার্থনা উৎসর্গ করা এরকম বড় বড় ইবাদত গাইরুল্লাহর জন্য করার মানসিকতা তৈরী হয়েছে। অথচ কোন ধরনের ইবাদতই আল্লাহতআলা ব্যাতিত আর কারও জন্য করা জায়েয নেই।

এসকল কারণই আমাকে একটি কিতাব লিখতে উদ্বুদ্ধ করে যাতে করে কেউ ‘হাকাইক আন জামাআতিত তাবলীগ’ কিতাবটি পড়ে দাওয়াত দেনেওয়ালের উপর কোন কু ধারণার শিকার না হয়। তাছাড়া ও আমার এক দ্বীনি ভাই এবং বন্ধু আমার কাছে এই আবেদন করেছে যে, আমি যেন এই কিতাবের ভুল সমূহ এর সংশোধন করি। যদি সেই ভাইয়ের আমার উপর হককে হক বলার এবং বাতিলকে বাতিল বলার জোর তাগিদ না থাকত তবে আমি একাজে হয়ত মশগুল হতাম না। আল্লাহতআলা আমার এবং সমগ্র মুসলিম ভাইদের পক্ষ থেকে তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

‘হাকাইক আন জামাআতিত তাবলীগ’ কিতাবের প্রত্যেক চিঠিতে নিঃসন্দেহে বহুত ভুল পাওয়া যায়। যদিও আমরা লেখকেরগণের ব্যাপারে এ ধারণা রাখি যে তাদের এরাদা ভালো ছিল। এবং আমাদের এ ভালোধারণা আমির উল মুমিনিন হযরাত উমর ইবনে খাতাব (রাঃ) এর এরশাদ মোতাবেক।-

অর্থাৎ “যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি কোন মুসলমানের কথাকে ভালোরদিকে সম্বন্ধযুক্ত করতে পার ততক্ষণ তার কথাকে খারাপের দিকে সম্বন্ধযুক্ত কর না। কিন্তু এর ও সম্ভাবনা আছে যে একজন হকের নিয়ত করে কাজ করে কিন্তু ভুল কাজ করে।”

এজন্যই প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন অর্থাৎ- “অনেক লোক নেকীর ইরাদা করে কিন্তু নেকী পর্যন্ত পৌছাতে পারে না। ”

এই পত্রসমূহের ছোট বড় প্রত্যেক কথার খন্ডনের আমার ইচ্ছা নেই কারণ এতে কথা লম্বা হয়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে। বরং আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের খন্ডনের ইচ্ছা রাখি।

এই পত্রসমূহের কিছু বড় বড় ভুল নিম্নরূপ

১। কোন রকম বিশেষ বিষয়কে চিহ্নিতকরণ ছাড়াই পুরা তাবলীগ জামাতের ব্যাপারে বলা হয়েছে এই জামাত বাতেল। এব্যাপারে সন্দেহ নাই যে এই মন্তব্য ঠিক নয়। প্রত্যেক বোধজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি যে তাবলীগ জামাতের ব্যাপারে পূর্ণ অবগত যে, তাবলীগজামাতে এমন অনেক লোক রয়েছে যারা ঐসকল বিদআত ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত যার অপবাদ দেওয়া হয়েছে। বরং যদি কোন ব্যক্তি জামাতের সাথে চলে এবং নফসানি খাহেশাত থেকে মুক্ত থাকে, সে এমন কোন বিষয় জামাতের ব্যাপারে প্রমাণ করতে পারবে না, যে বিষয় উলামায়ে উম্মতের ঐক্যমতে নাজায়েয। কিন্তু কিছু জামাত যদি এমন কোন দেশ থেকে আসে যা বিদআত, শিরক, মুর্থতা এবং গোমরাহ সুফি তরিকার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ তাদের সবার বা কিছুলোকের ব্যাপারে এ ধারণা করা ঠিক নয় যে তারা গোমরাহ সুফি মাশায়েখের হাতে বাইআত, খবরদার সত্য এবং ধারণা কখনও মোকাবেলা করতে পারে না। এবং একথাও নির্দিষ্ট করে বলা যায় না যে জামাতের প্রত্যেকেই কারও হাতে বাইআত।

২। দ্বিতীয় ভুল এই যে, লেখকগণ তাবলীগ জামাতের ব্যাপারে ইনসাফ করেননি এবং তাদের কোন ভালো কথার উল্লেখ করেননি যেন তাদের মধ্যে কোন ভালো

ব্যাপারই নেই। তারা সেসকল ইনসাফকারীদের রাস্তায় চলেনি যারা তাবলীগ জামাতের ভালো-মন্দ উভয় বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। বরং কিছু লেখক তো (আল্লাহতাআলা আমাদের এবং তাদের মাফ করুন) এ পর্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছে যে তারা তাবলীগওয়ালাদের উপর বাহ্যবিচার ছাড়াই খোলাখুলি কুফরের ফয়সালা দিয়ে দিয়েছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ৪ লেখা হয়েছে

‘ শাইখ আব্দুল্লাহ বিন সাআদলী আল আবদালী আল গামদি মসজিদসমূহে এবং মসজিদে হারামের জিকিরের হালকা সমূহের এবং প্রত্যেক সমাবেশ এ এদের (তাবলীগজামাতের লোকদের) কুফরের এলান করেছেন এবং তা আজ থেকে পাচবছর আগের কথা এবং মদিনা মুনওয়ারায় যার সাথে দেখা হয়েছে তাকেই একথা বলেছেন।’

সৌদি আরবের উলামা এবং ছাত্ররা যারা অবসর সময়ে তাদের (তাবলীগজামাতের লোকদের) সাথে চলে এবং তাদের নুসরত করে তাদের উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে হকের নুসরত, তাওহীদের প্রসার , শিরক এবং বিদআত এবং গোনাহের মোকাবেলা করা। কেননা সবার একথা জানা আছে যে, তাবলীগ জামাতওয়ালারা দাওয়াতের কাজকে হেকমত এবং সদুপদেশের মাধ্যমে করে থাকে এবং প্রত্যেক ঐ কাজ থেকে দূরে থাকে যা লোকজনের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে ঘৃণার উদ্বেক করে। এবং যখন কোন বদকারকে হারাম কাজ থেকে নিষেধ করাকে দেবী করে তার অর্থ এই নয়, যে তারা অসং কাজের ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করছে বরং তারা তার জন্য একটি উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করছে। দাওয়াত ও তাবলীগওয়ালাদের কাজের একটি উত্তম বৈশিষ্ট হল তারা লোকদেরকে বিদআত এবং গোনাহ থেকে টেনে ইসলাম এবং তাওহীদের দিকে নিয়ে আসে এবং দাওয়াতের কাজে শরীক করে যা তাবলীগ জামাতের পক্ষের এবং বিপক্ষের সকলেরই জানা আছে। এমনকি আপনি এমন অনেক লোককে দেখবেন যারা গোনাহে ডুবে ছিল, অন্যায়-অত্যাচার , খুন-খারাবির মাধ্যমে সরকারকে পেরেশান করে রেখেছিল তারও যখন তাবলীগ জামাতের সংস্পর্শে এসেছে এবং তাদের সাথে নেক পরিবেশে সময় অতিবাহিত করেছে সে পুরোপুরি বদলে গিয়েছে এবং কিতাব ও সুন্নাহের দিকে

দাওয়াতদেনেওয়ালা হয়ে গিয়েছে এবং দাওয়াতের রাস্তায় যতদূর সম্ভব জান-মাল ও সময়ের কুরবানী দেনেওয়ালা হয়ে গিয়েছে।

এ পরিস্থিতিতে কিভাবে তাদের (তাবলীগ জামাতের) সাথে উঠাবসাকারীদের উপর এবং যারা তাদের নুসরত করে তাদের উপর কেন খারাপ ধারণা করা হবে ? এবং কিভাবে তাদের উপর অপবাদ দেয়া হবে যে তারা বিদআত এবং গোমরাহীর মদদদার ? তাদের (তাবলীগ জামাতের) সাথে যে সকল উলামা এবং দ্বীনি শিক্ষার্থী চলে তাদের ব্যাপারে কেন সু ধারণা রাখা হবে না যে তারা নিজেদের এবং পুরা উম্মতের ইসলাহের এবং হকের নুসরতের নিয়ত রাখেন ? শরীয়ত ও বিবেক কি আমাদের এই অনুমতি দেয় যে আমরা দ্বীনের দিকে আত্মবান কারীদের এজন্য হয়ে প্রতিপন্ন করব যে তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন দেশের অধিবাসী যেখানে বিদআত এবং কুসংস্কার পাওয়া যায় ? ? এবং আমরা বাহ্যিক অবস্থার উপর কেন সিদ্ধান্ত নিব না যে রকম আব্দুল্লাহ বিন উতবা বিন মাসউদ এর সহীহ আছরে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন , হযরত উমর ইবনে খাতাব (রাঃ) কে বলতে , শুনেনি যে এখন ওহী নিঃসন্দেহে বন্ধ হয়ে গেছে আমরা তোমাদের বাহ্যিক আমলের উপর সিদ্ধান্ত নিব। তোমাদের যার থেকে ভালো কাজ প্রকাশিত হবে তাকে আমরা নিরাপত্তা দিব এবং নিকট করব। অন্তরের গোপন কথার ব্যাপারে আমাদের কোন আসে যায় না। অন্তরের কথার হিসাব আল্লাহ তাআলা নিবেন। যার থেকে খারাপ কিছু প্রকাশিত হবে তবে আমরা তাকে নিরাপত্তা দিব না এবং সে যদি বলে আমার নিয়ত ভালো ছিল তবে আমরা তাকে সত্য মনে করব না। (বুখারী)

একইভাবে মুসলিম শরীফে হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে , তিনি এক ব্যক্তিকে লা ইলাহা বলায় পরেও হত্যা করেছেন (হযুর সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সতর্ক করেন যাতে আমরা বাহ্যিক অবস্থার উপর সিদ্ধান্ত নিই এবং দিলের ব্যাপার আল্লাহর উপর সোপর্দ করি)।

তাছাড়াও অনেক সহীহ হাদিস রয়েছে যা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে আমাদেরকে লোকদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এবং হযরত উমর (রাঃ) এর কথাও এর প্রমাণ

‘যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি কোন মুসলমান ভাইকে (তার কথা ও কাজকে) ভালোরদিকে সম্বন্ধযুক্ত করতে পার ততক্ষণ তাকে (কথা ও কাজকে) খারাপের দিকে সম্বন্ধযুক্ত কর না।’

এবং নিঃসন্দেহে দাওয়াতের কাজ করনেওয়ালাদের উপর অভিযোগকারীগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুমানের উপর ভিত্তি করে অভিযোগ করে থাকেন অথচ আল্লাহতআলাহ এরশাদ করেন

‘হে ঈমানদার ব্যাক্তিরা , তোমরা বেশী বেশী অনুমান করা থেকে বেচে থাক, (কেননা) কিছু কিছু (ক্ষেত্রে) অনুমান (আসলেই) অপরাধ। ’ (সুরা-হুজুরাত ১২)

দ্বিতীয় আয়াত

‘ নিশ্চয়ই ভিত্তিহীন অনুমান সত্যের ব্যাপারে সামান্যতম উপকারী নয়।’

বুখারী মুসলিম এবং অন্যান্য হাদিসের কিতাবে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসুলল্লাহ (সালল্লাল্লাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, ‘ নিজে থেকে খারাপ ধারণা থেকে বাচাও। খারাপ ধারণা করা সবচেয়ে বড় মিথ্যাচার এবং কারও দোষত্রুটি অনুসন্ধান কর না।’

কিছু লেখকতো এই অভিযোগ করেছেন যে তবলীগ জামাতের লোকেরা কবরবাসীর উপর উৎসর্গ করাকে ঠিক মনে করে এবং শিরকী-বিদআতী জিয়ারতকে সমর্থন করে। আমরা এ ব্যাপারে জানি না। আর যদি এগুলোর কোন কিছু তাদের থেকে প্রমাণিত হয় তবে আমরা আল্লাহতআলার পক্ষ থেকে এর থেকে মুক্ত হওয়ার এলান করছি। যদি কেউ এসকল বিষয়ের কোন একটি তবলীগ জামাতের ভিতরে দেখে তবে তার উচিত সে তৎক্ষণাৎ এর নিষেধ করবে এবং তার জন্য তখন চুপ থাকা জায়েয নেই।

এই পত্রসমূহের মধ্যে একটি ভুল এটিও যে এর লেখকগণ যখনই কোন এক আধটু ভুল কারও পক্ষ থেকে প্রকাশিত হতে দেখেছেন তখনই তারা সে ভুলকে পুরো জামাতের সাথে ঢালাওভাবে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। অথচ এটি শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই যে, ব্যক্তি বিশেষ এর কারণে সবার উপর হুকুম আরোপ

করা। অর্থাৎ যখন তবলীগ জামাতের কোন আলেম অথবা কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোন বিদআত প্রকাশিত হয় তো আমাদের জন্য এটা জায়েয নেই যে আমরা পুরো জামাতের উপর হুকুম আরোপ করব। প্রত্যেকের এ কথা জেনে নেওয়া আবশ্যিক যে আমরা জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভুলত্রুটির উর্দে মনে করি না। যেভাবে অন্যান্য লোকদের উপর ভুলত্রুটির প্রভাব রয়েছে তাদের উপরও রয়েছে। যারা আমাদের সামনে নেই আমরা তাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে এই কথা বলার সামর্থ্য রাখি না যে তারা সবধরনের বিদআত ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত।

বরং আমরা বলি যে হতে পারে তাদের মধ্য থেকে কিছু কিছু লোকের মধ্যে এমন কিছু থাকতে পারে যা সে গোপনে করে। যার ব্যাপারে আমরা ভাল-মন্দ কোন কিছুই নির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারি না। কিন্তু এটা জায়েয নেই যে আমরা সকল ভুলসমূহকে কোন প্রমাণ ব্যতীত জামাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত করব। এই সকল পত্রসমূহে যে সকল ভুল আকিদা এবং বিদআত এর উল্লেখ করা হয়েছে যদি সেগুলো জামাতের কিছু লোকের মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে আমরা আল্লাহতাআলার নিকট থেকে এর থেকে মুক্ত হওয়ার এলান করছি। আশা রাখি আল্লাহতাআলা তাদের সংশোধনকারীর সাহায্য করবেন যিনি তাদের অভিযোগ করা যায় এমন বিষয় সমূহের সংশোধন করবেন। কিন্তু এর সাথে সাথে এসকল অভিযোগ উত্থাপনকারীদের নিকট বলি যে, তবলীগ জামাতের ভাইরা কি মুসলমান নয় ?

রাসুল (সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর এই এরশাদ মোতাবেক তাদের জন্য হিতকামনা করা কি আমাদের জন্য জরুরী নয় ?

‘দ্বীন হল হিতকামনা’।

যদি ধরে নেয়া যায় যে, যে সকল কথা তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে তাদের মধ্যে বিদআত এবং কুসংস্কার রয়েছে এগুলো সত্য, তাহলে কি আমাদের জন্য কি জায়েয আছে আমরা তাদেরকে ছেড়ে দেই এবং তারা গোমরাহীর ভিতরে লিপ্ত থাকে ? উলামা এবং দ্বীনি শিক্ষার্থীদের উপর কি এটা ওয়াজিব নয় যে তারা



তাদেরকে কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নেতে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর আমলকারী বানাতে এবং বিদআতকে বর্জন করাতে ?

যখন কিছু উলামা এবং দ্বিনী শিক্ষার্থী তাদেরকে সঠিক আকিদা শিখানোর জন্য এবং তাদেরকে সঠিক রাস্তার উপর নিয়ে আসার জন্য দাড়ায় তো এটা কি জায়েয আছে যে আমরা এ সকল হীতকাজ্জিদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করব যে তারাও তাদের মত পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং বিদআত ও গোমরাহী কাজের ভিতরে এদের মত লিপ্ত হয়ে গেছে। অভিযোগকারী কি এ ধারণা রাখেন যে দাওয়াত এ কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ যে তবলীগ ওয়ালাদের উপর গালমন্দ করা হোক এবং তাদের উপর কুফর এবং যিন্দিক হওয়ার অপবাদ দেয়া হোক। তাদের কি এই ধারণা যে শুধুমাত্র এর দ্বারাই জিম্মাদারী পূরা হয়ে যাবে ?

তবলীগ জামাত এর ভিতরে আহলে সুন্নত মুসলমানের সবধরনই शामिल আছে যদিও তাদের মধ্যে মাযহাব, দেশ, রং এবং ভাষার মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। আরব আছে অনারব আছে। তবলীগ জামাত এর ভিতরে সকলেই একত্রিত আছে।

আমাদেরকে ইমাম মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব (রহঃ) এর অনুসরণের কারণে কাফের মনে করে এবং মূর্খতা বশত আমাদের তাওহীদি কথা সমূহকে শোনার জন্য প্রস্তুত থাকে না এমন লোক যে দেশে আছে সে দেশ থেকে যদি কোন জামাত আমাদের নিকট আসে এবং তাদের বক্ষকে আমাদের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়ে বলে যে তোমরা উত্তম মুসলমান, তাওহীদ ওয়ালা ,তোমরা সাহাবীদের আওলাদ এবং দুনিয়াতে দ্বীন ইসলাম ও তাওহীদকে প্রচার প্রসার করার জন্য আমাদের সহযোগীতা কর এবং নিজেদের ইলম কম হওয়ার কথা স্বীকার করে ও হীতকাজ্জিতা মূলক কথাকে কবুল করার জন্য তৈরী থাকে তাহলে তাদের ব্যাপারে আমাদের উপর কি দায়িত্ব ? তাদের এসকল কথার জবাব আমরা কি দিব ? তাদেরকে কি আমরা এ কথা বলব , যে তোমরা কাফের ও মুশরিক যাও চলে যাও, আমরা তোমাদের সাথে চলব না তোমাদের নুসরত ও করব না কারণ তোমাদের দেশে শিরক, বিদআত এবং মূর্তিপূজা রয়েছে। অথচ তারা বলে তোমরা

আমাদের সাথে আমাদের দেশে চল এবং যা আমরা জানি না তা আমাদের শিখাও এবং যে জিনিষ শরিয়ত মোতাবেক জায়েয তা আমাদের কাছ থেকে গ্রহণ কর।

তবলীগ ওয়ালাদের একটি কাজের তরিকা আছে এবং কিতাব ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত উসুল আছে যার উপর তারা চলে। এসকল উসুলসমূহের ভিতরে তাওহীদ, সহীহ ইবাদত এবং দাওয়াত ইল্লাহ এর মত জরুরিয়াতে দীনও শামিল রয়েছে। বদকার উলামা এবং রাষ্ট্রপতিদের অপমানজনক কথা তারা এজন্য ছেড়ে দেয় যাতে জামাতের ভিতরে ঘৃণা এবং অনৈক্য না হয় এবং তাদের মানসিকতা এই নয় যে তারা খারাপকে খারাপ মনে করে না বরং তারা মনে করে যে দাওয়াত ইল্লাহ মেহনত করা এবং মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বাচানোর মধ্যে নরম পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহতআলার তৌফিকে কথাকে তাড়াতাড়ি কর্মে পরিণত করার মাধ্যমে কবুল করা হয়ে থাকে।

রাসুল (সালাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, যে আল্লাহ তাআলা নরম ব্যবহারকারী, নরম ব্যবহারকারীকে পছন্দ করেন, নরম ব্যবহারের কারণে এমন জিনিস দেন যা শক্ত ব্যবহারের কারণে দেন না।

এরকম অর্থের আরও অনেক হাদিস রয়েছে।

দাওয়াত ও তবলীগের তরবিয়তি বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটি এই যে তারা লোকদের কাছে দাওয়াতের মাধ্যমে এই আবেদন করে যে তারা যেন আপন আপন পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদের (তবলীগ জামাত) সাথে কিছু সময় অতিবাহিত করে। যাতে করে দাওয়াতের কাজে যারা নতুন নতুন এসেছে তারা যেন নেক পরিবেশে সময় অতিবাহিত করার মাধ্যমে তাদের(তবলীগ জামাত) সাথে দাওয়াতের কাজে শরীক হওয়া সহজ হয় এবং দ্বীনের কথার মাধ্যমে তারা প্রভাবিত হয় ও এই দুনিয়াবী ঝামেলা থেকে মুক্ত এই সময় নেক কাজ করে। এমনকি যেসকল খারাপ অভ্যাসে তারা অভ্যস্ত ছিল সেগুলো ছাড়া তাদের জন্য সহজ হয়।

সংক্ষেপে তারা এইভাবে বের হওয়াকে নিজেদের এবং অন্যদের জন্য এসলাহের উসিলা মনে করে এবং একে উদ্দেশ্য মনে করে না। এই তরিকা এবং তরতিবের বদৌলতে আপনারা দেখে থাকেন যে অনেকে তাদের সাথে বের হওয়ার কারণে

নিজেদের জীবনের মোড় পরিবর্তন করেন এবং অবশেষে যে সকল লোক দ্বীন থেকে দূরে ছিল তারা দ্বীনের দ্বায়ী হয়ে যায়।

দাওয়াত ও তাবলীগওয়ালাদের উপর অভিযোগকারী ভাইদের কথা থেকে একথা স্পষ্ট যে তারা এ ধারণা রাখেন যে, দাওয়াত ঐ তরিকাই সহীহ যা জোরজবরদস্তির এবং শক্ত কথার উপর ভিত্তি করে দন্ডায়মান থাকে এবং যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তার ব্যাপারে কোন নরম এবং সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করা না হয়। বরং তাদের সাথে নরম এবং সহজ করাকে হেকমতের খিলাফ এবং দ্বীনের ব্যাপারে তাল মিলিয়ে চলা মনে করে। এসকল লোক চায় যে, সকল দ্বীনের দ্বায়ী এই কঠিন তরিকায় তাদের সাথে একমত হোক এবং যারা এরকম করে না তাদের সম্পর্কে দ্বীনের ব্যাপারে তালমিলিয়ে চলার অভিযোগ করা হোক। এবং তাদের উপর এই অভিযোগ করা হোক যে তারা অসৎ কাজের নিষেধের ব্যাপারে অলসতা করে।

হায় ! তারা যদি তাদের দাওয়াত দানকারী ভাইদের যারা দাওয়াতের মধ্যে নরম পন্থা অবলম্বন করে এবং সহজ ও সৌহার্দপূর্ণ পথ অবলম্বন করে তাদের হক এবং দলিল উপর রয়েছে মনে করত। কারণ আল্লাহতাআলা হযরত মুসা ও হারুন (আঃ) কে যখন ফেরাউনের কাছে প্রেরণ করেন তখন তাদের বলেন -----

‘তার সাথে নম্র কথা বলবে , হতে পারে সে তোমাদের উপদেশ কবুল করবে অথবা (আমায়) ভয় করবে।’ (সুরা - ত্বাহা ৪৪)

আল্লাহতাআলা এরশাদ করেন

‘ (হে নবী,) তুমি তোমার মালিকের পথে (মানুষদের) প্রজ্ঞা ও সত্বপদেশ দ্বারা আশ্রয়ান কর, এবং (কখনও তর্কে যেতে হলে) তুমি এমন এক পদ্ধতিতে যুক্তি তর্ক যা সবচাইতে উৎকৃষ্ট পন্থা।’ (সুরা - নাহল ১২৫)

আরও এরশাদ করেন

‘ এটা আল্লাহর এক (অসীম) দয়া, তুমি এদের জন্য ছিলে কোমল প্রকৃতির (মানুষ, এর বিপরীতে) যদি তুমি নিষ্ঠুর ও পাষণ্ড হৃদয়ের (মানুষ) হতে তাহলে এসকল লোক তোমার আশপাশ থেকে সরে যেত। ’ (সুরা - আলে ইমরান ১৫৯)

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন -

‘বিনয় যে জিনিষের ভিতর আসে তাকে সৌন্দর্য দেয় এবং যা থেকে বের হয়ে যায় তাকে ত্রুটিপূর্ণ করে দেয়।’ (সহীহ মুসলিম)

হায় ! এই লোকসকল যদি দাওয়াত দানকারী ভাইদের ব্যাপারে সু ধারণা রাখত এইজন্য যে তারা তাদের ইজতিহাদ অনুযায়ী এই কাজকে এক বিশেষ পদ্ধতির উপর দন্ডায়মান করেছে আর যে সকল ত্রুটি সমূহের স্বাক্ষর এই পত্রসমূহ দিচ্ছে তার মধ্যে একটি এটাও যে এই মেহনত করনেওয়ালা জামাতের ইসলাহের ব্যাপারে নৈরাশ্য। এইজন্য যে, যে সকল ত্রুটি এই জামাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে তা প্রমাণিত এবং যে সকল লোক দাওয়াতের কাজে নুসরত করে তারা দ্বীনের ব্যাপারে তাল মিলিয়ে চলে।

আমরা বলি যে নিঃসন্দেহে তবলীগ ওয়ালারা হকের নুসরত এবং সাহায্য করে এবং বাতেল কে মিটানোর নিয়ত রাখে এবং তাদের উদ্দেশ্য এটা যে, তাদের সাথে যারা চলে তাদের দিলে সহীহ আকিদাকে মজবুত করবে এবং তাদেরকে পথভ্রষ্টতা থেকে বাচাবে।

তবলীগ জামাতের ব্যাপারে আমাদের উলামাদের মতামত বিভিন্ন রকম।

তাদের মধ্যে কিছু উলামা তবলীগ জামাতের পক্ষ থেকে হকের নুসরত করা, সুন্নতকে প্রচার প্রসার করা এবং মুসলমানদের হালতকে সংশোধনের জন্য চেষ্টা করা, বিস্তৃতভাবে সহীহ এবং গলদ আকিদার মধ্যে পার্থক্য করিয়ে দেওয়া এই সব কিছুকে সঠিক এবং জায়েয মনে করেন। এবং জামাতের কারও পক্ষ থেকে যদি এমন কোন কিছু প্রমাণিত হয় যা কোরআন এবং সুন্নাহের খিলাফ তবে তাকে সতর্ক করা হবে। এবং আমরা তাদের গোপন বিষয় সমূহকে আল্লাহর উপর সোপর্দ করব। কারণ আমাদের জন্য জায়েয নেই যে আমরা তাদের উপর এরকম বিষয়ের জন্য কোন হুকুম আরোপ করি যা আমাদের সামনে নেই।

এই কাজের সমর্থন আমাদের শাইখ মুহাম্মদ ইব্রাহিম আলী শাইখ এবং আমাদের শাইখ আব্দুল আজীজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বাজ ও অন্যান্য ওলামাকেরাম ও করেছেন। যারা এই জামাতের এবং অন্যান্য মুসলমানের ব্যাপারে অনেক গভীর আগ্রহ ছিল। যেকোন ব্যক্তি তবলীগ জামাতের ব্যাপারে চিন্তা করলে তারা নিজেদের জন্য এবং মুসলমানদের জন্য শুধুমাত্র কল্যাণকর ও হিতাকাজি পাবে। তারা নিজেদের এই কাজের দ্বারা শুধুমাত্র উম্মতের এবং নিজেদের সংশোধন নিয়ত রাখে। তারা গুনাহ থেকে নিষ্পাপও না। তারা এ ব্যাপারে আশ্বস্ত যে তারা হকের উপর থেকেই লোকজনকে কিতাব সুন্নাহ ও সলফে সালাহীনদের রাস্তার দিকে লোকদের ডাকছে। তা হবেই বা না কেন ? যখন তারা এলান করেন হে মানব সকল আমাদের কামিয়াবি আল্লাহর হুকুম সমূহকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরিকায় পুরা করার মধ্যে রয়েছে। নিঃসন্দেহে আমি এবং অন্যান্যরা জানে অনেক লোক হেদায়েতের রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। ইলম ও ইসলামের গভি থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। বরং ইলহাদের(কুফুরির) ভিতর ঢুকে গিয়েছিল। যখন এই জামাত এর দাওয়াত ও তবলীগের রাস্তায় কিছু সময় তাদের সাথে অতিবাহিত করেছে তখন জীবনের মোড়কে পরিবর্তন করেছে। আমরা তাদের মধ্যে অনেককে দেখেছি যারা দ্বীনি মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে ভর্তি হয়েছে এবং ওলামায়ে কেরামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে এবং দাওয়াতের ঐ সকল কিতাব পড়েছে যা শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব (রহঃ) এর অনুসারীরা প্রকাশ করেছেন।

(হ্যা !! তাদের সাথে বের হয়েছে এমন অনেক এত প্রভাবিত হয়েছে যে তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ) দের জীবনী দ্বারা উপকৃত হয়েছে। খুব কম সংখ্যক লোকই জামাত থেকে সময় লাগানোর পর কোনরকম উপকার ছাড়াই ফিরে আসে। কারণ তারা যখন জামাতের লোকদের সাথে চলে তারা আসলে নিজেদের ধারণা অনুযায়ী খারাপ কিছু দেখার জন্য বের হয় এবং তাদের নেক আমল তাদের আশ্চর্যান্বিত করে।)

তাছাড়া নিঃসন্দেহে আমি যতবার জামাতের সাথে বের হয়েছি তাদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর খেলাফ কোন কথা বলতে শুনিনি। সৌদিআরবের যেসকল তালেবে ইলম তাদের সাথে বের হয় তাদের মধ্যে এমন কাউকে জানি না যে এমন কোন কথা বলে যা হযরত শাইখ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব (রহঃ) এর আকিদা ও কুরআন ও সুন্নাহের খেলাফ। বরং আমাদের সকল কথা আল্লাহর রহমতে কালেমায়ে তাওহীদের অনুযায়ী হত। এবং এ আলোচনা হত যে সকল ইবাদত শুধুমাত্র খালেছ আল্লাহর জন্যই হতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে শুধুমাত্র আল্লাহতাআলার রুবুবিয়াতের স্বীকার করা হয় (আল্লাহতআলা এক) এই কথা সবার জানা আছে যে আরবের মুশরিকরা এই কথা স্বীকার করতে যে আল্লাহতাআলা তার কার্যাবলিতে একক। এটাই তাওহীদে রুবুবিয়াত যে আল্লাহআলা একক। নিঃসন্দেহে তাওহীদের এই প্রকারের বিশ্বাস তাদেরকে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করাতে পারেনি কারণ তারা তাওহীদে উলুহিয়াতকে অস্বীকার করত। অর্থাৎ বান্দার যত ইবাদত আছে তা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য করত না। বরং তাতে গাইরুল্লাহকে শরীক করত। যেমন সেজদা, মান্নত, দোয়া ইত্যাদি ইবাদত গাইরুল্লাহর জন্যও করত। তাই তারা তাওহীদে রুবুবিয়াতের স্বীকারোক্তির সাথে সাথে তাওহীরেদ উলুহিয়াতের স্বীকার করত না। তাই তারা মুসলমান হয়নি।

এটা এবং এটা ব্যাতিত অন্যান্য বিষয় সমূহ সম্পর্কে সতর্ক করে থাকেন ঐ সকল ওলামা এবং তলাবা যারা তাদের সাথে চলে এবং নুসরত করেন। কিছু সংখ্যক রিসালার লেখকগণও এ বিষয়ের প্রতি ইজিত প্রদান করেছেন যে তাবলীগ ওয়ালারা তাওহীদে রুবুবিয়াত এর বয়ান করেন এবং তাওহীদে উলুহিয়াতের বয়ান করেন না।

আমি বলি জি হা তাবলীগ ওয়ালারা কখনও তাওহীদের এই দুই প্রকারকে এভাবে বয়ান করেন না যে এটা তাওহীদের রুবুবিয়াত এবং এটা তাওহীদে উলুহিয়াত। কিন্তু তারা তাওহীদের এই দুই প্রকারের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুকে সম্পূর্ণ আদায় করেন। কারণ এই কথা তাদের উসূলের মধ্যে রয়েছে যে সকল কথা ও কাজের নিয়ত শুধুমাত্র আল্লাহতাআলার জন্য হতে হবে। আর এটাই তাওহীদে উলুহিয়াত

যে বান্দার সকল কাজ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য হবে। আপনি যখন তাদের সাথে দ্বীনের দাওয়াতের জন্য বের হবেন তখন দেখবেন যে তারা তাদের দোয়া এবং আমলের ভিতরে তাওহীদে উলুহিয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক কোন কাজ করেন না। এই জন্য তারা এ বিষয়ের খুব আশাবাদি যে তাদের কাজ-কর্ম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাল্হু আলাইহী অসাল্লাম এবং সাহাবা রাযিঃদের কাজ-কর্ম মোতাবেক হোক এবং তাদের কাজ-কর্মের খেলাফ না হোক। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

আল্লাহ তায়ালা যাকে চান হেকমত (দ্বীনের বুঝ) দান করেন।(সূরা বাকারা- ২৬৯)

যদি কেউ নফসের খায়েসাত ও কুপ্রবৃত্তি থেকে খালি হয়ে এবং শুধুমাত্র হকের অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে দ্বীনের এই দ্বাঈদের সাথে সময় অতিবাহিত করেন এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানতেন এবং তাদের দাওয়াতের তরীকাকে জানেন, তাহলে তাদের মধ্যে অনেক আশ্চর্য জিনিস দেখতে পাওয়া যাবে। যেমন - নিজেদের ঈমানকে কতই না ভালোভাবে মযবুত করা হয়, লোকেরা অনেক দ্রুততার সাথে তাদের কথাকে কবুল করে থাকে। এ সকল বিষয় দেখার দ্বারা তার দিলের ভিতরে বিন্দু মাত্র সন্দেহ থাকবেনা যে আল্লাহ তায়ালা এ দ্বাঈদের দাওয়াতের কাজের হীকমত দান করেছেন।

হেকমতকে অর্জন করার মাধ্যমগুলোর মধ্যে এগুলো রয়েছে যে, সকল ব্যাস্ততা থেকে পৃথক হওয়া এবং আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার সময় আল্লাহর রেজামন্দি ও আখেরাতের সাফল্যের নিয়ত করা। এছাড়াও নিজে এবং পুরা উম্মতের সংশোধনের জন্য সাধ্যানুযায়ী কিছু সময় বের করা ও আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া ও রোনাজারি করা যাতে আল্লাহ তায়ালা আমাদের পুরা উম্মতকে হেদায়েত নসীব করেন।

এর অর্থ এই নয় যে, দাওয়াতে ইল্লাল্লাহএর রাস্তায় যারা চলেন তারা নিজেদের পরিবার পরিজনকে ধংস করে ও নিজেদের সন্তানদের বেকার ছেড়ে চলে যায় অথবা নিজেদের পিতামাতার নাফরমানী করে অথবা নিজেদের সমাজকে ছেড়ে

চলে যায় অথবা সমাজের বিভিন্ন আসবাবকে ছেড়ে দেয়। বরং তারা নিজেদের দুনিয়াবী কাজ সমূহের ব্যবস্থাপনা করেন এবং সাজিয়ে থাকেন। যেভাবে কাজ-কারবার দেখাশুনা করে এবং ব্যবসা বা চিকিৎসার জন্য সফর করে।

যে ব্যক্তি এই দাওয়াতের কাজের হাকীকত সম্পর্কে জ্ঞাত নয় (এবং এরকমই বেশি) এমনকি কিছু দীনদার লোকও এই কাজকে আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখেন, ও এই কাজকে দ্বীনের ভিতরে বেদায়াত মনে করেন অথবা বেকার মনে করেন অথবা নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য ক্ষতিকর মনে করেন।

অথচ সত্য কথা হল এই কাজ না বেদায়ত না ক্ষতিকর। মূলত এই কাজ অত্যাবশ্যকীয় উপকারী কাজ যা সকল মুসলমানদের সনহশোধনের জন্য জরুরী। এই কাজে বের হওয়ার জন্য শুধু একটি মাত্রই বাধা তা হল এই কাজ নফসের জন্য খুবই কঠিন। কারণ এই কাজের ভিতরে অনেক কষ্ট বরদাশত করতে হয়, আরামকে পরিত্যাগ করতে হয়, স্বাদের জিনিসকে ছাড়তে হয়। পরিবার পরিজন ও নিজের সমস্ত প্রিয় জিনিস থেকে পৃথক হতে হয়। ধন সম্পদ, সময়, মেহনত ও ফিকিরের কুরবানীর কষ্ট বরদাশত করতে হয়। এই কাজের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র এই যে আল্লাহর রাস্তায় যারা বে হন তারা যেন নিজেদের নফস শয়তান ও দুনিয়ার সাথে জিহাদ করে। যাতে করে দ্বীন ও আখেরাত তার কাছে নফসের খায়েসাত থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি নফস ছাড়া অন্যান্য জিনিস থেকে অগ্রগামি হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য তায়েফে গিয়েছিলেন এবং সেখানে দ্বীনের দাওয়াতের জন্য তাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। এভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম কোরয়ানের ৭০ জন ক্বারীকে আরবের কিছু কবিলার দিকে দ্বীনের তালিম ও ফিকাহ শিক্ষা দানের জন্য পাঠিয়েছিলেন। তারা তাদেরকে শহীদ করে দিয়েছিলো। এই ব্যাপারে আসল নিয়ম আল্লাহ তায়ালার এই কথা-



অর্থাৎ “(তারা) এমন করলোনা কেন যে, তাদের প্রত্যেক দল থেকে কিছু কিছু লোক বের হত যাতে করে তারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানানুশীলন করত, অতপত যখন তারা (অভিযান শেষে) নিজ জাতীর কাছে ফিরে আসত, তখন তাদের জাতীকে তারা (আযাবের) ভয় দেখাতো, আশা করা যায় এতে তারা সতর্ক হয়ে চলবে।” (সূরা তাওবা -১২২)

ইমাম সামসুদ্দিন ইবনুল কাইয়্যিম রাহঃ যা কিছু বলেছেন তার শারসংক্ষেপ নিম্নরূপ-

নিঃসন্দেহে জিহাদের ভিতরে অনেক জিনিস অন্তর্ভুক্ত, তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চারটি বিষয় রয়েছে। নফসের সাথে জিহাদ, শয়তানের সাথে জীহাদ, খায়েসাতের সাথে জীহাদ ও দুনিয়ার সাথে জিহাদ। যখন একজন মুসলমান এই বিষয় সমূহকে আয়ত্বে নিয়ে আসতে পারে তখন বাহ্যিক দুশমনকেও নিয়ন্ত্রাধীন করতে পারে আর যখন এই বিষয়ন সমূহ তার উপর কর্তৃত্ব করে তখন বাহ্যিক দুশমন তার উপর কর্তৃত্ব করে।

আমাদের এই এলাকায় (সৌদি আরবে) বসবাসকারী লোকজনের আক্বীদা আল্লাহর রহমতে ঐ সকল বিচ্যুতি থেকে নিরাপদ যে সকল আক্বীদায় বেদাতীরা লিপ্ত। তারা আশ্বিয়া, আওলিয়া, সালেহীন ও অন্যান্য মৃত ব্যক্তিদের কবর থেকে কোন কিছু চাওয়া থেকে নিরাপদ, একই ভাবে বেদায়াত ও কুসংস্কার থেকেও মুক্ত। তারপরও আফসোসের সাথে বলতে হয় যে আমাদের মধ্যে অনেক লোকই দ্বীনের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে রেখেছে, এলেম থাকা সত্ত্বেও নিজের খায়েসাতকে মারুদ বানিয়ে রেখেছে। দ্বীনের দুশমনদের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষার ব্যাপারে তাদের কোন পরোয়া নেই। এমনকি ঈমানের সবচেয়ে মযবুত ভিত্তি যা আল্লাহ তায়ালায় জন্য কাউকে ভালোবাসা ও আল্লাহ তায়ালায় জন্য কারো সাথে শত্রুতা

রাখা। তা তাদের দ্বীলে বক্র রাস্তা গ্রহণ করেছে। আমাদের মধ্যে অনেক লোকই সহীহ তরীকায় আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার ছেড়ে দিয়েছে। আমাদের অনেকেরই দিলে আল্লাহ তায়ালায় ইবাদতের বুনিয়াদ সমূহ যেমন আল্লাহ তায়ালায় জন্য পরীপূর্ণ স্তরের মুহাব্বত ও তার সামনে পরীপূর্ণ স্তরের বিনয় দুর্বল হয়ে গিয়েছে। নিঃসন্দেহে এরকম অবস্থা বাস্তবেই আমাদের এখানে রয়েছে। এ দুর্বলতাগুলো অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্র সমূহে বেশি আকারে রয়েছে বরং এ সকল রাষ্ট্র সমূহে শিরক বেদায়াত ও কুশংস্কারও রয়েছে।

অর্থাৎ-“নেকি ও তাকওয়ার ব্যাপারে একে অপরের সহযোগীতা কর” (সূরা মায়িদা-২)।

নিঃসন্দেহে ভুলত্রুটি (দুর্বলতা) মানবীক বৈশিষ্ট্য সমূহের একটি, তাই প্রত্যেকের মধ্যে ভালো ও খারাপ উভয়টিই রয়েছে। যখন এ দেশের এবং অন্যান্য দেশের দ্বায়ীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগীতা অর্জিত হবে তখন অনেক কল্যানের ফলাফল বের হয়ে আসবে। কারণ, প্রত্যেক দ্বায়ীর মধ্যেই কিছু ভুল ও কিছু ভালো গুণ রয়েছে। আমরা যখন দাওয়াত ইলাল্লাহ এবং নেক কাজের ময়দানে একে অপরের সাথে মিলিত হবো, একে অপরের মধ্যে কল্যানকামীতা ও সহযোগীতা মূলক আচরণের কারণে ভুল খতম হয়ে যাবে অথবা কম ও হালকা হয়ে যাবে। হকের উপর আছে বলে মনে করে এরূপ বহু লোক যখন আহলে হকদের সাথে চলাফেরা করে তাদের কাছে নিজেদের ভুল পরিষ্কার হয়ে যায়। এ বিষয়টি কারো নিকট গোপন নয়। তাবলীগ জামাতের লোকেরা যে নিয়মে আমল করে তা বর্ণনা করে আমি আমার লেখা শেষ করতে চাই।

তাদের দাওয়াতের ৬ টি ভিত্তি রয়েছে।

1. ঈমান ,
2. নামায ,
3. এলম ও জিকির ,
4. একরামুল মুসলিমিন ,
5. এখলাসে নিয়ত ও
6. দাওয়াত ও তাবলীগ।

তাদের এ সকল বিষয়বস্তু কে শুধুমাত্র মুখস্ত করা উদ্দেশ্য নয়। বরং, উদ্দেশ্য হল এই বিষয়বস্তুগুলো যেন দ্বীল, জবান ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গের মধ্যে মযবুত গুন হিসেবে প্রকাশ পায়। এগুলোকে হাসীল করার রাস্তা হল যখনই সময় পাওয়া যায় তখন দাওয়াত ইলালার রাস্তায় বের হয়ে পড়া যাতে করে এই গুনাবলি গুলো নিজের মধ্যে পোক্ত হয়। তাছাড়া ব্যাক্তগত ও সামাজিক জীবনে যাতে এর আছর প্রকাশিত হয়।

যখন লোকের মধ্যে এ সকল গুনাবলির হাকিকত চলে আসবে নিঃসন্দেহে তার মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম ও সাহাবা রাযিঃদের মতো গুনাবলি চলে আসবে।

এই বিষয় সমূহের নির্বাচন এ জন্য করা হয়েছে যে এই বিষয় সমূহের প্রয়োজনতো সব সময়ই হয়ে থাকে যা কোন চিন্তাশীল লোকের কাছে গোপন নয়। এ কথাগুলো পরিপূর্ণভাবে অর্জনের জন্য নফসের খায়েসাত থেকে মুক্ত হয়ে এবং পারস্পারিক কল্যানের কথা শীক্ষা গ্রহণের ও শীক্ষা দানের উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ যদি তাবলীগ জামাতের সাথে লম্বা সময় অতিবাহিত না করে তাহলে তাদের জন্য ঐ সকল গুনাবলী অর্জন করা সম্ভব নয় যার উপর তাবলীগ জামাতের লোকেরা চলছে।

1. দাওয়াত
2. তালিম
3. যিকর ও ইবাদত
4. খেদমত

তাবলীগ জামাতের লোকেরা দিন রাত কিভাবে নিজেদেরকে এই চার কাজের ভিতর লিপ্ত রাখছে এ কথা দেখা ছাড়াও ঐ সকল গুনাবলী অর্জন করা সম্ভব নয়।

জামাতের সাথে যথেষ্ট সময় চলাফেরা ও উঠাবসা করার মাধ্যমে যতক্ষণ পর্যন্ত জামাতের কাজের ব্যাপারে বাসিরত অর্জন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাবলীগ জামাতের আমল সমূহের হাকিকতের ব্যাপারে, কাজের নিয়মের ব্যাপারে(যা জামাতের লোকেরা মাশওয়ার মাধ্যমে নিয়মানুগ করেন), উসূল ও আদবের ব্যাপারে(যা কিতাব ও সুন্নত থেকে উৎসারিত) ও যেসকল আমল সমূহ জামাতের লোকেরা করে থাকে তার সম্পর্কে পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব নয়। আর কারো ইচ্ছা যদিম এরকম হয় যে লোকদের বর্ণিত কথার উপরই ফয়সালা করবে তাহলে তার ফয়সালা অপরিপূর্ণ হবে। কেন? এ কারনে যে সে পরিপূর্ণ হুজ্জত এবং সঠিক ধারণা ব্যাতিত ফয়সালা করেছে। তা ছাড়া জামাতের সকল কাজই লোকদের সাম্মুখে পরিস্কার ও খোলাখুলি রয়েছে। যেমন কবিতায় বলা হয়েছে “আমার বাতেন আমার জাহের মতনই এবং এটাই আমার অভ্যাস। আমার রাতের আধার আমার দিনের উজ্জ্বল্যের মতোই”।

শ্রেণী বৈষম্য, চিন্তাধারাগত ও সামাজিক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সকল মুসলমান যেন তাবলীগের কাজে তাদের সাথে শরীক হয় ও তাদের ভুলগুলোকে যেন সংশোধন করে এটাই তাবলীগ ওয়ালাদের উদ্দেশ্য।(সত্য ও হক কথা মুমিনের হারানো সম্পদ। যেখানেই তা পাওয়া যাবে সে সেটা গ্রহন করবে)।

আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করি তিনি যেন আমাদেরকে হেদায়েতের কথা আমাদের দ্বীলে ঢেলে দেন ও নফসের ক্ষতি থেকে আমাদেরকে বাচান, হককে হক হিসেবে আমাদেরকে দেখান ও তার ইত্তিবার তৌফিক নসিব করেন, বাতেলকে বাতেল হিসেবে আমাদেরকে দেখান ও তা থেকে বাঁচার তৌফিক নসিব করেন এবং বাতেলকে আমাদের উপর যেন অস্পষ্ট না করেন। তা না হলে আমরা গোমরাহ হয়ে যাব। আমি এ দোয়াও করি যে আল্লাহ যেন তাঁর দ্বীনের সাহায্য করেন, তাঁর কলেমাকে বুলন্দ করেন, এবং আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের সাহায্যকারী বানান।

## প্রসিদ্ধ ইসলামী চিন্তাবিদ ইমাম আবু যুহরার অভিমত

তিনি লাহোরে রায়বন্দে অবস্থিত তাবলীগি মারকায পরিদর্শন করে জামাতের কার্যক্রম সচক্ষে দেখে স্বীয় গ্রন্থ “আদাওয়াতু ইলাল ইসলাম” এ (পৃষ্ঠা ৬৩) লিখিছেনঃ

ক্রুসেড যুদ্ধ এবং তাতারী হামলার সময় যদিও আরবদের মধ্যে ইসলামী দাওয়াত হ্রাস পেয়েছিল, কিন্তু তখন ভারত পাকিস্তানে অনেক মজবুত ও নিয়মিত চলমান দাওয়াত আত্মপ্রকাশ করে এবং পরে তা সকল পূর্ব এশীয় দেশগুলতে বিস্তার লাভ করে ।

ভারতের মুসলিম ভাইগন দাওয়াতের গুরুদায়িত্ব আদায় করতঃ পিঠে সামান্যপত্র নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে পড়েন এবং এ পথে তারা অনেক কষ্ট সহ্য করেন । ফলে ফিলিপাইন ও ভারতের পূর্বীয় দ্বীপগুলোর মধ্যে মুসলমানগন আত্মপ্রকাশ করেন । আমেরিকার অনেক নিগ্রো তাদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে এভাবে ইসলামের প্রচার-প্রসার হয় । আমি ভারত-পাকিস্তানে এ সকল জামাতকে দেখেছি । তারা ইসলামী দাওয়াতের জন্য বের হয়েছেন । তারা জান-মালের দশমাংশ ইসলামী দাওয়াতের জন্য ব্যয় করবেন বলে দৃঢ় সংকল্প করে আছেন । যেমন শ্রমিকরা তাদের দশমাংশ বেতন কেটে রেখে দেয় মনে হয় যেন যাকাতের নির্দিষ্ট পরিমানের চেয়ে বেশী যাকাত আদায় করছেন ।

কখনো মুমিন আল্লাহর উপর ভরসা করে একাকী ইসলামী দাওয়াত আঞ্জাম দেওয়ার জন্য স্থানে স্থানে পৌছে যায় এতে সে ক্লান্তও হয় না এবং কাজে বিরতিও দেয় না । আমি ১৯৫৮-ইং সালে এই জামাতের কিছু সভা মজলিসে শরীক হয়েছি । এদের হাতে অনেক লোক ইসলাম গ্রহন করেছে । সে যুগে দায়ীগণ একা একা কাজ আঞ্জাম দিত । কারণ জামাতের পক্ষ থেকে বিভিন্ন এলাকার জন্য বিভিন্ন দায়ী ঠিক করে দাওয়া হত এবং দায়ীর স্বক্ষমতা ও এলাকার প্রয়োজন দেখে তাদের কাজ নির্দিষ্ট করে দেয়া হত । এই জামাত পাক-ভারত সহ ইন্দোনেশিয়াতে সদা কাজে রত । তারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলেন এবং দাওয়াত থেকে কখনো পিছপা হন না ।

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কথিত ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ যদিও প্রথমতঃ দ্বীনের হিফাজতে, দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদের হিফাজতে, তৃতীয়তঃ তাবলীগি দায়িত্ব আদায়ে অবহেলায় রত। কিন্তু মুসলমানগণ কখনও একা একা আবার কখনো জামাতবদ্ধভাবে যেমন পাকিস্তানে দেখেছি-তাবলীগের দায়িত্ব আদায় করে আসছে। যদিও তারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। কিন্তু তারা চেষ্টায় কোন অবহেলা করেনি। যারা কিছু করেনি বিশেষতঃ ইসলামী জ্ঞানের লেবাসধারী হয়ে যারা মনে করে যে, তারাই সবার শীর্ষে অথচ তাদের কাছে দায়িত্ববোধ বলতে কিছু নেই এসকল লোকদের চেয়ে তাবলীগ জামাতের লোকরাই অনেক উত্তম।

### ডক্টর মুহাম্মদ বকর ইসমাইলের অভিমত

তিনি আল্লামা মুহাদ্দিস ইউসুফ কাক্বলভী কৃত “হায়াতুস সাহাবা” গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন:

“হায়াতুস সাহাবা” কিতাবটি - যার তাহকীককৃত নতুন সংস্করণ আমরা বের করেছি - বাস্তবে সেই সকল কিতাবের একটি যা সাহাবী, তাবায়ীনগনের জীবনী আলচনায় সমৃদ্ধ। লেখক এই গ্রন্থে সাহাবী তাবায়ীনদের জীবন, চরিত্র, জ্ঞানের পরিধি, সংগুন ইত্যাদি বিষয়ে সুন্দর বর্ণনা পেশ করেছেন। যেন আল্লাহর দ্বীনের প্রতি যারা আহ্বান করে তাঁদের জন্য আলোকবর্তিকা হয়। আর যারা আল্লাহর আরেফগনের রাস্তা অনুসরণ করতে চান তাদের জন্য ঈমানী হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হবে। যখনি তাদের কোন সন্দেহ হবে তখনি সাহাবীদের জীবনীতে দৃষ্টি দিবে আর নিয়ত ঠিক করে পুনরায় হিদায়াতের দিকে ফিরে আসবে।

“হায়াতুস সাহাবা” গ্রন্থের লেখক এই কথা বুঝাতে সক্ষম হন যে, দাওয়াতের জন্য নিরাপদ পন্থা হল যেন দায়ীগণ এবং দাওয়াত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ সাহাবায়ে কেরামের নীতি অবলম্বন করে চলেন তাদের কাজে, কথায়, প্রচার মাধ্যমে, দ্বীনের জন্য কষ্ট সহ্য করণে এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা ও বেহেশতে প্রবেশ করার লক্ষে মখলুকের হিদায়াতের জন্য জান-মাল ব্যয় করেন। বুজুর্গ ব্যক্তি সম্মানিত লেখক এ কথাটি বুঝাতে পেরে আপন পিতা হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর নিকট সাহাবায়ে কেরামের জীবন বৃত্তান্ত অধ্যয়ন শুরু করলেন। তাঁদের অনেক কৃতিত্ব সম্পর্কে অবগত হলেন। অতঃপর প্রয়োজনীয় কিছু কথাবার্তা লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনবোধ করলেন। ফলে এ কিতাবটি (হায়াতুস সাহাবা) লিপিবদ্ধ করলেন। ১৯টি পরিচ্ছেদে তিনি এই কিতাবটি তৈরী করলেন। শুরুতে আল্লাহ রসুলের অনুসরণের ব্যপারে কোরআনের আয়াত ও হাদীস সমূহ। তিনি শুধু বিভিন্ন কিতাবাদী থেকে জমা করেছেন। নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছু সংযোগ করেননি। কারণ তার বিশ্বাস ছিল যে, পাঠক নিজেই কিতাবটি পড়ে যা নিতে চায় যেভাবে নিতে চায় নিতে পারবে এতে কোন বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। পাঠককে শুধু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে বইটি পড়তে হবে এবং সে মতে আমল করতে হবে। সে কিতাবটি পাঠক সমীপে



আমরা পেশ করছি। এতে লেখক আল্লাহ রসূল প্রেমিক প্রত্যেক ব্যক্তির সামনে আল্লাহর আনুগত্য এবং রসূল সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণের একটি রূপরেখা পেশ করার চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে অনুসরণের একটি রূপরেখা পেশ করার চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে অনুসরণ ও অনুকরণের নামই হচ্ছে ‘মুহাব্বত’। আল্লাহপাক বলেনঃ

قل ان كنتم تحبون الله فا تبعدوا نى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فلي والله غفور الرحيم

অর্থাৎ “বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর যাতে আল্লাহ ও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।”

তিনি তাঁর পিতার পর দাওয়াতের একজন ইমাম। তিনি সে উত্তরাধিকার লাভ করেছেন জ্ঞান, পরহেজগারী, দাওয়াতের প্রচার-প্রসারে বাকস্ফুটতার কারণে। কোন মীরাসী সূত্রে নয়, যেমনটা করে থাকেন সুফীবাদীরা। তিনি দাওয়াতের কাজ নিয়ে উঠলেন এবং ভারত উপমহাদেশসহ বিভিন্ন মুসলিম ও অমুসলিম দেশসমূহে প্রচার করতে সক্ষম হলেন। ভারতের কতিপয় নির্বাচিত বড় বড় আলেম তার সাথে সহযোগিতা করেছেন এবং বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে শিক্ষক, দায়ী পথপ্রদর্শক হিসেবে ছড়িয়ে পড়লেন।

## বিশিষ্ট ইসলামী লেখক আল্লামা ওয়াহীদুদ্দিন খানের অভিমত

তিনি বলেন শায়খ মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রহঃ)<sup>1</sup> এর তাবলীগের কেন্দ্রে গত চতুর্থাংশ শতাব্দী থেকে যে নিয়ম চলে আসছে তা শায়খ কর্তৃক রসূলুল্লহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বীনকে পুনরুজ্জীবিত করার দলীল বহন করে। সমগ্র বিশ্বে এর কোন নজীর পাওয়া যাবে না। অথচ বিশ্বে দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যপারে অগণিত কেন্দ্র রয়েছে। কিন্তু একটি কেন্দ্রও এমন নেই যেটি রসূলুল্লহ সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জামানায় মসজিদে নববীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পরিপূর্ণ নমুনা পেশ করতে পারে। এমতাবস্থায় শায়খ আল্লাহর তাওফিকে যে কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন তা কি চিত্তাকর্ষক এবং দৃষ্টি কেড়ে নেয়ার মত নয়?

<sup>1</sup> আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রহঃ) ছিলেন ভারতে প্রথম দাওয়াত ও তাবলীগের কেন্দ্র স্থাপনকারী। তার বংশ তালিকা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। আল্লাহপাক তাঁর মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশসহ সারা বিশ্বে দাওয়াত ও তাবলীগের এই মুবারক মেহনতকে সজীব করেছেন। তিনি ছিলেন যশস্বী ও শ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেরামের একজন। তিনি নাহ্, সরফ, আদব, বালাগাত, ফিকহ, তাফসীর, কুতুবে সিতাহ, শরহ্ মাআনিল আসার ও মুসতাদরাকে হাকেম একই সময়ে পড়াতেন। তার সম্পর্কে লোকেরা বলেছেন, ‘তিনি বিরতিহীন ভাবে দরস দানের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। প্রত্যেক দিন ৩৩টি দরস দান করতেন। কয়েকটি ফজরের নামাজের পূর্বে যথা হেফযে কোরআন ও মুসতাদরাকে হাকেম। বাকীটুকু নামাজের পর সারাদিন।’

দাওয়াতের কাজের প্রধান প্রতিনিধি হিসাবে নিজের পুত্র আল্লামা মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্ধলভীকে রেখে গেছেন। কুতুবে সিতাহ, মুসতাদরাকে হাকেম ও শরহ্ মাআনিল আসার নিজ পিতার নিকট পড়েছেন। তার পিতা শায়খ মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রহঃ) তাঁকে আরবী ভাষায় ‘শরহ্ মাআনিল আসার’ গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখার আদেশ দেন। তিনি পিতার আদেশ পালনার্থে ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখা শুরু করলেন এবং ‘আমানিউল আহবার’ নামে বড় বড় তিন খন্ডে কিতাবটি লিখলেন। তার পিতার নিকট ‘মিশকাতুল মাসাবীহ’ কিতাবটি পড়লেন। বাস্তবে এটাই ছিল তাঁর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিতাব ‘হায়াতুস সাহাবা’ রচনায় গোড়ার কথা। তাঁর এই কিতাবটিও তিন খণ্ডে বিভক্ত।

## সাবেক রাবেতা আল ইসলামীর স্থায়ী সদস্য মাসিক ‘আল ফুরকানের’ সম্পাদক শায়খ মুহাম্মাদ মনজুর নোমানী (রহঃ) এর অভিমত

আমার দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত হয়ে গেল যে, উম্মতের মধ্যে সম্যকভাবে ঈমানী জীবনকে জাগ্রত করার জন্য তাবলীগ জামাতের নীতিই এক মাত্র নীতি। তাবলীগ পদ্ধতির বাস্তবতা উদঘাটনের জন্য আমি যে জ্ঞানভিত্তিক ধারা সমূহ নির্বাচন করেছি, সেই ধারা হিসেবে আমি শায়খ ইলিয়াস (রহঃ) এর চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত হইনি। এমনকি তিনি নিজেও যদি তার বিশ্লেষণ করতেন তারপরও প্রভাবিত হতাম না। বরং বিষয়টিকে কোরআন-সুন্নাহ এবং বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদের প্রয়োজনাতির দৃষ্টিতে প্রণিধান করেছি। আমার ধারাবাহিক গবেষণা এবং দাওয়াতের সফরে শায়খের সোহবত একথাই প্রমাণ করে যে, তাবলীগের নিয়মটিই সমকালীন প্রয়োজন এবং সবচেয়ে সহজ সংস্কারনীতি ও আধুনিক যুগের সবচেয়ে সুন্দর সহজ শিক্ষানীতি।

(যদিও মনযুর নোমানী রাহঃ আজমের আলেম কিন্তু তিনি রাবেতা আল ইসলামীর(সৌদি-আরব) সদস্য থাকায় তার মত উল্লেখ করা হয়েছে)